

আনন্দলোক



ভদন্ত আনন্দঘিঙ্গ মহাথের

সঙ্ঘনায়ক : অখিল ভারত ভিক্ষুসঙ্ঘ



ভদন্ত আনন্দমিত্র মহাথের



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠান বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকোনো এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!

জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

আনন্দলোকে

ভদন্ত আনন্দমিত্র মহাশয়ের,
ত্রিপিটকবাগীশ্বর
সংঘনায়ক, অখিল ভারত ভিক্ষুসংঘ

বাংলাদেশ সংস্করণ ২০০৪

আনন্দমিত্র— বিবেকানন্দ বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী
পশ্চিম আধার মানিক
রাউজান, চট্টগ্রাম।

ANANDALOKE

By Anandamitra Mahathera

© গ্রন্থকার
প্রথম প্রকাশ : বুদ্ধপূর্ণিমা ১৩৯০
২৫২৭ বুদ্ধাব্দ

প্রথম প্রকাশক : শ্রীকৃষ্ণ কুমার বড়ুয়া
ঘাটচেক, রাঙ্গুনিয়া, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

বাংলাদেশ সংস্করণ ২০০৪

আনন্দমিত্র- বিবেকানন্দ বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী
পশ্চিম আধার মানিক
রাউজান, চট্টগ্রাম।

মুদ্রক : ওসাকা আর্ট প্রেস, ৭ মোমিনরোড,
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।
ফোন : ৬৩১০৮৯,
মোবাইল : ০১৮-৩৯৩১৫৪, ০১৮৩৯৮৫৫৭।

শ্রদ্ধাদান : পঁয়ত্রিশ টাকা মাত্র।

উৎসর্গ

পশ্চিম আধার মানিক গ্রামের রত্নগর্ভা সূর্য
সন্তান মায়নমার (বার্মা) আকিয়াব
অঞ্চলের মহামান্য সংঘরাজ পণ্ডিত প্রবর
প্রয়াত ভদন্ত বিমলাচার মহাথেরো,
বাংলাদেশ বৌদ্ধ ভিক্ষু মহাসভার মহামান্য
সংঘনায়ক পণ্ডিত প্রবর প্রয়াত ভদন্ত
জ্ঞানালোক মহাথেরো

এবং

ভারতের বুদ্ধগয়ায় বাংলাদেশ বৌদ্ধ
বিহারের অধ্যক্ষ, মগধ বিশ্ববিদ্যালয়ের
পি. এইচ. ডি গবেষক অকাল প্রয়াত
ধর্মদূত ভদন্ত বিবেকানন্দ থেরো এম. এ
(ডবল) মহোদয়ের করকমলে অসীম
কৃতজ্ঞতার পূজা স্বরূপ অত্র গ্রন্থের
বাংলাদেশ সংস্করণ উৎসর্গ করা হলো

প্রাপ্তিস্থান

ভদন্ত প্রিয়রত্ন খের
চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহার
নন্দন কানন ।

ভদন্ত বুদ্ধরত্ন ভিক্ষু
আবাসিক
শ্মশান ভূমি শাক্যমুণি
বুদ্ধ বিহার
মোগলটুলী, চট্টগ্রাম ।

ভদন্ত প্রজ্ঞাপাল ভিক্ষু এম. এ.
অধ্যক্ষ
নব পন্ডিত বিহার
১৫ কাতালগঞ্জ, চট্টগ্রাম ।

ভদন্ত কবিন্দ খের
অধ্যক্ষ
ধর্মপাল বিহার
(জয় চাঁদের বাড়ি)
পূর্ব গুজরা
রাউজান, চট্টগ্রাম ।

ভদন্ত প্রিয়দর্শী মহাখের
(ত্রিপিটক বিশারদ)
অধ্যক্ষ
নিখোঁধারাম
পশ্চিম আধার মানিক
রাউজান, চট্টগ্রাম ।

ভদন্ত সুমনানন্দ ভিক্ষু
অধ্যক্ষ
সম্বোধি বিহার ও পালি কলেজ
পশ্চিম আধার মানিক
রাউজান, চট্টগ্রাম ।

ধর্মরাজিক বৌদ্ধ মহাবিহার
কমলাপুর, ঢাকা ।

নালন্দা লাইব্রেরী
১৫৬, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম ।



আমাদের দুটি কথা



পৃথিবীর বুকে মহামানব গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাব এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। মহাকাব্যিক বুদ্ধের নব প্রচারিত ধর্ম তখনকার কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে এক সামাজিক বিপ্লবের জন্ম দিয়েছিল। তৎকালীন ভারতীয় সমাজ ছিল বিভিন্ন রকমের যাগযজ্ঞে ভরপুর; মানুষের মধ্যে শ্রেণী বৈষম্য জাতিভেদ প্রথা ইত্যাদিতে সেই সমাজ ছিল অন্ধকারের গভীরে নিমজ্জিত। বহু অলৌকিক কাল্পনিক দেব-দেবীর মূর্তি পূজা ও অর্চনা ছিল সর্বত্র। অগণিত পশুর রক্তে প্লাবিত হত ধরনী। এইসব নির্বোধ ও হৃদয়হীন প্রথার বিরুদ্ধে বুদ্ধের মহামৈত্রীর বলিষ্ঠ কণ্ঠে ধ্বনিত হলো “সর্ব জীবে কর দয়া,” “নিরীহ পশু যজ্ঞ হতে তোমরা হও বিরত।” বুদ্ধের এই মহান বাণী প্রাচীন ভারতের বুকে নতুন আশার আলো প্রজ্জ্বলিত করল। দিকে দিকে ধ্বনিত হলো সর্ব জীবে দয়া, মৈত্রী, করুণা ও মুদিতার বাণী। এভাবে তিনি ভারতকে জয় করলেন আপন মহিমা দিয়ে।

আজ মানব সভ্যতার এক চরম সংকটের দিনে আমাদের চলমান জীবন অতিবাহিত হচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির এই চরম উৎকর্ষের দিনে পৃথিবী আজ দ্বন্দ্ব-সংঘাত, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও চরম হিংসায় লিপ্ত। মানব সভ্যতার এই অবক্ষয়ের যুগে আমাদের একান্ত প্রয়োজন পরস্পরকে ভালবাসা, নিঃস্বার্থভাবে কাজ করা, প্রেম মৈত্রী সকলের জন্য ঢেলে দেয়া। এটাই হলো বুদ্ধের মানবিক আবেদন।

জগতের প্রাণীকূলের মধ্যে মানুষই শ্রেষ্ঠ মানুষ তার চলমান জীবনে ভালমন্দ আপন বিচার বুদ্ধিতে নির্ণয় করতে পারে। তারা জীবনের সুখ-দুঃখের পথ বেছে নিতে পারে এবং নিজের সুখ-দুঃখের পথ সম্বন্ধে অবহিত হয়ে আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং আত্মোন্নতির দিকে অগ্রসর হতে পারে। তাই বুদ্ধ বলেছেন, তিনি মানুষের পথ প্রদর্শক মাত্র। নিজের চেষ্টায় নিজেকে ভবচক্র হতে মুক্ত হতে হবে। তাই বৌদ্ধিক

চিন্তা ধারায় এবং একনিষ্ঠ সাধনায় আমাদের জীবনকে পবিত্র সুন্দর করে মহাসত্যের সন্ধান লাভ শুধু এই মানব জীবনেই সম্ভব। আদর্শ মানবতার পরিচয় দিতে হলে আমাদের জ্ঞানান্বেষণ অপরিহার্য। জ্ঞানের সর্বোৎকৃষ্ট প্রভাবে চিন্তে যখন শ্রেষ্ঠ ও সহজাত চেতনার উদয় হবে তখনই আমাদের অন্তর জগত ভক্তি, প্রীতি ও প্রেমে পূর্ণ হয়ে উঠবে এবং এই চেতনার উদ্বোধনে জীবন হবে আনন্দময়।

মহামান্য সংঘনায়ক পরম শ্রদ্ধেয় প্রয়াত ভদন্ত আনন্দমিত্র মহাথেরো বিরচিত ‘আনন্দলোকে’ গ্রন্থে তথাগত সম্যক সম্মুখের অপরিসীম গুণের পরিচয় মিলে। সুন্দর, আদর্শ ও জীবন প্রত্যাশী মানুষ মাত্রেরই বুদ্ধগুণ, ভাবনা অনুশীলন করা একান্ত প্রয়োজন। বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন-ইতিহাস-ঐতিহ্য নিয়ে জীবনের সুদীর্ঘ সময় পরম পূজ্য সংঘনায়ক মহোদয় প্রচুর ভেবেছেন। তাঁর এই চিন্তা চেতনার অপূর্ব ফসল হল প্রকাশিত ১২টি বই ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লেখা তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ। ভারত-বাংলা উপমহাদেশের সর্বত্র তিনি সুপরিচিত ও পরম শ্রদ্ধাভাজন। তাঁর আদর্শ অনুসারী পাঠকের সংখ্যা বাংলাদেশে কম নয়। কিন্তু সব বই এখানে সহজলভ্য নয়। তাই তাঁর গুরুত্বপূর্ণ বইগুলো বাংলাদেশে প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমান অর্থনীতির দৈন্যতার মোহনায় দাঁড়িয়ে এই বইটির বাংলাদেশ সংস্করণ বের করার ক্ষেত্রে সমাজের বিবেকবান ব্যক্তিগণ আমাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছেন। এই পূণ্যার্থী ব্যক্তিবর্গ অশেষ কুশলকর্মের অধিকারী হলেন। আশীর্বাদ করি আপনাদের পরিবারের সকলের মঙ্গল হউক, সর্ব দুঃখহীন নির্বাণ লাভের হেতু হউক।

ইতি-

বিপুল বংশ ভিক্সু

বিশ্বশান্তি প্যাগোডা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

শ্রদ্ধাপাল ভিক্সু

অংকুরঘোনা মহাশ্মশান ভাবনাকেন্দ্র

গহিরা, রাউজান।

পূর্বাভাষ

“আপনারে দীপ করি জ্বালো ।

দুর্গম সংসার পথে অন্ধকারে দিতে হবে আলো
সত্যলক্ষ্যে যেতে হবে অসত্যের বিঘ্ন করি দূর
জীবনের বীণায়ন্ত্রে বেসুরে আনিতে হবে সুর ।”

-রবীন্দ্রনাথ

‘দুর্লভো মনুসস্তু-পটিলাভো-মানব-জীবন লাভ দুর্লভ । এ দুর্লভ জীবন লাভ করে অধিকাংশ মানুষ জীবিত অবস্থায়ও মৃত । খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা করা এবং কথাবার্তা বলা যদি জীবিতের লক্ষণ হয়, সিনেমার ফটোগুলিও জীবিত । ‘অপ্লমাদো অমতং পদং’-অপ্রমত্ত জীবন যাপনই জীবিতের লক্ষণ । বিবেকানন্দের ভাষায়-‘ভাল হওয়ার জন্য, মানুষের মত মাথা উচু করে দাঁড়াবার জন্য অনবরত চেষ্টা করাই জীবন ।’

জগতে এমন বহু মানুষ বিদ্যমান ধনী এবং শিক্ষিত হয়েও জীবন সম্বন্ধে অজ্ঞতাবশতঃ নিরয়-মানব প্রেত-মানব ও পশু-মানবের জীবন যাপন করছে; অর্থাৎ জীবিত থেকেও মৃত ।

‘মানুষ হইতে হবে মানুষ যখন ।’ মনুষ্যত্ব অর্জন করে সেই মানুষের মত মানুষ হওয়া সহজসাধ্য নয় । স্বরূপানন্দ পরমহংসদের বলেছেন—

‘মনুষ্যত্বের পূর্ণতা সাধনের জন্য একদিন হয়তো কত বিপদসঙ্কুল দুঃখবহুল চিরবন্ধুর পথে তোমাদের পদচারণা করিতে হইবে; একদিন হয়তো কত অসম্ভবকে সম্ভব করিতে হইবে, কত অসাধ্যকে সাধিতে হইবে ; একদিন হয়তো বজ্রাঘাতকে আশীর্বাদ এবং মৃত্যুদণ্ডকে পুরস্কার বলিয়া আলিঙ্গন করিতে হইবে ।’ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ‘ভাষা ও সাহিত্য’ নামক প্রবন্ধে লিখেছেন—‘পৃথিবীর সমস্ত বড়ো বড়ো সভ্যতাই দুঃসাহসের সৃষ্টি ।.....যাহাদের সে-দুঃসাহস নাই, তাহারা আজও মধ্য আফ্রিকার অরণ্যতলে মৃঢ়তায় স্বকপোল-কল্পিত বিভীষিকার কাঁটার বেড়াটুকুর মধ্যে যুগ-যুগান্তর গুড়ি মারিয়া বসিয়া আছে ।’

বিচার-বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রই বুঝতে পারেন যে আত্মার্থ ও পরার্থ সম্পাদনের মাধ্যমে দুর্লভ মানব জীবনের সার্থকতা সম্পাদন সহজসাধ্য নয়। তার জন্য চাই দুর্গম পথে চলার অসম সাহস, দুর্জয় তেজ-বীর্য এবং অদম্য ইচ্ছাশক্তি।

বুদ্ধগুণ চিন্তায় প্রবল আনন্দের সহিত উক্ত সব গুণ এসে যায়। দুর্গম পথে চলার সকল দুঃখ ক্লান্তি অবসাদ আনন্দস্রোতে ভেসে যায়। ঐ ব্যক্তি মনুষ্যোচিত সকল কর্ম অনায়াসে সম্পাদন করতে সক্ষম হয়। আনন্দের প্রভাব বর্ণনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

‘আনন্দেরই সাগর থেকে এসেছে আজ বান।

দাঁড় ধরে আজ বোস্ রে সবাই টান্ রে সবাই টান্ ।

বোঝা যত বোঝাই করি করব রে পার দুখের তরী ;

টেউয়ের ’পরে ধরব পাড়ি যায় যদি যাক প্রাণ ।

আনন্দেরই সাগর থেকে এসেছে আজ বান ।

কে ডাকে রে পেছন হতে কে করে রে মানা ।

ভয়ের কথা কে বলে আজ ভয় আছে সব জানা ।

কোন্ শাপে কোন্ গ্রহের দোষে সুখের ডাঙায় থাকব বসে ;

পালের রশি ধরব কষি চলব গেয়ে গান ।

আনন্দেরই সাগর থেকে এসেছে আজ বান ।’

যোগীদের উপযোগী প্রজ্ঞা-প্রধান ‘অমৃতের সন্ধানে’ লিখে সর্বসাধারণের হিতার্থে আনন্দ-প্রধান ‘আনন্দলোকে’ লিখতে ইচ্ছা জাগ্রত হয়। সবাই আনন্দ চায়, আনন্দই যেন জগতের প্রাণ। আনন্দের জন্যই মানুষ ভাল-মন্দ সব কাজ করে যাচ্ছে। সংকীর্ণচেতা কৃপণ ব্যক্তি বিপুল সম্পত্তির অধিকারি হয়েও লোক হিতার্থে দান দিতে পারে না ; কারণ সঞ্চয়েই তার আনন্দ। উদারচেতা মহাপ্রাণ ক্ষুধার জ্বালায় মরণাপন্ন অবস্থায়ও সামনের খাদ্য অপর ক্ষুধার্তকে অম্লান বদনে দান দিয়ে থাকেন। কারণ অন্যের দুঃখ মোচনই তাঁর আনন্দ। আনন্দের জন্যই ভোগীরা ভোগের মধ্যে ডুবে থাকে, পাপীরা পাপকর্মে নিরত হয়! কারুণিকেরা পরের জন্য সর্বস্ব বিলিয়ে দেয় এবং সন্ন্যাসীরা সর্বত্যাগী হয়ে তাপস্যায় ব্রতী হয়। আনন্দ প্রাপ্তির জন্যই কেহ কেহ মৃত্যুকেও অগ্রাহ্য করে দুঃসাহসিক কর্মে আত্মনিয়োগ করে।

আনন্দ প্রাপ্তিই বিশ্বের সর্বজীবের কাম্য।

অকুশল চিন্তের আনন্দ বিষমিশ্রিত দুষ্ক পানের ন্যায় ক্ষণিক তৃপ্তিপ্রদ হলেও সুদীর্ঘকাল যন্ত্রণাদায়ক। কুশল চিন্তের আনন্দই সর্বপ্রকারে মঙ্গলদায়ক ও শান্তিপ্রদ। সর্বসাধারণের হিতার্থে এ পুস্তকে আমি কুশল চিন্তের সেই বিমল আনন্দ লাভের উপায় প্রদর্শন করেছি। তা শুধু এ জনের জন্য নয়, জন্মজন্মান্তরের পক্ষেও হিতসুখাবহ। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার যে-কেউ যে কোন সময়ে মহোপকারী এ পবিত্র আনন্দ বর্ধনের জন্য চেষ্টা করতে পারে। কথায় বলে-‘হাতে কর হাতের কাম (কর্ম) সুখে বল বুদ্ধের নাম’। এতে বিপদের বা ক্ষতির কোনও সম্ভাবনা নেই। ভাবনার জন্য যে সব বিধি-বিধানের বিষয় বলা হয়েছে, সে-সব পালনে অক্ষম হলে অগ্রগতি কিছু ব্যাহত হতে পারে। কিন্তু ক্ষতি হবে না। অন্যান্য কর্মস্থান ভাবনায় শ্রদ্ধার বৃদ্ধিতে এবং প্রজ্ঞার উণততার অথবা প্রজ্ঞার বৃদ্ধিতে ও শ্রদ্ধার উণতায় যে ব্যাঘাত হবার সম্ভাবনা, এ কর্মস্থান ভাবনায় সে সম্ভাবনা নেই। কারণ এ ভাবনায় শ্রদ্ধা ও প্রজ্ঞা উভয়ই বর্ধিত হয় বলে ইহা ভাবনাকারীর পক্ষে একান্তই মঙ্গলপ্রদ।

পবিত্র আনন্দ বর্ধনের যে একাদশটি অঙ্গ বলা হয়েছে, তন্মধ্যে সাতটি কর্মস্থানের একটিই মাত্র ভাবনা করতে হয়। সেই সাতটির মধ্যে এ পুস্তিকায় ‘বুদ্ধানুস্মৃতি’ ভাবনা ও তারফল যেমন ব্যাখ্যাত হয়েছে, তেমন আনন্দবর্ধক কয়েকটি গাথা-সূত্র সংযোগ করে অন্য অঙ্গও পূর্ণ করা হয়েছে। অন্য তিন অঙ্গ যেমন-১. হীন পাপী সঙ্গ ত্যাগ, ২. পূণ্যবান পণ্ডিত সঙ্গ লাভ ও ৩. আনন্দ বর্ধনের তৎপরতা নিজেকেই পূর্ণ করতে হবে।

নানা গ্রন্থ হতে সংগ্রহ করে এ পুস্তিকায় বুদ্ধের গুণ, দশবল, বত্রিশ লক্ষণ, আশি অনুব্যঞ্জন লক্ষণ, আঠার অসাধারণ ধর্মতা, ত্রিশ স্বতঃসিদ্ধ ধর্মতা, বিশেষ পূর্ণিমায় ও বারে বিশেষ বিশেষ ঘটনা, পিতৃ-মাতৃ কুলের পরিচয়, পঁচিশ জন বুদ্ধের আটটি বিষয়, অনাগত দশ বুদ্ধ, ত্রিরত্ন বন্দনার ফল, সূর্যবংশের রাজ-পরম্পরার তালিকা ও ‘সংঘ’ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে। এতে সংযোজিত ‘জয়পরিভুং’টির আবৃত্তি অত্যন্ত মঙ্গলদায়ক, এ পুস্তিকা বৌদ্ধদের প্রতিঘরে প্রতিদিন অবসর সময়ে পাঠ করলে বিশেষতঃ মনোমত নির্দিষ্ট বিষয়গুলি মনোযোগের সহিত পাঠ করলে বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনার ফল লাভ হবে। বুদ্ধ সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছুক জ্ঞান-সাধক

যে কেউ ইহা পাঠ করে উপকৃত হবেন।

বড়ুয়া বৌদ্ধরা বর্তমানে অন্যান্য জাতির তুলনায় শিক্ষা ও অর্থ পশ্চাদ্গত না হলেও আপন ধর্মজ্ঞানে পশ্চাদ্গত। বিশেষতঃ ‘ভিক্ষু’ ও ‘দায়ক’ সম্বন্ধে অজ্ঞতা ধর্মীয় ব্যাপারে বড়ুয়াদের হীন করে রেখেছে। এ বিষয়ে অজ্ঞতা দূর করে সমাজকে উন্নত করবার উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামে অবস্থান কালে ‘আমার সমাজ’ নামক পুস্তিকা লিখে চট্টগ্রামের প্রত্যেক গ্রামে বিশেষতঃ প্রত্যেক ভিক্ষুকে বিতরণ করি। ভারতের অধিবাসী হয়ে বিশেষতঃ ঐ উদ্দেশ্যে ‘আদর্শ বৌদ্ধ জীবন’ লিখে সমাজকে জীবন সম্বন্ধে জ্ঞান বিতরণ করে উন্নত করতে চেষ্টা করি। তৎপর বৌদ্ধধর্মের সার ‘সত্য সংগ্রহ’ এর অনুবাদ করে বাঙালী পাঠকদের ঐ বিষয়ে জ্ঞান লাভের সুযোগ করে দিয়েছি। বর্তমানে ভাবনায় অনেকের আগ্রহ দেখে তাদের উপযোগী করে ‘অমৃতের সন্ধান’ লিখে তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করেছি। মহামঙ্গল সূত্রটি বিশ্বের সর্বমানবের পক্ষে মহামঙ্গলদায়ক। এতে সাধারণ গৃহী হতে উচ্চস্তরের ভিক্ষুদের উপযোগী নির্বাণ প্রাপ্তি পর্যন্ত ধর্ম সংক্ষেপে দেশিত হয়েছে। সর্বসাধারণের হিতের জন্য মহাপণ্ডিত মঙ্গল থের বহু গাথা-সূত্র ও জাতকাদি কাহিনী সংযোগে সে সূত্রটির বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে ‘মঙ্গলখদীপনী’ নামক পুস্তক লেখেন। বঙ্গভাষাভাষীর হিতের জন্য তা আমি বাংলায় অনুবাদ করি। তা অন্ততঃ ৪৫০ পৃষ্ঠার পুস্তক হবে। প্রকাশকের অভাবে তা এখনও পাণ্ডুলিপি রূপেই রয়ে গেছে।

নামে মাত্র বৌদ্ধ বড়ুয়া-সমাজে ভিক্ষু হয়ে এ সমাজের যে অপ্রমেয় হিতসাধন করেছি তা দেখবার মত চোখ আছে মাত্র অতি অল্প কয়েকজনের। এ ভিক্ষু জীবনে অশিক্ষিত হতেও কেবল চাকরি ও স্ত্রীর সেবক জ্ঞানাভিমानी অন্ধ শিক্ষিত মূর্খ হতেই বেশী আঘাত পেয়েছি। আমার শেষ জীবনে উচ্চ শিক্ষিত জ্ঞানী সংপুরুষ হেমনবাবুকে দায়করূপে পেয়ে এ সময়ের মধ্যে নির্বিঘ্নে আত্মহিত যেমন করতে পেরেছি তেমন উক্ত পুস্তকাদি লিখে ও ধর্ম দেশনাদির মাধ্যমে পরার্থ সম্পাদন করতে সক্ষম হয়েছি। উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে কোন ও কাজ যথাসময়ে যথাযথ হতে পারে না।

‘দায়ক’ হওয়া ত যার তার কাজ নয়। যোগ্যতাই প্রধান গুণ। অযোগ্য ব্যক্তি যে কাজে হাত দেবে সে কাজের, নিজের ও পরের ক্ষতি হয়ে থাকে।

হেমনবাবু দায়ক হয়ে তাঁর নিজের, পরিবারস্থ সকলের, সারা সমাজের, আমার এবং বুদ্ধ শাসনের বিরাট হিতসাধন করেছেন, আর্থঋষিদের উপদেশ 'পঞ্চাশোদ্ধং বনং ব্রজেৎ' অনুযায়ী তিনি ছেলের উপর সংসারের ভাব অর্পণ করে সম্প্রতি ভিক্ষু হয়ে দণ্ডপুকুরের মনোরম আম্রবাগানের ভাবনা কুটিরে ভাবনায় রত আছেন। তাঁর বর্তমান নাম সত্যানন্দ ভিক্ষু।

ভিক্ষু সত্যানন্দ এ পুস্তিকার সুযোগ্য ভূমিকা লিখে দিয়ে এর গৌরব বর্ধন করেছেন। আশীর্বাদ করছি তাঁর মহৎ উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হোক।

চট্টলের ঘাটচেক গ্রামনিবাসী অধুনা আবুধাবিতে কর্মনিরত আমার ভাগিনা শ্রীমান কুসুমকুমার বড়ুয়া অসীম উপকারী তার মাতা-পিতার পুণ্য-স্মৃতি পূজার্থে এ পুস্তিকা প্রকাশ করে সমাজের মহাকল্যাণ সাধন করেছে। সর্বদানশ্রেষ্ঠ এ ধর্মদানের অপ্রমেয় পুণ্য প্রভাবে তার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল হোক এবং তার পরলোকগত মাতা-পিতা এ পুণ্য অনুমোদন করে সুখী হোক—এ মঙ্গল কামনা করছি।

পরিশেষে তরুণ সমাজসেবী জগজ্জ্যোতি পত্রিকার সম্পাদক স্নেহাস্পদ শ্রীহেমেন্দুবিকাশ চৌধুরীর নাম উল্লেখ করি। গ্রন্থটি সর্বাঙ্গসুন্দর ও নির্ভুল করার জন্য সে বহু পরিশ্রম করেছে। তার ঐকান্তিক আগ্রহ ও প্রয়াস ব্যতীত এ গ্রন্থ এভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হত না। জ্ঞানবিস্তারে তাঁর স্বাভাবিক আগ্রহ এবং আমার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ সে এ কাজে প্রণোদিত হয়েছে। শুধু আনুষ্ঠানিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও ধন্যবাদ জানালে তাঁর মহত্বকে খর্ব করা হবে। আমি তার সুদীর্ঘ জীবন ও সর্বাঙ্গীন মঙ্গল কামনা করি। তার চেষ্টা সত্ত্বেও যদি মূদ্রণ প্রমাদ কিছু থেকে যায়, আশা করি পাঠকগণ তা ক্ষমার চোখে দেখবেন।

ইছাপুর বৌদ্ধপল্লী

পোঃ ইছাপুর, ২৪ পরগণা

১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৩

আনন্দমিত্র মহাথের

প্রকাশকের নিবেদন

সর্বজ্ঞ সম্যক সমুদ্র বলেছেন—মাতাপিতা ব্রহ্মা পূর্বদেবতা পূর্বাচার্য ও আহুনেয়্য (শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র)। যদি কোন জ্ঞানী সন্তান ডান কাঁধে মাতাকে এবং বাম কাঁধে পিতাকে রেখে শতবৎসর সেখানেই তাঁদের সেবাপূজা করে। এমন কি যদি কোন পুণ্যবান চক্রবর্তী রাজা তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে যাবজ্জীবন তাঁদের সেবাপূজা করেন তথাপি তাঁদের কৃত উপকারের প্রতুপকার হতে পারে না।

আমি অভাগা। বি. এস. সি. অধ্যয়নের সময় আমার মহোপকারী জনক-জননী রাঙ্গামাটি বনাশ্রমে কঠিন চীবর দানোৎসবে যাবার সময় লঞ্চ দুবে একসাথে মারা যান। তাঁদের সেবাপূজা করবার সামান্য সুযোগও এ হতভাগ্যের জীবনে জোটে নি। জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভের আশায় নিরন্তর যুদ্ধ করতে করতে আজ আমি সুদূর আবুধাবিতে।

‘ধর্মদান সর্বদানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ’। এই মহার্ঘের দিনে ‘আনন্দলোকে’ প্রকাশের মাধ্যমে বঙ্গভাষাভাষীদের ধর্মদান দিয়ে যে অপ্রমেয় পুণ্যসম্পদ আমার লাভ হয়েছে, তা দিয়ে আমার মহোপকারী জনক-জননীকে পূজা করছি। আমার এ দান-প্রভাবে বঙ্গভাষাভাষী পুণ্যময় আনন্দে আনন্দিত হোক এবং আমার পরলোকগত মাতা-পিতাও সুখী এবং পরিতৃপ্ত হোক।

কুসুমকুমার বড়ুয়া

ভূমিকা

অখিল ভারত ভিক্ষু সংঘের মহামান্য সংঘনায়ক ত্রিপিটক বাগীশ্বর ভদন্ত আনন্দমিত্র মহাথের লিখিত ‘অমৃতের সন্ধানে’ ১৩৮৭ সালের মাঘী পূর্ণিমার দিন ছাপার অক্ষরে আত্মপ্রকাশ করে। এর অব্যবহিত পরেই একদিন মহাস্থবির মহোদয় বল্লেন-দশ অনুস্মৃতির মধ্যে ‘বুদ্ধানুস্মৃতি’ ভাবনার গুরুত্ব ও গুণসম্পদ অসীম। শ্রদ্ধোৎপাদক ও প্রীতিবর্ধক বিধায় ইহা একটি মহাহিতকারী কর্মস্থান। তাই ভাবছি অপ্রমেয় বুদ্ধগুণ অবলম্বন করে একটি বই লিখব। ‘আনন্দ-লোকে’ সেই সংকল্পেরই বাস্তবায়ন এবং এটি মুদ্রাক্ষরে প্রকাশিত হচ্ছে জেনে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করলাম।

গ্রন্থ হিসেবে এটি মহাস্থবির মহোদয়ের পঞ্চম অবদান। প্রকাশনের পর্যায়ক্রমে তাঁর পূর্ব লিখিত গ্রন্থগুলি হল—(১) আমার সমাজ (২) আদর্শ বৌদ্ধ জীবন (৩) সত্যসংগ্রহ (৪) অমৃতের সন্ধানে। এছাড়াও বুদ্ধ দেশিত আটত্রিশ প্রকার মহামঙ্গলের সুচারু ব্যাখ্যা এবং তদসঙ্গে বহু সুখ পাঠ্য গল্পের মাধ্যমে প্রত্যেকটি মঙ্গলজাত ফলের বর্ণনা করে ‘মহামঙ্গল’ নামক এক বৃহদায়তন গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি অনেকদিন থেকে প্রকাশের অপেক্ষায় আছে। অর্থাভাবই এই অব্যঞ্জিত তথা দুর্ভাগ্যজনক বিলম্বের অন্যতম প্রধান কারণ।

‘আনন্দ-লোকে’ এর বিষয়বস্তু বুদ্ধগুণ। বিষয় নির্বাচনে লেখকের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় মেলে; ইহা সুপরিকল্পিত ও মহৎ উদ্দেশ্য প্রণোদিত। আমাদের মধ্যে কেহ কেহ অবশ্যই জানেন—বুদ্ধের নয় গুণ, ধর্মের ছয় গুণ ও সংঘের নয় গুণ। কিন্তু বুদ্ধের এবিধ নয়গুণের মর্মার্থ ও ব্যাখ্যা খুব সীমিত লোকের কাছেই জ্ঞাত। বুদ্ধগুণ যে অপ্রমেয় ও অচিন্ত্য এই ধারণার কথাই বা আর কি! এই বুদ্ধগুণ সংখ্যায় পরিমাপ করতে না পেরে তথাগত স্ময়ং বলেছেন—“বুদ্ধোপি বুদ্ধস্ ভগেয়া বণ্ণং কল্পম্পি চে অঞ্ণে অভাস মানো।

খীয়েথ কপ্পো চির দীঘমন্তরে, বণ্ণং ন খীয়েথ তথাগতস্।” অর্থাৎ যদি একজন সম্যক সম্বুদ্ধের গুণাবলী বর্ণনা করেন তা হলে সুদীর্ঘ কাল পরে এক সময় কল্প শেষ হবে কিন্তু বুদ্ধগুণ বর্ণনা শেষ হবে না। এ হেন অপ্রমেয়

বুদ্ধগুণের পরিচয় প্রদানে চেষ্টিত হয়েছেন গ্রন্থকার তাঁর এই পুস্তিকার কলেবরে। এ যে কত বড় দুঃসাধ্য ব্যাপার সুধীজন মাত্রেরই তা উপলব্ধি বিষয়। এ তাঁর অক্লান্ত অধ্যবসায় লব্ধ তিলে তিলে গড়া জ্ঞানসমৃদ্ধ মনের অক্ষয় ফলশ্রুতি। বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা সাবলীল ও হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। এদিক থেকে ইহা স্বয়ং সম্পূর্ণ সুআখ্যাত ও সুভাষিত। তথ্যবহুল পরিশিষ্ট সংযোজন গ্রন্থের গুণগত উৎকর্ষ বহুলাংশে বৃদ্ধি করেছে। এতে এমন অনেক অজানা ও দুর্লভ তথ্য পরিবেশিত হয়েছে যা পাঠকবর্গকে তাদের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করবে। এক কথায় তথ্য পরিবেশনে উপস্থাপনে বিশ্লেষণাত্মক আলোচনায় তিনি যে অপ্রমেয় বুদ্ধগুণের একটা স্পষ্ট ধারণা পাঠক মনে সৃষ্টি করতে পেরেছেন এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। তাঁর প্রচেষ্টা বহুলাংশে সফল ও অভিনন্দনযোগ্য। পূর্বাভাষে গ্রন্থকার নিজেই গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা ও বিষয়বস্তুর তাৎপর্য সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাই আমার আলোচনা সীমিত রেখে সংক্ষেপে দু'চারটি কথা বলব।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি আলোচ্য গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় বুদ্ধগুণ ও তৎস্বরূপোদ্ভূত অপরিমিত পুণ্যরাশি, এই দিক থেকে বিচার করলে 'আনন্দ লোকে' বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনার একটি সহজ ও অমূল্য সংস্করণ ছাড়া অন্য কিছু নয়। 'বুদ্ধানুস্মৃতি' গভীর শ্রদাৎপাদক এক কর্মস্থান। ইহা জীবনের আদর্শে শ্রদ্ধা জন্মায় এবং আদর্শ জীবন গঠনে উৎসাহিত করে। 'শ্রদ্ধা' একটি বিশেষ গুণ ধর্ম, অন্যতম শোভন চিত্তবৃত্তি, মনুষ্য জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ (সন্ধী'ধ বিত্তং পুরিসসস সেট্ঠং)। বৌদ্ধধর্মে 'শ্রদ্ধা' ধর্মে যুক্তিহীন অন্ধ বিশ্বাস নয় বরং ইহা যুক্তিনির্ভর সত্যোপলব্ধি বা পরোক্ষ জ্ঞান, বিশেষার্থে ইহা কর্ম ও কর্মফলে বিশ্বাসও বুঝায়। স্বয়ং ভগবান বুদ্ধ 'শ্রদ্ধা'কে হস্ত বিত্ত-বীজ সদৃশ বর্ণনা করেছেন। হস্তহীন যেমন রত্নাদি দর্শন করলেও কিছুই গ্রহণ করতে পারে না, বিত্তহীন যেমন সমস্ত ভোগ সুখ লাভে বঞ্চিত থাকে; বীজহীন যেমন বীজাভাবে শস্যাদি উৎপাদনে অক্ষম হয় তদ্রূপ শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি দান শীল ভাবনাদি কোন প্রকার কুশল কর্ম সম্পাদন করতে পারে না। ফলে তার মানব জীবন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। অপর পক্ষে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি সর্ববিধ লৌকীয় সুখ যেমন সহজে লাভ করতে পারে তেমনি কামাদি চতুর্বিধ ওঘ (প্লাবণ) উত্তীর্ণ হয়ে পরম সুখ নির্বাণ সাক্ষাৎ করতেও সক্ষম হয় (সন্ধায়

তরতি ওঘং)। বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনাকে কি ভাবে বিদর্শনে উন্নীত করে লোকোত্তর জ্ঞানের অধিকারী হওয়া যায় গ্রন্থকার সংক্ষেপে তারও পথ নির্দেশ করেছেন।

বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনার অপর প্রত্যক্ষ ফল ‘প্রীতি’ লাভ। ‘পথরভীতি-পীতি’। চিত্তকে প্রসারিত করে, উদার করে এই অর্থে প্রীতি পীণয়তী’তি পীতি চিত্তকে আনন্দিত করে অর্থেও প্রীতি। ক্ষুদ্রিকাদি ভেদে প্রীতি পাঁচ প্রকার। সপ্ত বোধ্যঙ্গের অন্যতম অঙ্গ এবং রূপাবচর প্রথম তিন ধ্যানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গও এই প্রীতি। প্রীতি প্রফুল্ল স্বভাব সম্পন্ন। ইহা অকুশল হেতু দ্বেষের প্রতিপক্ষ। প্রীতি ও আনন্দ সমার্থক শব্দ। চিত্তকে দ্বেষমুক্ত করে প্রীতি এক অভূতপূর্ব ও অনাস্বাদিত আনন্দের অবিরাম ধারা সৃষ্টি করে। তখন সেই ব্যক্তিবিশেষ তার চারদিকে কেবল আনন্দই উপলব্ধি করে; ‘আনন্দ ধারা বহিছে ভুবনে’-‘আনন্দেরি সাগর থেকে এসেছে আজ বান’। প্রীতির শক্তি এত বেশী যে ঋদ্ধিসম্পন্ন না হয়েও উদেগা-প্রীতি লাভী ব্যক্তি আকাশমার্গে উড়ে গিয়ে গন্তব্যস্থানে পৌঁছেছেন একরূপ ঘটনার বিবরণ বৌদ্ধগ্রন্থে একাধিক পাওয়া যায়।

‘এবম্ অচিন্তিয়ো বুদ্ধো, বুদ্ধ-ধম্মো অচিন্তিয়ো
অচিন্তিয়েসু পসন্নাং বিপাকো হোতি অচিন্তিয়ো’।

এই অচিন্ত্য বুদ্ধগণের প্রতি চিন্তের প্রসন্নতা উৎপাদন করতে পালে অপরিসীম পুণ্যরাশির অধিকারী হওয়া যায়। আনন্দলোকে এসমস্ত গুণ সম্পদ উৎপাদনের প্রতিশ্রুতি বহন করেছে। ‘বুদ্ধানুস্মৃতি’ ভাবনা শ্রদ্ধাচরিত মানুষের পক্ষে পরম হিতপ্রদ কর্মস্থান বলে উদ্দিষ্ট হলেও অন্যান্য কর্মস্থান ভাবনাকারীর জন্য সাহায্যকারী কর্মস্থান হিসেবে-এর প্রয়োজনীয়তা সমধিক। এখানেই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য ও সার্থকতা; এই দৃষ্টিভঙ্গিতে অনুধাবন করলে পাঠকবর্গ নিঃসন্দেহে চরম উপকৃত হবেন-আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

গ্রন্থকার হিসেবে মহাস্থবির মহোদয়ের বিশেষ পরিচিতির প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। কারণ তিনি আদর্শ বৌদ্ধ জীবন প্রমুখ একাধিক গ্রন্থ রচনা করে পাঠক সমাজে সুপরিচিত ও সমাদৃত হয়েছেন। এ ছাড়া বিভিন্ন সাময়িক পত্র পত্রিকায় ব্যষ্টি ও সমষ্টির হিতমূলক অনেক জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধাদি প্রকাশ করে বিদগ্ধ সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ভিক্ষু হিসেবেও

তিনি কোন পরিচিতির অপেক্ষা রাখেন না।

ভারত উপমহাদেশ ও বর্তমান বাংলাদেশের সর্বত্র তিনি সুপরিচিত ও পরম শ্রদ্ধাভাজন। তিনি আজ জনমানসে এক স্পৃহণীয় স্থানের অধিকারী। ভারতীয় ভিক্ষু সংঘও তাঁর অশেষ গুণপনার স্বীকৃতি স্বরূপ ‘সংঘনায়ক’ রূপ সর্বোচ্চ শিরোপায় তাঁকে শোভিত করেছেন। কিন্তু এই ভিক্ষুপ্রবর ও মহাজীবনের একটি বিশিষ্ট দিক আছে যা অদ্যাবধি অনুদ্ব্যটিত, জনগণের গোচর বহির্ভূত। সংক্ষেপে তাই সে আবৃত-দিক উন্মোচনের চেষ্টা করব। বস্তুতঃপক্ষে আদর্শ ভিক্ষু হিসেবে, সাহিত্যিক ও প্রবন্ধকার হিসেবে তাঁর পরিচয় তথা মূল্যায়নের সম্যক সন্ধান মিলবে একমাত্র এখানেই।

আপনারা হয়ত অনেকেই মহাস্থবির মহোদয়ের ঘটনাবহুল অতীত ও বর্তমান জীবনের তথ্যাদি কিয়ৎ পরিমাণে অবগত আছেন। তিনি এক অভিজাত চিকিৎসক পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। মাতাপিতার এক মাত্র পুত্র সন্তান। ছাত্র হিসেবে ছিলেন বেশ মেধাবী। তাই পরিবারের সকলের আশা ছিল তিনি আধুনিক চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে কুল-বৃত্তির একজন সুযোগ্য উত্তর সাধক হবেন। কিন্তু সমস্ত জল্পনা-কল্পনা, সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষার অবসান ঘটিয়ে তিনি ভদ্র যৌবনে ভোগৈশ্বর্য ও আত্মীয় স্বজন ত্যাগ করে শ্রদ্ধায় বুদ্ধ শাসনে প্রব্রজিত হন। তারপর ব্রহ্মচর্যের অনুশীলনে ও তপঃচরণে বহু বৎসর অতিবাহিত করেন বিভিন্ন শাশানে মশানে স্থাপদ-সংকুল অরণ্যে ও ভয়াল বন-ভূমিতে। জ্ঞানান্বেষণে তিনি দীর্ঘকাল ব্রহ্মদেশ, শ্রীলংকা প্রভৃতি প্রতিকূল বৌদ্ধদেশে অধ্যয়নরত থাকেন। অবশেষে এক শুভদিনে সাধনাপুতঃ ও জ্ঞান-সমৃদ্ধ মন এবং তপঃক্লিষ্ট দেহ নিয়ে তিনি লোকালয়ে ফিরে আসেন। কিন্তু তদানীন্তন বৌদ্ধ সমাজের দুঃখজনক পরিস্থিতি, সঙ্কর্মের পরিহানি, ধর্মীয় জীবনে বৌদ্ধ জনসাধারণের মূঢ়তা ও ঔদাসীণ্য, সমাজ জীবনে সামগ্রিক সংঘবদ্ধতার অভাব, অর্থনৈতিক দীনতা প্রভৃতি বিভিন্ন সমস্যা তাঁকে ব্যথিত করে। যারা ধনেমানে প্রতিপত্তিতে সমাজের শীর্ষস্থানীয়, যারা শিক্ষায় দীক্ষায় সমাজে কৌলিণ্যের দাবীদার তাদের মধ্যে এ হেন প্রতিকূল আচরণাদির প্রবণতা লক্ষ্য করে তিনি সমধিক উৎকণ্ঠিত হন। তদর্শনে তাঁর করুণাঘন চিত্ত উদ্বেলিত হয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সংকল্প নিলেন – ‘এই অবক্ষয়ের হাত থেকে আমার সমাজকে বাঁচাতে হবে-সঙ্কর্মকে রক্ষা করতে হবে’। যথা

সংকল্প তথা কাজ। ফলস্বরূপ তিনি প্রকাশ করেন রোগনির্ণয়কারী তাঁর প্রথম পুস্তিকা-‘আমার সমাজ’। এ গ্রন্থে তিনি সমাজের বহুদিনের পোষিত ও বর্ধিত অসংখ্য দোষত্রুটি উদ্ঘাটন করলেন। ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র ত্রুটি-বিচ্যুতিও তাঁর গবেষী দৃষ্টি এড়াল না। এখানে তিনি বড়ই নির্মম, বজ্রাদপি কঠোর। তীব্র কষাঘাতে সমাজকে সচেতন করতে প্রয়াস পেয়েছেন। যুগপৎ চলেছে বিভিন্ন সভাসমাবেশে ঔষধি সদৃশ ওজস্বিনী ভাষণ। লক্ষ্য এক এবং নির্দিষ্ট। দোষত্রুটি দর্শন কমুক্তির রিয়ে তার থেকে উপায় বাতলানো। কথাপ্রসঙ্গে তিনি একদিন বলেন, -‘এত বেশী বক্তৃতা করতে হত যে মাঝে মাঝে গলা চিড়ে রক্ত বের হত। কিন্তু তবুও ক্ষান্ত হইনি, গ্রামের পর গ্রাম পরিক্রমা করেছি, অসংখ্য জনসভায় ভাষণ দিয়েছি-বহু আলোচনা সভায় অংশ গ্রহণ করেছি একমাত্র আশা বুকে নিয়ে যে যদি মৃষ্টিমেয় কয়েকজনের মধ্যে হলেও ধর্মবোধ জাগ্রত হয়। করণ ধর্মহীন মানুষ পশুসদৃশ। উন্নত মানুষ চাই-তবেই ত উন্নত সমাজ ও উন্নত জাতি গঠিত হবে।’ একবার ভাবুন কি মহৎ উদ্দেশ্য-কি বিরাট আত্মত্যাগ, কি মহান করুণাচিন্ত-কত বড় মহাপ্রাণের এই আকুলতা। সেই যে কোন্ সুদূর অতীতে এ কাজ শুরু করেছেন-তা অদ্যবধি দুর্বীর গতিতে চলছে। জরার লোলজিহ্বা বার্ষিক্যে ত্রুটি সমালোচনার শানিত খড়গ কোন কিছুই তাঁকে হতবল নিরাশ করতে পারেনি। একের পর এক বই লিখছেন বিবিধ প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেছেন। উদ্দেশ্য সেই এক এবং অনন্য। মানব সমাজকে বুদ্ধ-দেশিত ধর্মামৃত পান করান। তাঁর ‘আদর্শ বৌদ্ধ জীবন’ গ্রন্থে তিনি মানুষকে পরমার্থ মানবে উন্নীত করতে-জাতিগত বৌদ্ধদের আদর্শ বৌদ্ধজীবন গঠনে ও যাপনে উৎসাহিত করেছেন; ‘সত্য-সংগ্রহে’ তিনি চতুরার্য সত্যের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে সত্যোপলব্ধির দ্বারা দুঃখ-মুক্তির জন্য চেষ্টিত হতে বলেছেন; ‘অমৃতের সন্ধানে’ গ্রন্থে বৌদ্ধদের চরম ও পরম লক্ষ্য নির্বাণ সাক্ষাৎ করবার জন্য ভাবনা কর্মাদির মাধ্যমে পথনির্দেশের চেষ্টা করেছেন এবং বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থে অমিত শক্তিশালী শ্রদ্ধাসম্পদ লাভের উপায় স্বরূপ বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনার সম্যক পরিচয় ঘটিয়েছেন।

বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয় সমাজের জন্য, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জন্য এত করা সত্ত্বেও মহাস্থবির মহোদয় আজ এক বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব ;

তিনি নাকি কটুভাষী, শিক্ষিতদ্বেষী, পরছিদ্রাধেষী ইত্যাদি ইত্যাদি। এ প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করতে গেলেই তিনি সরাসরি বলেন—কেহ ত আমার শত্রু নয়, কারো প্রতি ত আমার বিদ্বেষ নেই—যা ন্যায়সংগত তাই নির্দিধায় প্রকাশ করি মাত্র—যদি এতে তাদের কিছুটা মঙ্গল সাধিত হয়। রোগী—কি ডাক্তারের শত্রু ? তাঁকেও কি রোগমুক্তির জন্য সময় বিশেষে রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার করতে হয় না ? তাঁর বিশাল অন্তরের অপ্রমেয় করুণার পরিচয় পেলাম, কল্যাণমিত্রের মূর্ত আদর্শ ভাস্বর হয়ে উঠল; বুদ্ধবাক্য স্মরণ করলাম—

“ওবদেয়্যানুসাসেয়্য অসব্ভা চ নিবারয়ে

সতংহি সো পিয়ো হোতি অসতং হোতি অঙ্গিয়ো”।

(পণ্ডিত বর্গ—ধর্মপদ)

পুনশ্চ এই মহাজীবনে আবিষ্কার করলাম মনরোগহর এক কল্যাণকামী বৈদ্যশ্রেষ্ঠের, মাতাপিতার ইচ্ছানুযায়ী তিনি দেহজ রোগের ডাক্তার হননি সত্য, কিন্তু বর্তমানে তিনি দিনের পর দিন জ্ঞানৌষধি দ্বারা (ঔষ্যাগদেন বিধিনা) অগণিত মানুষের মানসিক দুঃখাদি দূর করে তাদের চিন্তের স্বাস্থ্য ও সুখ বিধান করছেন। দেহের ডাক্তার এখানে তুলনামূলক নিঃপ্রভ নয় কি ? এই চিকিৎসা করতে গিয়ে মহাস্থবির মহোদয় কল্যাণকামী হয়ে রোগী ও রোগের অবস্থানুযায়ী সময়বিশেষে তিক্ত ও কটু হয়েছেন বৈকি। তজ্জন্য নিন্দা-প্রশংসার কথা উঠলে বুদ্ধবাণী স্মরণ করতে হয়—

“পৌরাণমেতং অতুল,—

ন চাচ্ছ ন চ ভবিস্সতি ন চেতরহি বিজ্জতি

একন্তং নিন্দিতো পোসো একন্তং বা পসংসিতো।”

হে অতুল, ইহা চিরকালেরই কথা একান্ত নিন্দিত কিংবা একান্ত প্রশংসিত ব্যক্তি অতীতে ছিল না, ভবিষ্যতে হবে না, এখনও বিদ্যমান নেই। আমাদের মহাস্থবির মহোদয় এর ব্যতিক্রম হবেন কি করে ? তাই তাঁর স্তাবক সংঘ যেমন বিশাল, নিন্দাকারীও মুষ্টিমেয় থাকবে বৈকি এবং থাকাও মোটেই অস্বাভাবিক নয়। আমার মতে মহাস্থবিরের শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈশিষ্ট্যের সন্ধান মিলবে একমাত্র এখানেই। তিনি একজন সুচিকিৎসক, কল্যাণমিত্র, এক

আদর্শের প্রবক্তা ও স্রষ্টা। তিনি নিজেও এক সমুজ্জ্বল আদর্শ। এজন্য তিনি আজ বহুজন পূজা ও শ্রদ্ধার্থী। এটিই তাঁর ব্যক্তিগত ও সাহিত্যিক জীবনের সার্থক মূল্যায়ন।

অত্যন্ত আনন্দ ও গৌরবের বিষয় পূজ্য ভক্তের সুযোগ্য ভাগিনেয় আমাদের স্নেহভাজন শ্রীমান কুসুমকুমার বড়ুয়া এই গ্রন্থের সম্পূর্ণ মূদ্রণ ব্যয়ভার বহন করেছে। এই পুণ্য কাজের মাধ্যমে সে অপ্রমেয় আত্মহিত ও পরহিত সাধন করল। কামনা করি তার এই ত্যাগাদর্শ সর্বসাধারণে সংক্রমিত হোক—সকলকে ধর্মবোধে উজ্জীবিত করুক।

পূজনীয় ভদন্ত আমার গৃহীত জীবনে আমার ও আমার পরিবারবর্গের পরম কল্যাণমিত্র, প্রব্রজিত জীবনেও তিনি আমার আচার্য্য এবং উপাধ্যায়। তিনি আমাকে গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে আদেশ করে যৎপরোনাস্তি অনুগৃহীত করেছেন। তাই স্থায়ী জ্ঞানদৌর্বল্য এবং তদ্বিশেষে অনভিজ্ঞতা স্মরণ করে ও তাঁরই কাছে প্রাপ্ত কিঞ্চিৎ অমূল্য ধর্মশিক্ষার উপর নির্ভর করে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায় সংক্ষেপে এই ভূমিকা লিখে তাঁর আদেশ পালন ও তাঁর বন্দনা করলাম।

পাঠকের সঙ্গে গ্রন্থ, গ্রন্থকার ও গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের সম্যক পরিচয় ঘটানো ভূমিকা লেখকের ত্রিবিধ কর্তব্য, এই কর্তব্যত্রয় মং কর্তৃক কি পরিমাণে সম্পাদিত হয়েছে তা পাঠকবর্গের বিচার্য্য বিষয়। যদি আংশিক সফলতাও লাভ করে থাকি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করব। পরিশেষে পূজনীয় ভদন্তের সুদীর্ঘ নীরোগ আয়ুসম্পদ প্রার্থনা করে—কামনা করি তাঁর লেখনী সচল থেকে নব নব ধর্মরস বিতরিত হোক—জনসাধারণ তা আকর্ষণ পান করে তৃপ্ত হোক এবং নিজ নিজ জীবনকে সমুন্নত করুক। হস্তসার সদৃশ এই অমূল্য গ্রন্থের বহুল প্রচার ও গৃহে গৃহে এর সংরক্ষণ ইচ্ছা করি।

মানব সমাজ ধর্মাশ্রয়ী হোক; সমস্ত প্রাণী সুখী হোক।

আনন্দধাম

বৌদ্ধপল্লী, ইছাপুর, ২৪ পরগণা

৪ঠা জুলাই, ১৯৮২

ভিক্ষু সত্যানন্দ

আনন্দলোকে

“আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য-সুন্দর।”^১

সত্যের চেয়ে শক্তিবান এবং মহোপকারী বিশ্বে অন্য কিছুই বিদ্যমান নেই। তদ্ব্যতীত জগতের মহামানবগণ সেই সত্যের সন্ধানই প্রাণপাত করেছেন এবং করবেন। বিশ্বকবির মতে সে সত্যসুন্দর মঙ্গলালোকে উদ্ভাসিত হয়ে আনন্দলোকেই নিত্য বিরাজ করে। এখানে কুশল চিন্তের আনন্দের কথাই বলা হয়েছে।

আনন্দকে পালিতে ‘পীতি’ বলা হয়। আনন্দ প্রকীর্ণ চৈতসিক (চিন্তাবৃত্তি)। এ কারণে তা কুশল ও অকুশল চিন্তে উৎপন্ন হয়। কুশল চিন্তের আনন্দ কুশল এবং অকুশল চিন্তের আনন্দ অকুশল বর্ধন করে।

সম্বোধি (Enlightenment) ব্যতীত সে সত্যসুন্দরের সাক্ষাৎ মেলে না। সম্বোধি লাভের যে সাতটি উপায় (সপ্ত বোধ্যঙ্গ) আছে তন্মধ্যে আনন্দ অন্যতর। সম্বোধি লাভের জন্য ভক্তি-প্রধান ব্যক্তির (শ্রদ্ধাচরিতের) পক্ষে জ্ঞানমার্গের চেয়ে আনন্দমার্গ বেশী উপযোগী হলেও সম্বোধি-সন্ধানী অন্য ব্যক্তিকেও আপন লক্ষ্যে এগিয়ে যাবার জন্য সময় সময় আনন্দের সেবা করতে হয়। আনন্দ ব্যতীত সম্বোধি লাভের দুর্গম পথে এগিয়ে যাওয়া দুঃসাধ্য।

জগতের সকল প্রাণী সুখকামী। সুখের জন্যই মানুষ সকল প্রকার দুঃখকে বরণ করে আপন আপন কর্তব্য সম্পাদনে নিরত। কেবল তৃতীয় ধ্যান ব্যতীত সুখের সাথে আনন্দ এবং আনন্দের সঙ্গে সুখ নিয়ত বিদ্যমান। সুখ ও আনন্দের মধ্যে পার্থক্য বোঝা সোজা নয়। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই—সুখ বেদনা-স্ফঙ্কের এবং আনন্দ সংস্কার-স্ফঙ্কের অন্তর্গত। পরিশ্রান্ত ঘর্মজ্বল কলেবর পিপাসিত ব্যক্তির শীতল জলের কথা শ্রবণে এবং সে-জল দর্শনে মনের অবস্থার সঙ্গে আনন্দ এবং সে-জলে স্নান করে, তা পান করে বিশ্রামের সময় মনের অবস্থার সাথে সুখ উপমেয়। আনন্দ হতে সুখ গভীরতর। তদ্ব্যতীত তৃতীয় ধ্যানে আনন্দ বর্জিত হলেও সুখ বিদ্যমান থাকে। সুখেরও নানা স্তরভেদ আছে।

১. গীতবিতান-রবীন্দ্রনাথ।

সকল অকুশলের মূল লোভ দ্বেষ ও মোহ। তন্মধ্যে “লোভো
অপ্সসাবজ্জো দন্ধবিরাগী”—লোভ অল্প পাপ কিন্তু দুস্ত্যজ্য। “মোহো মহাসাবজ্জো
দন্ধবিরাগী”—মোহ মহাপাপ এবং দুস্ত্যজ্য “দোসো মহাসাবজ্জো থিগ্গবিরাগী”—
দ্বেষ মহাপাপ কিন্তু ক্ষিপ্তত্যজ্য।

সাধারণতঃ লোভবহুল ব্যক্তি মৃত্যুর পর প্রেতলোকে, মোহবহুল
তির্যককূলে এবং দ্বেষবহুল নরকে উৎপন্ন হয়।^২

আনন্দ দ্বেষের বিরোধী। তদ্ব্যতীত আলোকের আঁধার বিনাশের ন্যায়
পঞ্চ ধ্যানাঙ্গের ‘প্রীতি’ (আনন্দ) পঞ্চ নীবরণের ‘ব্যাপাদ’ কে ধ্বংস করে
থাকে। আনন্দময় চিত্তে বিদ্বেষ ক্রোধ ও হিংসাদি পাপধর্ম স্থান পায় না।
আনন্দবহুল ব্যক্তির ক্রোধাদি পাপধর্ম উৎপন্ন হলেও ক্ষণিকও অস্থায়ী হয়।
আনন্দ পাপবিনাশক ও পুণ্যবর্ধক বলে আনন্দ-প্রধান ব্যক্তি পুণ্যাত্মা হন।

চক্রবর্তী রাজার চক্রাদি যেমন সপ্তরত্ন, তেমন ধর্মরাজ সম্যক সম্বুদ্ধের
স্মৃতি আদি সপ্ত বোধাঙ্গ। চক্রবর্তী রাজার মণিরত্ন যেমন যোজন প্রমাণ স্থান
সর্বদা আলোকে উদ্ভাসিত রাখে, সম্যক সম্বুদ্ধের প্রীতিবোধাঙ্গও তেমন চিত্তকে
নিত্য পুণ্য-জ্যোতিতে জ্যোতির্ময় করে রাখে।

মনের সঙ্গে শরীরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। মন যাঁর আনন্দময় ও পবিত্র,
উত্তম পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব হলেও চিত্তজ রূপ তাঁর দেহকে সুস্থ ও সবল
রাখে। এতে তাঁর দেহ সহজে রোগাক্রান্ত হতে পারে না। সে ব্যক্তি চির
যৌবন ও সুদীর্ঘ জীবন লাভ করে থাকেন। তেমন পুণ্যবান ব্যক্তি এ জন্যে
অর্হৎ হতে না পারলে অথবা সমাধি-লাভে অক্ষম হলে মৃত্যুর পর একান্তই
সুগতি প্রাপ্ত হন।

যিনি সেই পুণ্যময় আনন্দ উৎপন্ন ও বর্ধনে রত থাকেন, সময় সময়
তাঁর মধ্যে পঞ্চবিধ আনন্দ উৎপন্ন হয়। যেমন ১. ক্ষুদ্রা (খুদ্দিকা)—এ আনন্দ
উৎপন্ন হলে শরীরে লোমহর্ষণ হয়। ২. ক্ষণিকা (খণিকা)—এর উৎপত্তিতে
বিদ্যুৎপ্রবাহবৎ সর্বশরীরে আনন্দ প্রবাহ প্রবাহিত হয়। ৩. অতিক্রান্তা (ওক্কন্তি
কা)—মাঝ-সমুদ্রে উৎপন্ন তরঙ্গমালা যেমন ক্রমে ক্রমে সবকিছু অতিক্রম
করে বেলাভূমিতে এসে স্থিত হয়, তেমন এ আনন্দধারাও চিত্তে উৎপন্ন হয়ে
সর্বশরীর ব্যাপ্ত হয় এবং চর্মে গিয়ে স্থিত হয়। ৪. উদ্বেগা (উব্বেগা)—এ

২. অঙ্গুত্তর নিকায়।

আনন্দ-প্রভাবে মানুষ পাখীর মত আকাশ পথে উড়ে যেতে সক্ষম হয় । ৫.
স্মরণা (ফরণা)-এ আনন্দের উৎপত্তিতে বায়ু-গৃহীত ফুটবলের মত সকল
শরীর আনন্দে স্ফীত হয়েছে বলে মানুষ অনুভব করে ।

যাঁর চিত্ত পুণ্যময় আনন্দের ভরপুর তিনি নিত্য আনন্দলোকেই বিহার
করেন । তিনি জলে স্থলে আকাশে বাতাসে কেবল আনন্দরাশিই দেখতে
পান । তিনি অনুভব করেন-

“আনন্দধারা বহিছে ভুবনে
দিনরজনী কত অমৃত রস
উথলি যায় অনন্ত গগনে ।”৩

তিনি দেখতে পান ফুল আনন্দে প্রস্ফুটিত হয়ে আপন সৌন্দর্য ও
সুগন্ধ দ্বারা জগতে আনন্দ বিতরণ করছে । পাখীগুলি সকাল-সন্ধ্যা আনন্দে
বিভোর হয়ে মধুর স্বরে গান গেয়ে জগতবাসীর নিকট আনন্দ-বার্তা ঘোষণা
করেছে । উষার তরুণ অরুণ মনোহর কিরণজাল বিস্তার করে পূর্বাকাশকে
বিচিত্রবর্ণে শোভিত করে বিশ্বে আনন্দধারা ঢেলে দিচ্ছে । ভোরের সুস্নিগ্ধ
সমীরণ মৃদু-মন্দ প্রবাহিত হয়ে সর্বপ্রাণীর দেহে ও প্রাণে আনন্দ-শিহরণ
জাগিয়ে তুলছে । ভোরে বিহগকুলের মধুর কাকলি সদ্য জাগ্রত মানবের কর্ণে
আনন্দের অমিয় ধারা ঢেলে দিচ্ছে । দিনমণি সারাদিন বিশ্বের জীব ও উদ্ভিদের
হিতার্থে জ্যোতির আনন্দ রাশি বিতরণ করছে এবং সন্ধ্যায় পশ্চিম গগন
মনোজ্ঞ রঙে রঞ্জিত করে পরিশ্রান্ত জীবকুলের মনে-প্রাণে আনন্দের পীযুষধারা
ঢেলে দিচ্ছে । রাত্রে মণি-মাণিক্য-খচিত বিতানের ন্যায় সুনীল আকাশ
নক্ষত্ররাজ চন্দ্রিমাকে মধ্যমণি করে অসংখ্য নক্ষত্রে সুশোভিত হয়ে জগতকে
আনন্দপারাবারে পরিণত করেছে । বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুতেই তিনি কেবল
আনন্দই দেখতে পান । প্রকৃতপক্ষে মৎস্য যেমন জল-সমুদ্রে নিমজ্জিত থাকে,
তিনিও তেমন আনন্দ-সাগরে ডুবে থাকেন । পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকলেও
তার গায়ে যেমন পাঁক লাগে না, তেমন এ ব্যক্তি দুঃখময় সংসারে বাস
করলেও দুঃখ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না । কমল জলে উৎপন্ন বর্ধিত এবং

স্থিত থাকলেও প্রস্তুতিত কমলদলে যেমন জল সংলগ্ন হয় না, তেমন বিবিধ জ্বালা-যন্ত্রণাপূর্ণ ধরাধামে তিনি অবস্থান করলেও সে-সব হতে তিনি অসংলগ্ন থাকেন। জলভরা কালোমেঘ হিমালয়ের পাদদেশ অন্ধকারে ঢেকে ফেললেও সু-উচ্চ হিমাদ্রিশিখর যেমন উজ্জ্বল সূর্যালোকে নিত্য দীপ্তিমান থাকে, তেমন পার্থিব দুঃখ-যন্ত্রণায় মানবসমাজ সদা প্রপীড়িত থাকলেও ঐ ব্যক্তির চিত্তাকাশ আনন্দের বিমল জ্যোতিতে সর্বদা উদ্ভাসিত থাকে। তিনি মৃত্যু আদিতে নিভীক এবং ভাবনাহীন হয়ে দিবানিশি আনন্দলোকে বিহার করেন। ঐ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

“তোমার ভাবনা কিছুই নাই
কে যে তোমার সাথের সাথী ভাবি মনে তাই
তুমি মরণ ভুলে

কোন অনন্ত প্রাণ-সাগরে আনন্দে ভাসো।”

এখন জানতে হবে সেই বিমল আনন্দে আনন্দিত হবার উপায় কি। উহা লাভের একাদশটি উপায় বৌদ্ধশাস্ত্রে প্রদর্শিত হয়েছে। যেমন, ১-৭, বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘ-শীল-ত্যাগ-দেবতা-উপশমানুস্মৃতির যে কোন একটি ভাবনা। ৮. হীন ব্যক্তির সংসর্গ-ত্যাগ। ৯. আনন্দবহুল পবিত্রচিত্ত ব্যক্তির সংসর্গ লাভ। ১০. যে কোন ভাষায় ভক্তিমূলক গান কবিতা গাথা ও সূত্রাদি আবৃত্তি এবং শবণ। ১১. সেই আনন্দ উৎপত্তি ও বর্ধনের জন্য তৎপরতা।

এই এগারটি উপায়ের মধ্যে এখানে আমি সংক্ষেপে বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনা বিষয়ে আলোচনা করছি।

বুদ্ধানুস্মৃতি

বুদ্ধ+অনু+স্মৃতি=বুদ্ধানুস্মৃতি=বুদ্ধগুণ পুনঃ পুনঃ ভাবনায় উৎপন্ন স্মৃতি। ✓বুধ হতে বোধি ও বুদ্ধ শব্দের উৎপত্তি। ✓বুধ জ্ঞানে জাগরণে ও বিকাশনে এ তিন অর্থে ব্যবহৃত হয়। অতএব বুদ্ধ অর্থ জ্ঞাত জাগ্রত ও বিকশিত। বুদ্ধ চার প্রকার।^১

১. শ্রুত বুদ্ধ-বিবিধ শাস্ত্রে জ্ঞানী । অর্থকথাচার্যের মতে অর্থকথাসহ ত্রিপিটক শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ভিক্ষু ।
২. শ্রাবক বুদ্ধ-রূপরাগ অরূপরাগ মান ঔদ্ধত্য ও অবিদ্যা এই পঞ্চ উধ্ব ভাগীয় সংযোজন ছেদনকারী অর্হৎ । অর্হৎকে ‘চারসত্য’বুদ্ধও বলা হয় ।
৩. সম্মুদ্ব-দশবল ও সর্বজ্ঞতা ব্যতীত যিনি অশ্রুত বিষয়ে সত্যসমূহ স্বয়ং সম্যকরূপে জ্ঞাত হন (Silent Buddha) । তাঁকে ‘প্রত্যেক বুদ্ধ’ও বলা হয় ।
৪. সম্যক সম্মুদ্ব-যিনি দশবল ও সর্বজ্ঞতাজ্ঞানে বিভূষিত এবং অশ্রুত বিষয়ে সত্যসমূহ স্বয়ং সম্যকরূপে অবগত হন ।

সর্বমানবের সংস্কার সমান নয় । যাঁরা বুদ্ধানুস্মৃতিকে মূল কর্মস্থান (ভাবনার বিষয়) রূপে ভাবনা করতে ইচ্ছা করেন, তাঁদের কারো যদি প্রথমে বুদ্ধগুণে মন রমিত না হয়, তিনি বুদ্ধের নাম ‘জপ’ এবং রূপ ‘ধ্যান’ করতে পারেন । এতে তাঁর মন আনন্দিত হবে । পরে বুদ্ধগুণ ভাবনায় তাঁর মন রমিত হবে । বুদ্ধগুণ অনন্ত অপ্রমেয় । প্রত্যেকে আপন আপন জ্ঞানানুসারে তা স্মরণ করতে পারেন । সম্যক সম্মুদ্ব ব্যতীত কেউ তা সম্যক প্রকারে জানতে পারেন না । পালি সাহিত্যে উক্ত হয়েছে—

“বুদ্ধো পি বুদ্ধস্স ভাণেয়্য বণ্ণং,
কল্পম্পি চে অঞ্ঞমভাসমানো ;
খীয়েথ কল্পো চিরদীঘমন্তরে,
বণ্ণং ন খীয়েথ তথাগতস্স ।”

—কোনও বুদ্ধ যদি কল্পকাল পর্যন্ত বুদ্ধগুণ ব্যাখ্যা করেন, সুদীর্ঘ কাল পরে কল্পের বিনাশ হবে, তথাপি বুদ্ধগুণের অন্ত হবে না ।

আচার্য অশ্বঘোষ ‘বুদ্ধচরিত’ গ্রন্থে বলেছেন—

“বুদ্ধজ্ঞানঅনন্তং হি আকাশং বিপুলং সমং
ক্ষপয়েৎ কল্পভায়ন্তং ন চ বুদ্ধজ্ঞানক্ষয়ঃ ।”

২. ‘বিশুদ্ধি মগ্গো’ বা মৎ প্রণীত ‘অমৃতের সন্ধানে’ হতে তা জেনে নিতে হবে ।

—বিপুল আকাশের ন্যায় বুদ্ধজ্ঞান অনন্ত । কল্পকাল ব্যাখ্যায় কল্পের ক্ষয় হয়, তথাপি বুদ্ধজ্ঞানের শেষ হয় না ।

এ কর্মস্থান ভাবনাকারীকে আপন যোগ্যাযোগ্য ও কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়^৩ জেনে অযোগ্য ও অকর্তব্য বাদ দিয়ে যোগ্য ও কর্তব্যের সেবা করে ভাবনায় মনোনিবেশ করতে হয় । বুদ্ধবন্দনায় উক্তানুরূপ বুদ্ধগুণ তাঁর স্মরণীয় । যেমন—“যো সো তথাগতো অরহং সম্মাসম্বুদ্ধো বিজ্জা-চরণসম্পন্নো সুগতো লোকবিদু অনুত্তরো পুরিসদম্ম-সারথী সথা-দেবমনুস্সানং বুদ্ধো ভগবা । যো ইমং লোকং সদেবকং সমারকং সব্রক্ষকং স্সসমগি-ব্রাক্ষগিং পজং সয়ং অভিঞ্ঞা সচ্ছিকত্তা পবেদেসি ; যো ধম্মং দেসেসি আদি কল্যাণং মজ্ঝে কল্যাণং পরিয়োন-কল্যাণং সথাং সব্যঞ্জনং কেবল-পরিপুণ্ণং পরিসুদ্ধং ব্রক্ষচরিয়ং পকাসেসি ; তমহং ভগবন্তং অভিপুজয়ামি তমহং ভগবন্তং সিরসা নমামি ।”

—যিনি তথাগত অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ বিদ্যা-চরণসম্পন্ন সুগত লোকবিদ অনুত্তর দম্য পুরুষের সারথী দেব-মানবের শাস্তা বুদ্ধ ও ভগবান । যিনি দেব-মার-ব্রক্ষ-শ্রমণ-ব্রাক্ষণের সহিত এই লোক অভিজ্ঞায় স্বয়ং জ্ঞাত হয়ে তা প্রজ্ঞাপন করেছেন; যিনি আদি-মধ্য-অন্তিম কল্যাণযুক্ত অর্থ ও ব্যঞ্জনের সহিত পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ সকল ব্রক্ষচর্য (শ্রেষ্ঠ জীবন-যাপনোপায়) প্রকাশ করেছেন, সেই ভগবানকে আমি নতশিরে বন্দনা করে উত্তমরূপে পূজা করছি ।

তথাগত^৩

আটটি কারণে ভগবানকে তথাগত বলা হয় ।

১. “তথা আগতোতি-তথাগতো”—পূর্ব বোধিসত্ত্বদের ন্যায় তিনিও দান-পারমী আদি দশ পারমী ত্রিবিধাকারে পরিপূর্ণ করে এবং বুদ্ধকরণীয় অন্যান্য ধর্মসহ ৩৭ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্ম উৎপন্ন ও বর্ধন করে সর্বজ্ঞ সম্যক সম্বুদ্ধ হয়েছেন ।

তদ্ব্যেতু বলা হয়েচে—

“যথৈব লোকমহি বিপস্বসী আদয়ো
সব্বঞ্ঞুভাবং মুনয়ো ইধাগতা
তথা অয়ং সাক্যমুণী পি আগতো
তথাগতো বুচ্চতি তেন চক্খুমা ।”

২. “তথা গতোতি-তথাগতো”—অতীত বুদ্ধগণ যেমন গিয়েছেন, তিনিও তেমন গিয়েছেন। অতীত বুদ্ধদের ন্যায় তিনিও শেষজন্মে জন্মাবার পরই সমপদে পৃথিবীতে স্থিত হন। ব্রহ্মা তাঁর মস্তকোপরি শ্বেতচ্ছত্র ধারণ করেন। উত্তর দিকে সপ্তপদ গমন করে তিনি সর্বদিক অবলোকন করেন এবং “আমি জগতে অগ্র জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ ; এটাই আমার শেষ জন্ম, আমার আর জন্ম হবে না” বলে সিংহনাদ (অব্যর্থ শব্দ) করেন। তাঁর সেই গমন বিশিষ্ট গুণলাভের পূর্ব-নিমিত্ত। হেতু একান্তই ‘তথ’ (যথাযথ)। জন্মেরপর পৃথিবীতে সমপদে স্থিতি—তাঁর চার ‘ঋদ্ধিপাদ’ লাভের পূর্ব নিমিত্ত। উত্তরাভিমুখী হওয়া—তাঁর সর্বলোকোত্তর হবার পূর্বনিমিত্ত। সপ্তপদ গমন-সপ্ত বোধাঙ্গরত্নলাভের পূর্বনিমিত্ত। দেবতাদের চামর চালনা—সর্বতীর্থীয় দলনের পূর্বনিমিত্ত। শ্বেতচ্ছত্র ধারণ-অর্হত্ত্ব লাভের পূর্বনিমিত্ত। সর্বদিক অবলোকন—সর্বজ্ঞতা রূপ অনাবরণ জ্ঞানলাভের পূর্বনিমিত্ত। সিংহনাদ করণ-অপ্রবর্তিত ধর্মচক্র প্রবর্তনের পূর্বনিমিত্ত। তদ্ব্যেতু পুরাণ পণ্ডিতগণ বলেন—

“মহত্ত্ব জাতোব গবম্পতি যথা ;
সমেহি পাদেহি ফুসী বসুন্ধরং ।
সো বিক্কমি সত্তপদানি গোতমো ;
সেতঞ্চ ছত্তং অনুধারয়ুং মরু ।
গন্ত্বান সো সত্তপদানি গোতমো ;
দিসা বিলোকেসি সমা সমত্ততো ।
অট্টপেতং গিরমদ্ভু দীরয়ি ;
সীহো যথা পব্বতমুন্ধনিট্ঠিতো ।”

অতীত বুদ্ধগণের ন্যায় ইনিও নৈষ্কাম্যের দ্বারা কামোচ্ছা, মৈত্রীর

দ্বারা ব্যাপাদ, আলোক-সংজ্ঞা দ্বারা আলস্য-তন্দ্রা, সমাধির দ্বারা চাঞ্চল্য-
অনুশোচনা, ধর্মবিচারের দ্বারা সংশয়, প্রজ্ঞার দ্বারা অবিদ্যা, প্রামোদ্যের দ্বারা
অরতি (আনন্দহীনতা), প্রথম ধ্যান দ্বারা পঞ্চ নীবরণ, দ্বিতীয় ধ্যান দ্বারা
বিতর্ক বিচার, তৃতীয় ধ্যান দ্বারা প্রীতি, চতুর্থ ধ্যান দ্বারা সুখ, আকাশ অনন্তায়তন
সমাপত্তি দ্বারা রূপ-প্রতিম-নানাত্তসংজ্ঞা, বিজ্ঞান অনন্তায়তন সমাপত্তি দ্বারা
আকাশ অনন্তায়তন-সংজ্ঞা, অকিঞ্চনতায়তন সমাপত্তি দ্বারা বিজ্ঞান অনন্ত
আয়তন-সংজ্ঞা, নৈব সংজ্ঞা-নাসংজ্ঞায়তন সমাপত্তি দ্বারা অকিঞ্চনতায়তন-
সংজ্ঞা অতিক্রম করে গত বলে তিনি তথাগত ।

অনিত্যানুদর্শনে নিত্যসংজ্ঞা, দুঃখানুদর্শনে সুখসংজ্ঞা, অনাত্মানুদর্শনে
আত্মা-সংজ্ঞা, নির্বেদানুদর্শনে নন্দি (আনন্দ), বিরাগানুদর্শনে রাগ,
নিরোধানুদর্শনে সমুদয়, পরিত্যাগানুদর্শনে গ্রহণ, ক্ষয়ানুদর্শনে ঘনসংজ্ঞা,
ব্যয়ানুদর্শনে সঞ্চয়, বিপরিণামানুদর্শনে ধ্রুবসংজ্ঞা, অনিমিত্তানুদর্শনে
নিমিত্তসংজ্ঞা, অপরিণিহিতানুদর্শনে প্রণিধি (প্রার্থনা), শূন্যতানুদর্শনে অভিনিবেশ,
অধিপ্রজ্ঞা ধর্মবিদর্শনে সারাদানাভিনিবেশ, যথাভূত জ্ঞানদর্শনে
সম্মোহাভিনিবেশ, আদীনবানুদর্শনে আলয়াভিনিবেশ, প্রতিসংখ্যা (পুনঃ
পর্যবেক্ষণ) অনুদর্শনে অপ্রতিসংখ্যা, বিবর্তানুদর্শনে সংযোগাভিনিবেশ,
স্রোতাপত্তিমার্গে কতেক প্রত্যক্ষ ক্রেশ, সকৃদাগামীমার্গে কতেক স্থূল ক্রেশ,
অনাগামীমার্গে সহগামী সূক্ষ্ম ক্রেশ এবং অহৃত্তমার্গে সর্বক্রেশ হনন করে গমন
করেছেন বলেও তিনি তথাগত ।

৩. “তথলকখণং আগতোতি-তথাগতো”-জ্ঞানগতিতে ‘তথলক্ষণ’
আগত জ্ঞাত প্রতিবিদ্ধ প্রাপ্ত বলে তথাগত । যেমন পৃথিবী ধাতুর লক্ষণ কাঠিন্য,
অপ্‌ধাতুর বস্কন, তেজ ধাতুর উষ্ণতা, বায়ু ধাতুর চলন, আকাশ ধাতুর
অস্পৃশ্যতা এবং বিজ্ঞান ধাতুর লক্ষণ বিজানন ।

রূপের লক্ষণ পরিবর্তনশীলতা, বেদনার অনুভূতি, সংজ্ঞার সংজানন,
সংস্কারের লক্ষণ অভিসংস্করণ ।

বিতর্কের লক্ষণ অভিনিরোপণ, বিচারের অনুমর্জন, প্রীতির স্কুরণ,
সুখের স্নাদ, একাত্তার অবিক্ষেপ এবং স্পর্শের লক্ষণ স্পর্শন ।

শ্রদ্ধার লক্ষণ অধিমোক্ষ (পূর্ণ মুক্তি), বীর্যের প্রগ্রহ (দৃঢ় ধারণ),
স্মৃতির উপস্থান (সেবা), সমাধির স্থিরতা এবং প্রজ্ঞার লক্ষণ প্রজানন

(প্রকৃষ্টরূপে জানা)।

ইন্দ্রিয়ের লক্ষণ আধিপত্য এবং বলের লক্ষণ বিরুদ্ধ শক্তির মধ্যেও হিমালয়ের মত স্থির থাক।

ধর্মবিচারের লক্ষণ কুশলাকুশল বিশ্লেষণ, প্রশান্তির উপশম এবং উপেক্ষার লক্ষণ নিরপেক্ষতা (মধ্যস্থতা)।

সম্যক দৃষ্টির লক্ষণ যথাসত্য দর্শন, সম্যক সংকল্পের আরোপণ, সম্যক বাক্যের পরিগ্রহ, সম্যক কর্মের সমুত্থান, সম্যক জীবিকার শুদ্ধতা এবং সম্যক ব্যায়ামের লক্ষণ প্রগ্রহ।

অবিদ্যার লক্ষণ অজ্ঞানতা, সংস্কারের চেতনা (কর্মসম্পাদন), নামের নমন (নমিত হওয়া), ষড়ায়তনের বিস্তৃতি, তৃষ্ণার হেতু, উপাদানের দৃঢ় গ্রহণ, ভবের আয়ুহন (কর্মসম্পাদন), জন্মের উৎপত্তি, জরার জীর্ণতা এবং মরণের লক্ষণ চ্যুতি।

ধাতুর লক্ষণ শূন্যতা, সম্যক প্রধানের (ব্যায়ামের) প্রদহন (প্রচেষ্টা), ঋদ্ধিপাদের প্রাপ্তি, বোধ্যঙ্গের উপনয়ন এবং মার্গের লক্ষণ হেতু।

সত্যের লক্ষণ তথতা, শমথের (শান্তের) অবিক্ষেপ, বিদর্শনের অনুদর্শন, শমথ-বিদর্শনের একরস এবং যুগনন্ধের (উভয়ের) লক্ষণ অনিবর্তন।

শীলবিশুদ্ধির লক্ষণ সংযম, ক্ষয়-জ্ঞানের সমুচ্ছেদ এবং অনুৎপাদ জ্ঞানের লক্ষণ প্রশান্তি।

হৃন্দের লক্ষণ মূল, মনোযোগের সমুত্থান, স্পর্শের সমোধান (সংযোগ), বেদনার সমোসরণ (সঙ্গতি), সমাধির প্রমুখ, স্মৃতির আধিপত্য, প্রজ্ঞার শ্রেষ্ঠতা, বিমুক্তির সার এবং অমৃত-নির্বাণের লক্ষণ সমাপ্তি, যথার্থতা।

৪. তথধ্মে যাথাবতো অভিসম্বুদ্ধোতি-তথাগতো। 'তথধর্ম' অর্থ চার আর্য়সত্য। চার আর্য়সত্যে যথাযথভাবে অভিসম্বুদ্ধ হয়েছেন বলে তথাগত। বুদ্ধদেশিত প্রতীত্যসমুৎপাদ-ধর্ম তথ অবিতথ যথাযথ নির্দোষ অবিপরীত। এই তথ-ধর্মে অভিসম্বুদ্ধ হেতু তথাগত।

৫. তথদস্সিতায়-তথাগতো।

অপরিমাণ লোকধাতুতে নর-দেব-মার-ব্রহ্মলোকে শ্রমণ-ব্রাহ্মণ সহিত দেব-মানবের মধ্যে অসংখ্য সত্ত্বের চক্ষুদ্বারে আগত রূপারম্মণকে তিনি

সর্বাকারে দেখেছেন। ইষ্টা-নিষ্ট রূপারম্ভণকে তিনি তের পর্যায়ে এবং বাহান্ন নিয়মে বিভাগ করে দেখেছেন। তাঁর এই দর্শন তথ্য অবিতথ্য যথাযথ্য অবিপরীত। একরূপ শব্দ গন্ধ রস স্পৃশ্য এবং ভাব আরম্ভণ সম্বন্ধেও জ্ঞাতব্য। একরূপে তিনি তথ্য (সত্য) যথাযথ্য দেখেছেন বলে তথ্যদর্শন হেতু তথাগত।

৬. তথাবাদিতায়-তথাগতো।

বুদ্ধত্ব লাভের পর হতে অনুপাধিশেষ নির্বাণলাভ পর্যন্ত বুদ্ধ যা বলেছেন, তা তথ্য অবিতথ্য যথাযথ্য অবিপরীত হেতু তিনি তথাগত।

৭. তথাকারিতায়-তথাগতো।

যথাবাদী তথাকারী, যথাকারী তথাবাদী বলেও ভগবান তথাগত।

৮. অভিভবনট্টেন-তথাগতো।

অপরিমাণ লোকধাতুর মধ্যে উপরে ভবাত্ম হতে নীচে অবীচি পর্যন্ত বুদ্ধ সর্বসত্ত্বকে শীল সমাধি প্রজ্ঞা এবং বিমুক্তি আদতে অভিভূত করেছেন। তিনি অতুল অপ্রমেয় অনুত্তর রাজাধিরাজ শত্রুশত্রু এবং ব্রহ্মাতিব্রহ্মা। তিনি অভিভূত অনভিবূত দ্রষ্টা বশবতী বলেও তথাগত।

এ ব্যাখ্যা অতি সংক্ষিপ্ত। একমাত্র তথাগতই তথাগতের ব্যাখ্যা সম্যক রূপে করতে পারেন।

অর্হৎ

“আরকত্তা হতত্তা চ কিলেসারীন সো মুনি

হত সংসারচক্রারো পচ্ছয়াদীন চারহো

ন রহো করোতি পাপানি অরহং তেন বুচ্ছতি।’

—সেই মুনি সকল ক্লেষ^৪ হতে দূরে, তাদের সম্যক রূপে হনন করেছেন, সংসার-চক্রের অরসমূহ ছেদন করেছেন, আহালাদি প্রত্যয় (বস্তু) গ্রহণের উত্তম পাত্র এবং গোপনেও কোনও প্রকারের পাপ করেন না বলে অর্হৎ।

৪. লোভ দ্বেষ মোহ মান মিথ্যাদৃষ্টি আলস্য সংশয় ঔদ্ধত্য (পাপকর্মে) লজ্জাহীনতা ও ভয়হীনতা।

বিদ্যাচরণ সম্পন্ন

‘ভয়ভেরব সুত্ত’ মতে বিদ্যা ত্রিবিধ । ১. জাতিস্মরণজ্ঞান, ২. দিব্যচক্ষু বা চ্যুতি-উৎপত্তিজ্ঞান, ৩. আসবক্ষয়জ্ঞান । ‘অম্বট্টসুত্ত’ মতে তা অষ্টবিধ । ১-৩. উক্ত তিন, ৪, বিবিধ ঋদ্ধি, ৫. দিব্য শ্রোত্র, ৬. পরচিত্তজ্ঞান, ৭. বিদর্শনজ্ঞান ও ৮. মনোময় ঋদ্ধি ।

১. জাতিস্মরণ জ্ঞান-বুদ্ধ শাসনের বাইরের যোগীঋষিগণ নাকি নিজেরও পরের অতীত চল্লিশ কল্পের বিষয় স্মরণ করতে পারেন । বুদ্ধ শাসনে প্রব্রজিত ভিক্ষু তাঁদের চেয়ে অনেক বেশী স্মরণ করতে পারেন । তাঁদের সবাইকে নাকি গত জন্ম হতে একটার পর অন্যটা অতীত জন্মের বিষয় স্মরণ করতে হয় । বুদ্ধ অপ্রমেয় শক্তি প্রভাবে অসংখ্য অতীত কল্পের জন্মের বিষয় স্মরণ করতে পারেন । তাও যে-জন্ম ইচ্ছা তৎক্ষণাৎ সে-জন্মের বিষয় স্মরণ করতে পারেন ।

২. দিব্যচক্ষু জ্ঞান-অসংখ্য চক্রবালের অপ্রমেয় সত্ত্বের মধ্যে যে-কোন সত্ত্ব আপন শুভাশুভ কর্মফলে সুগতি দুর্গতির কোথায় জন্ম নিয়েছে বুদ্ধ তা প্রত্যক্ষ দেখতে পান ।

৩. আসবক্ষয় জ্ঞান-বুদ্ধ নিজের ও পরের কামাসব-ভবাসব দৃষ্ট্যাসব ও অবিদ্যাসব ক্ষয়ের উপায় এবং নিঃশেষে ক্ষয় হলে তা যথাযথ জানতে পারেন ।

৪. বিবিধ ঋদ্ধিজ্ঞান-বুদ্ধ অনেক প্রকারের ঋদ্ধির অধিকারী, যেমন নানা প্রকার পাহাড় পর্বত ভেদ করে গমনাগমন, জলকে স্থলের ন্যায় এবং স্থলকে জলের ন্যায় ব্যবহার, আকাশপথে গমন, দেব-ব্রহ্মলোকে সশরীরে উপস্থিতি এবং চন্দ্র-সূর্যকেও স্বহস্তে স্পর্শনাদি অলৌকিক কর্ম করবার শক্তি বুদ্ধের নিকট ছিল ।

৫. দিব্য শ্রোত্রজ্ঞান-এর দ্বারা দূরের ও নিকটের সর্ব নর-দেব-ব্রহ্মা ও দুর্গতিপ্রাপ্ত সত্ত্বের কথা বুদ্ধ শুনতে ও বুঝতে পারতেন ।

৬. পরচিত্তজ্ঞান-এইজ্ঞানপ্রভাবে বুদ্ধ সকল নর-দেব-ব্রহ্মা ও দুর্গতিপ্রাপ্ত সত্ত্বকে কোথায় কি চিন্তা করছে তা জানতে পারতেন ।

৭. বিদর্শনজ্ঞান-এই জ্ঞানের দ্বারা বুদ্ধ নিজেকে এবং বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডকে যথাযথ জেনেছেন ।

৮. মনোময় ঋদ্ধিজ্ঞান-এই জ্ঞানের দ্বারা একজন বহু ও পুনঃ একজন হওয়া এবং যে-কোন রূপ ধারণ করা দি শক্তি লাভ হয়। বুদ্ধের এ জ্ঞানও ছিল।

চরণ

চরণ পনের প্রকার। যেমন-১. শীলসংযম, ২. ইন্দ্রিয়দমন, ৩. ভোজনে মাত্রাজ্ঞান, ৪. জাগরণশীলতা, ৫. শ্রদ্ধা, ৬. (পাপকর্মে) লজ্জা, ৭. ভয়, ৮. বীর্য, ৯. স্মৃতি, ১০. শ্রুতি, ১১-১৪. ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ ধ্যান, ১৫. প্রজ্ঞা।

এই পঞ্চদশ ধর্মকে অবলম্বন করে সৎপুরুষগণ নির্বাণ গমন করেন বলে তাদের 'চরণ' বলা হয়।

সর্বজ্ঞতা দ্বারা বুদ্ধের বিদ্যাসম্পদা এবং মহাকরুণার দ্বারা চরণ-সম্পদা পরিপূর্ণ হয়েছে। সর্বজ্ঞাতার দ্বারা বুদ্ধ সত্ত্বদের হিতাহিত জেনে মহাকরুণাবশতঃ তাদের অহিত হতে রক্ষা করে হিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

সুগত

চারটি কারণে বুদ্ধ সুগত। ১. উত্তম আর্থ্যমার্গে গমন করেছেন বলে সুগত। ২. পরম শান্তি নির্বাণে গমন করেছেন বলে সুগত। ৩. সম্যকরূপে গমন করেছেন, আর ফিরে আসবেন না বলে সুগত। ৪. উত্তম বাক্য বলেন বলে সুগত।

'সাধকসূত্র' এ বলা হয়েছে-১. যে বাক্য অসত্য অযোগ্য অপ্রিয় অমনোজ্ঞ ও অনিষ্টকারী তেমন বাক্য তথাগত বলেন না। ২. যে বাক্য অসত্য অযোগ্য অথচ প্রিয় ও মনোজ্ঞ কিন্তু অনিষ্টকারী তেমন বাক্য তথাগত বলেন না। ৩. যে বাক্য সত্য যোগ্য অথচ অপ্রিয় অমনোজ্ঞ ও অনিষ্টকারী তেমন বাক্য তথাগত বলেন না। ৪. যে বাক্য সত্য যোগ্য প্রিয় ও মনোজ্ঞ অথচ অনিষ্টকারী তেমন বাক্য তথাগত বলেন না। ৫. যে বাক্য সত্য যোগ্য অথচ অপ্রিয় ও অমনোজ্ঞ কিন্তু উপকারী তেমন বাক্য তথাগত যোগ্য ক্ষেত্রে মাত্রানুরূপ বলেন। ৬. যে বাক্য সত্য যোগ্য প্রিয় মনোজ্ঞ ও উপকারী তেমন বাক্য তথাগত যোগ্যক্ষেত্রে মাত্রানুরূপ বলেন।

লোকবিদ

লুজ্জতি পলুজ্জতীতি লোকো-লুপ্ত প্রলুপ্ত হয় বলে লোক । সত্ত্ব সংস্কার ও অবকাশ ভেদে লোক ত্রিবিধ ।

সত্ত্বলোক-ভগবান সর্বসত্ত্বের আশয় অনুশয় চরিত অধিমুক্তি যেমন জানেন তেমন অল্প মহারজযুক্ত, তীক্ষ্ণ-মৃদু-ইন্দ্রিয়সম্পন্ন, সু-দুরাকারযুক্ত এবং ভব্যভব্য প্রাণীদেরও জানেন । বুদ্ধকর্তৃক সত্ত্বলোক সর্বপ্রকারে সুবিদিত ।

সংস্কারলোক-এক লোক-সর্বসত্ত্ব আহারস্থিত । দুই লোক-নাম ও রূপ । তিন লোক-ত্রিবিধ বেদনা । চার লোক-চতুবিধ আহার । পাঁচ লোক পঞ্চোপাদান স্কন্ধ । ছয় লোক-আধ্যাত্মিক ষড়ায়তন । সাত লোক-সপ্ত বিজ্ঞানস্থিতি । আট লোক-অষ্ট লোকধর্ম । নয় লোক-নব সত্ত্বাবাস । দশ লোক-দশায়তন । দ্বাদশ লোক-দ্বাদশায়তন । অষ্টাদশ লোক-অষ্টাদশ ধাতু । এসব সংস্কার-লোকও বুদ্ধ যথাভূত জানেন ।

অবকাশলোক (ভুবন)-চন্দ্র সূর্য গ্রহ নক্ষত্র পৃথিবী এবং কাম রূপ অরূপ এই ত্রিলোক নিয়ে এক চক্রবাল । এই চক্রবাল সম্বন্ধে বুদ্ধ যেমন পুঞ্জানুপুঞ্জরূপে জানেন, তেমন অসংখ্য চক্রবাল সম্বন্ধে জানেন ।

তদুপরি তিনি সর্বলোকের স্বভাব সমুদয় নিরোধ ও নিরোধমার্গ সম্যকরূপে অবগত আছেন । যেমন বলা হয়েছে-‘চ্যুতি-উৎপত্তিহীন লোকান্ত গমন দ্বারা জ্ঞাতব্য দ্রষ্টব্য ও প্রাপ্তব্য বলে আমি বলছি না । লোকান্ত প্রাপ্তি না হলে দুঃখান্তও বলছি না । তথাপি আমি মন ও সংজ্ঞায়ুক্ত ব্যামর্মা এই কলেবরে লোক লোকসমুদয় লোকনিরোধ ও লোকনিরোধগামী প্রতিপদা প্রজ্ঞাপন করি ।’^৭

সর্বলোক বুদ্ধের সুবিদিত বলে বুদ্ধ লোকবিদ ।

অনুত্তর

গুণ-ধর্মে বুদ্ধ হতে উত্তর (শ্রেষ্ঠ) কেউ নেই বলে তিনি অনুত্তর ।

তিনি শীল সমাধি প্রজ্ঞা বিমুক্তি ও বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শনে বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ ।

“ভিক্ষুগণ, বিশ্বে এক আশ্চর্য মানব উৎপন্ন হন, যিনি অদ্বিতীয় অসহায় অপ্রতিম অপ্রতিসম অপ্রতিভাগ অপ্রতিপুদগল অসম-অসমসম ও দ্বিপদীর অগ্র । তিনি কে ? তথাগত অর্হৎ সম্যক সম্মুদ্র ।”^৫

“ভিক্ষুগণ, এক ব্যক্তির প্রাদুর্ভাবে মহাচক্ষু মহাআলোক মহাজ্যোতি ও ছয় অনুত্তর বিষয়ের প্রাদুর্ভাব হয়, চার প্রতিসম্ভিদা লাভ হয়, নানাভাবে অনেক ধাতুর প্রতিরোধ হয়, বিদ্যা-বিমুক্তি ও স্রোতাপত্তি-সকৃদাগামী-অনাগামী অর্হত্ত্বফল সাক্ষাৎ হয় । কোন ব্যক্তির ? তথাগত অর্হৎ সম্যক সম্মুদ্রের ।”^৬

“ভিক্ষুগণ, বিশ্বে অপদী দ্বিপদী চতুস্পদী বহুপদী রূপী অরূপী সংজ্ঞী অসংজ্ঞী ও নৈবসংজ্ঞী নাসংজ্ঞী যত প্রাণী আছে, তথাগত অর্হৎ সম্যক সম্মুদ্র তাদের মধ্যে অগ্র । ভিক্ষুগণ, যারা বুদ্ধের প্রতি প্রসন্ন (শ্রদ্ধাসম্পন্ন), তারা অগ্রের প্রতি প্রসন্ন । অগ্রের প্রতি প্রসন্নের অগ্র বিপাক হয় ।”

আনন্দ একবার ভগবানকে বলেন—“ভগবানের নিকট শুনেছি অনোমদর্শী বুদ্ধের প্রধান শিষ্য নিসভ স্থবির ব্রহ্মলোকে গিয়ে চল্লিশ হাজার চক্রবালবাসী দেব-মানবকে ধর্ম শুনিয়েছিলেন । ভগবান কত চক্রবালের দেব-মানবকে ধর্ম শুনতে পাবেন ?

“আনন্দ নিসভ শ্রাবক’ দ্বিতীয় তৃতীয় বার জিজ্ঞাসিত হয়েও ভগবান একই উত্তর দেন । চতুর্থবারে ভগবান বলেন—

“তথাগত অসংখ্য অপ্রমেয় চক্রবালের দেব-মানবকে ধর্ম শুনতে পারেন ।’

‘ভন্তে, তা কিরূপে সম্ভব? যখন এক স্থানে মানুষেরা দিবালোকে নানা কাজে ব্যস্ত তখন অন্যস্থানে মানুষেরা গভীর রাতে নিদ্রাভিভূত । কিরূপে সবাইকে ধর্ম শুনাবেন?’

‘আনন্দ, প্রথমে সকল চক্রবাল আলোকে উদ্ভাসিত করব । এতে রাতে সূর্যোদয় এবং দিনে দ্বিতীয় সূর্যোদয় হয়েছে বলে বিভিন্ন চক্রবালের দেব-মানব সন্ত্রস্ত হয়ে নিদ্রা ও সর্বকর্ম ত্যাগ করবে । তারপর সকল চক্রবাল অন্ধকারে ঢেকে দেব । এতে জগত ধ্বংস হবে ভেবে সবাই মরণ ভয়ে ভীত হবে । তখন সর্বচক্রবাল আলোকে উদ্ভাসিত করে সবাইকে দেখা দেব । সে-

৫. লোহিত সুমুণ্ড ।

৬. অঙ্গুত্তর নিকায় ।

সময় অসংখ্য চক্রবালের দেব-মানব অনন্যমনা হয়ে কেবল আমাকেই দেখবে। সকলেরই শুনবার উপযোগী করে তখন ধর্মদেশনা করব। তথাগত এরূপে অসংখ্য চক্রবালের দেব-মাবনকে ধর্ম শুনতে পারেন।’

তা শুনে আনন্দ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বলেন—‘আশ্চর্য ভক্তে, অদ্ভুত ভক্তে, তথাগতের অপরিমাণ শক্তি-অপ্রমেয় প্রভাব। সেই মহাঋদ্ধিমানও শক্তিমান ভগবানের পুনঃ শরণ গ্রহণ করছি’ বলে আনন্দ ভগবানের চরণতলে পতিত হন।’^৬

“ন মে আচরিয়ো অথি সদিসো মে ন বিজ্জতি
সদেবকস্মিং লোকস্মিং নথি মে পটিপুগ্গলো।”^৭

—হংকার ব্রাহ্মণের প্রশ্নের উত্তরে ভগবান বলেন—আমার আচার্য নেই, আমার সদৃশও কেউ নেই, সদেব-নরলোকে আমার প্রতি-পুদাল কেউ নেই।

দম্য পুরুষের সারথী

ভগবান বুদ্ধ অদান্ত অথচ দমনের যোগ্য, সচ্চক নিগষ্ঠপুত্র অম্বট্ঠমানব পোকখরসাতি সোণদণ্ড এবং কুটদন্তাদি মানবকে যেমন দমন করেছেন। তেমন দেবরাজ শত্রু ও বক-ব্রহ্মাদি দেব ব্রহ্মাকেও বিচিত্র উপায়ে দমন করেছেন। কেবল উচ্চস্তরের পুদালকে নয়, অপলাল চুলোদর মহোদর অগ্নিশিখ ধূমশিখ ও অপবাল নাগরাজা এবং ধনপাল হস্তী প্রভৃতি তির্যক প্রাণীকেও ত্রিশরণ ও পঞ্চ শীলে প্রতিষ্ঠিত করে দমিত ও বিনীত করেছেন।

অঙ্গুত্তর নিকায়ের কেশীসূত্রে বলা হয়েছে—‘হে কেশি, আমি মধুর কঠোর ও মধুর-কঠোর ব্যবহারে দম্য পুরুষদের দমন করি এবং দমনের অযোগ্য পুরুষদের দমন করি এবং দমনের অযোগ্য পুরুষদের সংসর্গ ত্যাগ করি।’

তা ছাড়াও ভগবান শীলবান সৎপুরুষদের উচ্চতর ধ্যান ও মার্গফল লাভের উপায় বলে দিয়ে তাঁদের অধিকতর ভাবে দমিত ও বিনীত করেন।

এই কারণে বুদ্ধ দম্য পুরুষেরও অনুত্তর সারথী।

৬. অঙ্গুত্তর নিকায়।

৭. মহাবগ্গো।

দেব-মানবের শাস্তা

ইহ-পারলৌকিক পরমার্থ শিক্ষা দেন এবং শাসন অনুশাসন করেন বলে শাস্তা। অথবা সার্থবাহ বলে শাস্তা। যেমন সার্থবাহ চোর হিংস্র জন্তু অমনুষ্য নিরুদক ও মরুকান্তার পার করে বণিকগণকে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যায়, তেমন ভগবান জন্ম জরা ব্যাধি ও মৃত্যু আদি সর্ব দুঃখ কান্তার পার করে নর-দেব-ব্রহ্মাকে পরম নিরাপদ নির্বাণে নিয়ে যান বলে সার্থবাহ। উৎকৃষ্ট ও ভব্য পুদাল ভেদে নর-দেব-ব্রহ্মার কথা বলা হয়েছে। তিষক প্রাণীকেও শিক্ষা দিয়ে তিনি দুঃখ কান্তার পার করান।

এক সময় বুদ্ধ গর্গরা নদীতীরে ধর্মদেশনা করছিলেন। এক মণ্ডুক বুদ্ধের মধুর স্বরে মুগ্ধ হয়ে তা মনোযোগের সহিত শুনছিল। এমন সময় এক গোপাল তার মাথায় দণ্ডের অগ্রভাগ রেখে সেই দণ্ডের উপর ভার দিয়ে ধর্ম শুনতে থাকে। এতে মণ্ডুকের মৃত্যু হয় এবং উহা স্বর্গে উৎপন্ন হয়। সেই দেবপুত্র গভীর রাতে বুদ্ধকে বন্দনা করতে এসে বুদ্ধের ধর্ম শুনে স্রোতাপন্ন হয়।

বুদ্ধ

“অভিঞ্ণেয়্য অভিঞ্ণাতং ভাবিতব্বঞ্চ ভাবিতং
পহান্তব্বং পহীনং মে তস্মা বুদ্ধোস্মি ব্রাহ্মণ।”^৮

-ব্রাহ্মণ, যা জানবার আমি সব জেনেছি, যা ভাববার সব ভেবেছি, যা ত্যাগ করার সব ত্যাগ করেছি (যা সাক্ষাৎ করবার তা সাক্ষাৎ করেছি); তদ্বৎ আমি বুদ্ধ।

চার আর্যসত্য নিজে জেনেছেন এবং অন্যদেরও জানিয়েছেন বলে তিনি বুদ্ধ।

সম্যক সম্বুদ্ধ

“যিনি সর্ব বিষয় স্বয়ং সম্যকরূপে অবগত হয়েছেন, যার অজ্ঞাত কিছুই নেই এবং যিনি নিজে সর্বদুঃখ হতে মুক্ত হয়ে অন্যদেরও দুঃখমুক্তির উপায় দেখনা করেন তিনি সম্যক সম্বুদ্ধ।

অর্থকথায় বলা হয়েছে—‘যাবতকং ঞ্ঞয়ং তাবতকং ঞ্ঞাণং; যাবতকং ঞ্ঞাণং তাবতকং ঞ্ঞয়ং, বচনতো বুদ্ধানং অবিসয়ো নাম নথি।’—জানবার বিষয় যত জ্ঞানও তত, জ্ঞান যত জানবার বিষয়ও তত; এতএব সম্যক সম্বুদ্ধের অজানা কিছুই নেই।

বুদ্ধগুণের মধ্যে ‘সম্যক সম্বুদ্ধ’ গুণই সর্বপ্রধান। অতএব বুদ্ধগুণ যতই বর্ণনা করা হোক না কেন, সবই ‘সম্যক সম্বুদ্ধ’ গুণের অন্তর্গত।

টীকায় কলা হয়েছে—অগ্রশ্রাবক শারীপুত্র স্থবিরের জ্ঞান হতে সম্বুদ্ধের (প্রত্যেক বুদ্ধের) জ্ঞান অপ্রমেয়। হস্তমুষ্টির আকাশ হতে অবশিষ্ট আকাশ যেমন অসীম অনন্ত, সম্বুদ্ধের জ্ঞানের তুলনায় তেমন সম্যক সম্বুদ্ধের জ্ঞানও অসীম অনন্ত।

ভগবান

ভগবান শব্দটি উত্তম গৌরব ও সর্বোত্তম গুণ-প্রকাশক। তদ্ব্যক্ত বলা হয়েছে—

“ভগবা”তি বচনং সেট্ঠং ভগবা”তি বচনমুত্তমং
গরু-গারবযুত্তো সো ভগবা তেন বুচ্ছতি।”

ভগবানের গুণ প্রমাণাতীতি। তন্মধ্যে কতেক বিশিষ্ট গুণ প্রকাশ করতে নিম্নোক্ত গাথা বলা হয়েছে।

“ভাগ্যবা ভগগ্‌বা যুত্তো ভগেহি চ বিভত্তবা
ভত্তবা বত্তগমনো ভবেসু ভগবা ততো”সি।”

—ভাগ্যবান ভগ্নবান ভগযুক্ত বিভক্তবান ভক্তিমান ও ভবসমূহে গমন

বমনকারী বলে ভগবান ।

ভাগ্যবা-লৌকিক ও লোকোত্তর সুখোৎপাদক দান শীলাদির পারপ্রাপ্ত ভাগ্য আছে বলে ভাগ্যবান অর্থে ভগবান ।

ভগবৎ-লোভ দ্বেষ মোহ বিপরীত মনোযোগ অলজ্জা অভয় (পাপকর্মে) ক্রোধ উপন্যাস (বদ্ধবৈরিতা) ম্রক্ষ (পরগুণ মর্দনেচ্ছা) পলাশ (নিজকে অন্য গুণবানের সমান মনে করার চিত্তবৃত্তি) ঈর্ষা মাৎস্য শঠতা স্তম্ভ (থামের মত চিত্তবৃত্তি) সারস্ত্র (বহ্নারস্ত্রতা) মান অতিমান মদ প্রমাদ তৃষ্ণা অবিদ্যা ত্রি-অকুশলমূল দুচ্চরিত সংক্লেশ মল বিষম-সংজ্ঞা বিতর্ক প্রপঞ্চ, চতুর্বিধ বিপরীত অন্তেষণ, চার আসব গ্রন্থি-ওঘ-যোগ-অগতি-তৃষ্ণোৎপত্তি-উপাদান, পঞ্চ চেতসিখল-বিনিবন্ধ-নীবরণ-অভিনন্দন, ছয় বিবাদমূল-তৃষ্ণাকায়, সপ্ত অনুশয়, অষ্ট মিথ্যাত্ব, নব তৃষ্ণামূল, দশ অকুশল কর্মপথ, দ্বাষষ্টি দৃষ্টিজাল, অষ্টোত্তর শত তৃষ্ণা, সর্ব দরথ-পরিদাহ, শতসহস্র ক্লেশ, সংক্ষেপে ক্লেশ-স্কন্ধ-অভিসংস্কার-দেবপুত্র-মৃত্যু এই পঞ্চ মারকে তিনি ভগ্ন করেছেন । তদ্ব্যবহিত ভগ্নবান অর্থে ভগবান ।

“ভগবৎপ্রাপ্তো ভগবৎপ্রদো ভগবৎপ্রমোহো অনাসবো

ভগবৎস পাপকা ধম্মা ভগবা তেন বুচ্ছতি ।”

‘ভাগ্যবান’ শব্দদ্বারা তাঁর শত পুণ্য লক্ষণযুক্ত দেহ-সম্পত্তি এবং ‘ভগ্নবান’ শব্দ দ্বারা তাঁর ধর্মকায় সম্পত্তি প্রকাশিত হয়েছে । এই উভয় শব্দদ্বারা নানামত সম্পন্ন প্রসিদ্ধ গৃহস্থ ও প্রব্রজিতের উপস্থিতি, ধর্মদানে তাঁদের কায়-চিত্ত বেদনার অপনোদন করে লৌকিক ও লোকোত্তর সুখের অধিকারী করা প্রকাশিত হয়েছে ।

ভগেহিযুত্তো-ঐশ্বর্য ধর্ম (জ্ঞান) যশঃ শ্রী কাম ও প্রচেষ্টা এই ছয় গুণকে সচরাচর ‘ভগ’ বলা হয় । লোকসম্মত অণিমা-লঘিমা-প্রতিমাদি ঐশ্বর্য, পরিপূর্ণ লৌকিক লোকোত্তর ধর্ম, ত্রিলোকব্যাপ্ত অতি বিশুদ্ধ যশঃ, লোকনয়ন প্রসাদক সর্বাঙ্গ পরিপূর্ণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গশ্রী, আত্ম-পরহিতকারী ইচ্ছিত-প্রাপ্তিমূলক কাম এবং সর্ব লোকের মধ্যে সর্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ হবার যোগ্য প্রচেষ্টারূপ ‘ভগ’ তাঁর মধ্যে বিদ্যমান বলে তিনি ভগবান ।

বিভক্তবা-তিনি কুশলাকুশলাদি সর্বধর্মকে বিভাগ করে দেখিয়েছেন ।

তিনি স্কন্ধ আয়তন ধাতু সত্য প্রতীত্য-সমুৎপাদ প্রভৃতি ধর্মকে বিভাগ ও বিশ্লেষণ করে দেব-মানবের হিতার্থে প্রকাশ করেছেন। পীড়ন-সংস্কৃত-সন্তাপ-বিপরীণতার্থে দুঃখসত্য, আয়ুহন (সম্পাদন)-নিদান-সংযোগ-বাহার্থে সমুদয়সত্য, নিঃসরণ-বিবেক-অসংস্কৃত-অমৃতার্থে নিরোধ-সত্য এবং নিয়ামক-হেতু-দর্শন-অধিপতি অর্থে মার্গসত্যকে তিনি বিভাগ ও বিবৃত করে দেশনা করেছেন বলে বিভক্তবান (বিভাজক) অর্থে তিনি ভগবান।

ভক্তবা-তিনি দিব্য-ব্রহ্ম-আর্যবিহার, কায়-চিন্তা-উপাধি-বিবেক, শূন্যতা অপ্রণিহিত-অনিমিত্ত বিমোক্ষ এবং অন্যান্য লৌকিক-লোকোত্তর ধর্মসমূহ ভজনা ও বৃদ্ধি করেছেন বলে ভক্ত অর্থে ভগবান।

ভবেসু বন্তগমনো-তৃষ্ণাহেতু ত্রিভবে গমন তার বমিত (ত্যক্ত) হয়েছে বলে তিনি ভগবান।

ত্রিবিধ ভাবনা

মূল-সাধারণতঃ শ্রদ্ধাচরিত ব্যক্তি মূল কর্মস্থানরূপে বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনার যোগ্য।

সাহায্যকারী-অশুভাদি অন্য কর্মস্থান ভাবনাকারীর চিন্তকে আনন্দময় ও আশ্বস্ত করবার জন্য সময় সময় বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনা করতে হয়।

বিদর্শন-বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনাকারী যখন বিচার করেন-কেহ নয়, কেবল স্মৃতিযুক্ত চিন্তা ভাবনা করছে; তিনি চিন্তকে বিজ্ঞান স্কন্ধ, তার সাথে যুক্ত বেদনাকে বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাকে সংজ্ঞাস্কন্ধ এবং স্পর্শাদি ধর্মকে সংস্কারস্কন্ধরূপে সিদ্ধান্ত করে অরূপ বা নামকে গ্রহণ করেন। তৎপর তিনি এই অরূপের আশ্রয় হৃদয়বাস্তব এবং হৃদয়বাস্তবের অবলম্বন চার মহাভূত ও তদুৎপন্ন রূপকে রূপস্কন্ধরূপে সিদ্ধান্ত করেন। তিনি এই পঞ্চস্কন্ধকে দুঃখসত্য, তাদের উৎপত্তির হেতু তৃষ্ণাকে সমুদয়সত্য, সেই তৃষ্ণার নিরোধকে নিরোধসত্য এবং নিরোধোপায়কে মার্গসত্য রূপে বিচার করে আর্যভূমি প্রাপ্ত

১. মনোরথ পুরণী।

২. অঙ্গুত্তর নিকায়।

বিভূতহীন ভিখারী বিপুল ভোগ্যবস্তু দর্শন করেও যেমন ভোগসুখে অক্ষম, তেমন শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি ভাবভবের সর্বসুখ হতে বঞ্চিত। দীনহীন অনাতের ন্যায় শ্রদ্ধাহীনকে বিবিধ দুঃখ অপমান ও লাঞ্ছনাদি কষ্ট ভোগ করতে হয়।

বীজ-শাখা প্রাশাখা অনুশাখা পত্র পল্লব ফুল ও ফলাদির বৃদ্ধি ও বিপুলতার মূল বীজ। সর্বপ প্রমাণ বীজ হতে বিরাট বটবৃক্ষ উৎপন্ন হয়ে অসংখ্য ফল প্রদান করে। শ্রদ্ধা সর্ববিধ কুশলের বীজ সদৃশ্য। শ্রদ্ধাকে অবলম্বন করেই লৌকিক লোকোত্তর সকল প্রকার সুখ-সম্পদ লাভ হয়ে থাকে। বীজহীন কৃষক উত্তম উর্বর ক্ষেত্রের অধিকারী হয়েও যেমন ফসলের অধিকারী হতে পারে না তেমন শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি দান-শীল-ভাবনাময় পুণ্যার্জনের উত্তম সুযোগ পেয়েও পুণ্যকর্ম করতে অক্ষম হয়ে লৌকিক-লোকোত্তর সুখের অধিকার হতে বঞ্চিত হয়।

‘সদ্ধা বন্ধতি পাথেয়াং’-শক্তিমান ব্যক্তি বিবিধ কর্মের মাধ্যমে পাথেয় (অর্থ) সংগ্রহ করে বিমানাদির সাহায্যে সুদূর স্থানেও যেমন সুখে শীঘ্র যেতে পারে, তেমন শ্রদ্ধাবলে বলীয়ান ব্যক্তি নানা কুশলকর্ম সম্পাদন দ্বারা পুণ্যপাথেয় সংগ্রহ করে সুখময় দেব-ব্রহ্মলোকে এমন কি পরম শান্তি নির্বাণেও অনায়াসে গমন করতে পারেন।

‘সদ্ধায় তরতি ওঘং’-শ্রদ্ধার দ্বারা সংসার স্রোতকে অতিক্রম করা যায়। ষ্টীমারকে অবলম্বন করে যেমন নিরাপদে সাগরের পরপাড়ে যাওয়া যায়, তেমন শ্রদ্ধারূপ অর্ণবপোতকে আশ্রয় করে দুঃখময় ভব-সাগর নির্বিঘ্নে অতিক্রম করে শান্তিপূরে গমন করা যায়।

শ্রদ্ধার তিনটি স্তর ; শ্রদ্ধা শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ও শ্রদ্ধাবল। এরা ক্রম বলবতর। প্রজার উপর রাজার আধিপত্য করার ন্যায় শ্রদ্ধা যখন অন্যান্য চিত্তবৃত্তির উপর আধিপত্য করে তখন শ্রদ্ধেন্দ্রিয় এবং প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝায় হিমালয়ের স্থির থাকার ন্যায় সকল প্রকার বিরুদ্ধ পরিবেশেও শ্রদ্ধা যখন অটল অচল থাকে তখন শ্রদ্ধাবল। শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ও শ্রদ্ধাবল বোধিপক্ষীয় (বোধি-উপাদক) ধর্ম।

সতিবেপুল্লং অধিগচ্ছতি-স্মৃতির বিপুলতা লাভ হয়। স্মৃতি অর্থ স্মরণ শক্তি। চিরকৃত চিরভাষিত স্মরণ করে বলে স্মৃতি। অকুশল বিষয় স্মরণ করা মিথ্যাস্মৃতি, তা পাপবর্ধক ; অতএব বর্জনীয়। এখানে সম্যক স্মৃতির বিষয়ই বলা হয়েছে। বৌদ্ধশাস্ত্রে সম্যক স্মৃতির প্রশংসা সব চেয়ে বেশী। অতি প্রয়োজনীয় বলে সাঁইত্রিশ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্মের মধ্যে স্মৃতিকে আটবার গ্রহণ করা হয়েছে। সর্বার্থ-সাধক’ বলে বুদ্ধ স্মৃতিকে

প্রশংসা করেছেন। স্মৃতির অপর নাম অপ্রমাদ। ধর্মপদের অপ্রমাদবর্গে তেরটি গাথায় অপ্রমাদের গুণবর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম গাথায় বলা হয়েছে অপ্রমাদ অমৃতের এবং প্রমাদ মৃত্যুর পথ। অপ্রমত্ত অমর এবং প্রমত্ত জীবিত থেকেও মৃত।’

সংযুক্ত নিকায়ের অপ্রমাদসূত্রে বলা হয়েছে—হস্তিপদচিহ্ন বৃহত্তম বলে যেমন সর্বপ্রাণীর পদচিহ্ন তার মধ্যে ডুবে যায় তেমন অপ্রমাদ সর্বশ্রেষ্ঠ কুশলধর্ম বলে সকল কুশলধর্ম তার মধ্যে লীন হয়ে যায়।

“আয়ুং আরোগিয়ং বপ্নং সগগ্ং উচ্চকুলীনতং
রতিয়ো পথয়ন্তেন উলারা অপরাপরা
অপ্লমাদং পসংসন্তি পুণ্ণকিরিয়াসু পণ্ডিতা।
অপ্লমাত্তো উভো অথে অধিগণ্ হাতি মানবো
দিট্ঠেব ধম্মে যো অথো যো চ’থো সম্পরায়িকো
অথাভিসময়া ধীরো পণ্ডিতো’তি পবুচ্ছতি।”

—ইহ-পরলোকে দীর্ঘায়ু আরোগ্য সুবর্ণ স্বর্গ ও উচ্চকুলীনতাদি জনিত উত্তম সুখকামীর পক্ষে পুণ্যকর্মে অপ্রমাদকেই পণ্ডিতগণ প্রশংসা করেন। অপ্রমত্ত ব্যক্তি উভয় লোকের মঙ্গল সম্পাদন করতে সক্ষম হন। ইহ-পরলোকের মঙ্গল বুঝতে সমর্থ ব্যক্তিকেই পণ্ডিত বলা হয়।

পঁয়তাল্লিশ বৎসর দেব-মানবকে দেখিতধর্ম ভগবান পরিনির্বাণ সময়ে এক ‘অপ্রমাদ’ শব্দের অন্তর্গত করে ভিক্ষুদের উপদেশ দেন—“ভিক্ষুগণ, সংস্কার ধর্ম সমূহ বিনাশশীল অপ্রমত্ত হয়ে কর্তব্য সম্পাদন কর।”

পুণ্ণকবেপুল্লং অধিগচ্ছতি—পুণ্যের বিপুলতা লাভ হয়।

“পূজারহে পূজয়তো বুদ্ধে যদি বাসাবকে
পপঞ্চ-সমতিক্রান্তে তিন্মসোকপরিদবে ;
তে তাদিসে পূজয়তো নিব্বুতে অকুতোভয়ে
ন সঙ্কা পুণ্ণকং সংখাতুং ইমেত্তমপি কেনচি।”^১

—প্রপঞ্চ (তৃষ্ণা-দৃষ্টি-মান) অতিক্রান্ত, শোক-পরিতাপ ভয়মুক্ত ও নির্বাণ প্রাপ্ত পূজনীয় বুদ্ধকে বা তাঁর শ্রাবককে যাঁরা পূজা করেন, তাঁদের পুণ্যের পরিমাণ কেউ করতে সক্ষম হয় না।

অবনতি ও দুঃখে হেতু ; পক্ষান্তরে কল্যাণমিত্র সর্ব উন্নতি ও সুখের মূল । বুদ্ধ হতে শ্রেষ্ঠ কল্যাণমিত্র জগতে বিদ্যমান নেই । বুদ্ধানুস্মৃতি ভাবনাকারী বুদ্ধের সঙ্গে নিত্য বাসের সুখ অনুভব করেন ।

বীতিক্রমিতব.....পচ্চু পটঠাতি-মানবের উন্নতি ও সুখের জন্য পুণ্য কর্ম সম্পাদনে অলজ্জা এবং অভয় যেমন মহাশক্তি, তেমন পাপকর্ম হতে আত্মরক্ষার ব্যাপারে শীলের ভিত্তি বলে লজ্জা ও ভয় মহাবল । বুদ্ধ বলেছেন-পাপকর্মে লজ্জা ও ভয় এ দুটি শুভ ধর্ম জগতকে রক্ষা করছে । যদি কখনও শীল লঙ্ঘন করবার ক্ষেত্র উপস্থিত হয়, বুদ্ধকে সম্মুখে দেখার মত এ ভাবনাকারীর তীব্র লজ্জা-ভয় উৎপন্ন হয় । তদ্ব্যতীত তিনি শীল ভঙ্গ করতে পারেন না ।

বুদ্ধানুস্মৃতিয়া.....পূজারহো হোতি-বুদ্ধের ধাতু ও প্রতিমাদির প্রতিষ্ঠা হেতু চৈত্যঘর যেমন পূজ্য হয়, নিত্য বুদ্ধ-গুণ চিন্তায় এ ভাবনাকারীর দেহও তেমন পূজনীয় হয় ।

বুদ্ধভূমিং চিত্তং নমতি-বুদ্ধভূমির প্রতি তাঁর চিত্ত নমিত হয় । প্রবাদে বলে-‘তেলাপোকা মণিপোকাকে নিত্য ধ্যান করতে করতে মণিপোকা হয়ে যায় ।’ নিত্য বুদ্ধগুণ স্মরণে সাধকের চিত্ত বুদ্ধগুণে ভরপুর হয় এবং এমন মহৎ হয় যে সকল দুঃখকে অগ্রাহ্য করে জগতের হিতার্থে বুদ্ধ হবার জন্যও ইচ্ছা জাগ্রত হয় ।

উত্তরিং.....সুগতিপরায়নো হোতি-যদি তিনি সমাপত্তি বা আর্যত্ব লাভ করতে অক্ষম হন, মৃত্যুর পর মহাপ্রভাব সম্পন্ন দেবতা বা মানব হয়ে উৎপন্ন হন ।

মহাসমুদ্রের অনন্ত জলরাশির তুলনায় তৃণাশ্রের শিশির-বিন্দু যেমন নগণ্য, বুদ্ধগুণ-স্মরণের অপ্রমেয় ফলের তুলনায় এখানে প্রকাশিত ফলও তেমন অকিঞ্চিৎকর ।

“এবং অচিন্তিয়ো বুদ্ধো বুদ্ধধম্মো অচিন্তিয়ো
অচিন্তিয়েসু পসন্নানং বিপাকো হোতি অচিন্তিয়ো ।”

বন্দনার ফল

ব্রহ্মদেশের বিখ্যাত পণ্ডিত লেডি সেয়াডের ‘পরমখদীপনী’ হতে গৃহীত প্রযোজনীয় অংশ-রত্নত্রয়ের গুণকে অবলম্বন করে উৎপন্ন কুশলচিহ্নে

১. এক অক্ষিনিমীলন-ক্ষণে বহু কোটিলক্ষ চিত্তক্ষণ উৎপন্ন হয়-অভিধর্ম ।

প্রণামই ত্রিরত্ন বন্দনা ।

এই বন্দনায় যে বিপুল কুশল চেতনা বা পুণ্য-সম্পদ উৎপন্ন হয় তা অনুপাদিশেষ পরিনির্বাণ লাভ পর্যন্ত অন্তরায় বিনাশাদি অপ্রমেয় মঙ্গল সংসাধন করে থাকে । তজ্জন্য বলা হয়েছে—

“তে তাদিসে পূজয়তো নিব্বুতে অকুতোভয়ে
ন সন্ধা পুঞ্ঞং সংখাতুং যমেথমপি কেনচি ।”

সে-পূজায় যে পুণ্য হয় তা কোন নর-দেব-ব্রহ্মা প্রমাণ করতে পারে না ।

টীকাচার্যগণ বন্দনার বিপাক বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করলেও অর্থকথাচার্যগণ লেখার প্রারম্ভে ত্রিরত্ন বন্দনা করে বিশেষতঃ রোগাদি বিবিধ অন্তরায় বিনাশই ইচ্ছা করেন ।

ত্রিরত্ন বন্দনায় কিরূপে অন্তরায় বিনাশ হয় ? বন্দনার সময় প্রত্যেক চিন্তাবীথিতে সাত বার করে বহু লক্ষ-কোটি চেতনা^১ বা কুশল কর্ম সম্পাদিত হয়ে মহাপুণ্য প্রবাহ প্রবর্তিত হয় । তাও অনুত্তর পুণ্য ক্ষেত্র ত্রিরত্নকে অবলম্বন করে প্রবর্তন হেতু এবং বন্দনাকারীর শ্রদ্ধা-প্রজ্ঞাদি গুণানুসারে মহাপ্রভাবসম্পন্ন ও মহামঙ্গলদায়ক হয়ে থাকে । আলোক প্রভাবে অন্ধকার অপনোদিত হওয়ার ন্যায় সেই পুণ্যপ্রভাবে রোগাদি যাবতীয় অন্তরায় বিদূরীত হয় এবং তা বন্দনাকারীর জন্মসময়ে লব্ধ জনক কর্মকে শক্তিশালী করে বলে তার আয়ু বর্ণ সুখ ও বল বর্ধিত হয় । তাই বলা হয়েছে—

“অভিবাদন-সীলিস্‌স নিচ্চং বুড়্‌তাপচায়িনো
চত্তারো ধম্মা বড়্‌তন্তি আয়ু বণ্ণং সুখং বলং ।”

—নিত্য বৃদ্ধসেবক অভিবাদনশীল ব্যক্তির আয়ু বর্ণ সুখ ও বল এ চার ধর্ম বর্ধিত হয় ।

ত্রিরত্নের এক এক গুণ স্মরণ করে বন্দনায় যে পুণ্যসম্পদ লাভ হয়, সে-পুণ্যও অন্তরায় বিনাশ করতে সক্ষম । কিন্তু প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি অপ্রমেয় গুণসম্পন্ন ত্রিরত্নের স্বল্প গুণ ব্যাখ্যায় তৃপ্ত হতে পারেন না । বিশেষতঃ তাঁরা কেবল অন্তরায় বিনাশ ইচ্ছা করেন না । ইহা কর্মস্থান ভাবনার আলম্বন বলে বন্দনার সময় চিত্ত ‘ক্ষণিক সমাধিতে সমাহিত হয় এবং পঞ্চগীবরণ অপনোদিত হয়ে প্রজ্ঞা তীক্ষ্ণ হয় ।

বন্দনাকে উপাসনাও বলা হয় । ভিক্ষু ধর্মবিহারী তাঁর ‘বিদর্শন

ভাবনা' নামক পুস্তকে লিখেছেন—

“উপাসনার সময় মনোবৃত্তিকে এমনভাবে গঠন করতে হয়, প্রত্যেকটি শব্দের সহিত মনের সংযোগ থাকে। যেন প্রত্যেকটি শব্দের অর্থ গ্রহণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হয়। সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিলে মন দিয়া তাহা পূর্ণ করিয়া লইতে হয়। নিজ নিজ ধর্ম-বিশ্বাস ও ভাবের অনুকূল অর্থ গ্রহণ করিয়া নিবিষ্ট মনে তাহার রস সম্ভোগ করিতে হয়। নিজের অর্থবোধে কোন সংশয় থাকিলে কল্যাণমিত্রের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া সংশয় অপনোদন করিতে হয়।

যে উপাসনায় নীচ প্রবৃত্তিগুলি ধুইয়া মুছিয়া দূর হইয়া যায়, সকল পাপের মলিনতা, সকল কলুষ-কালিমা ত্রিরন্তের গুণপ্রবাহের তরঙ্গাভিঘাতে অতলে তলাইয়া যায়—তাহাই যথার্থ উপাসনা। যে উপাসনা ধর্ম ও কর্মের সাধনায় প্রেরণা প্রদান করে, স্বার্থান্ধ নয়নে দিব্য দৃষ্টি ফুটাইয়া দেয়, সংকীর্ণ হৃদয়কে প্রশস্ত করে, সংকুচিত বক্ষকে উদার ও প্রশস্ত করে, বিদেষ-জর্জর চিত্তে মৈত্রী বর্ষণ করে এবং ঈর্ষান্ধ অক্ষিপল্লবে অশ্রু সিঞ্চন করে, তাহাই যথার্থ গুণানুস্মরণ—তাহাই প্রকৃত উপাসনা। এই গুণানুস্মরণে মনের সহিত প্রাণের যোগভ্রষ্ট হয় না, ভাবের সহিত ভাষার বিচ্ছেদ রচিত হয় না, সুরের সহিত চিত্তপ্রশান্তির বিরোধ থাকে না এবং আবৃত্তির সহিত রসান্বাদনের ভেদ ঘুচিয়া যায়—ইহাই প্রকৃত উপাসনা। যে-গুণানুস্মরণে উপাসকের হৃদয়-গুহায় গুণীর মিলন ঘটে, উপাসক গুণের মধ্যে ডুবিয়া থাকে, সেই পরম রসাদ্র প্রাণ-মনোহারী রত্নত্রয়ের গুণে নিজেকে বিকাইয়া দিতে পারিলেই উপাসনা সফল হয়।”

বুদ্ধগুণ চিন্তায় ও ত্রিরত্ন বন্দনায় ত্রিরত্নের প্রতি অচল শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয় এবং চিত্ত নীবরণমুক্ত ও পবিত্র হয়। তখন ত্রিরত্নের যে কোন একটির স্মরণে বা গুণকীর্তনে প্রবল প্রীতি সুখ উৎপন্ন হয়। তাই বলা হয়েছে—

“বুদ্ধো’তি কিত্তয়ন্তস্ যস্ কায়ে ভবতি পীতি
বরমেব হি সা পীতি কসিনেন জম্বুদীপস্ ।”

—বুদ্ধ বলতে যার কায়ে প্রীতি-সুখ উৎপন্ন হয়, তা জম্বুদীপে রাজত্বের প্রীতি-সুখ হতে শ্রেষ্ঠ। তেমন ব্যক্তির সেই প্রীতি-সুখ সৌমেনস্য ও জ্ঞানযুক্ত স্বতঃস্ফূর্ত চিত্তে অর্থাৎ কামলৌকিক সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্তে জাত প্রীতি-সুখ। সে-চিত্ত বা কর্মপ্রভাবে ষষ্ঠ স্বর্গেও উৎপন্ন হওয়া যায়। স্বর্গসুখের তুলনায় মনুষ্যালোকের চক্রবর্তী রাজত্ব সুখও অতি নিকৃষ্ট। তেমন ব্যক্তির বহু কল্পেও

নরক গমন হয় না। যেমন বলা হয়েছে—

“বুদ্ধে চিত্তপ্রসাদেন ধম্মে সংঘে চ যো নরো
কল্পানি সতসহস্রানি দুগ্গতিং সো ন গচ্ছতি।”

—বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘের প্রতি চিত্তপ্রসাদ (শ্রদ্ধা) উৎপাদনকারী শত
সহস্র কল্পেও নরকে গমন করে না।

তেমন ব্যক্তি সর্বদাই দেবগণ কর্তৃক রক্ষিত হন।

“যোপ চ বুদ্ধঞ্চ ধম্মঞ্চ সংঘঞ্চ সরণং গতো ;
রকথন্তি তং সদা দেবা সমুদে বা থলে পি বা।”

—যিনি বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘের শরণাগত, দেবগণ তাঁকে জলে স্থলে
সর্বদাই রক্ষা করে থাকেন।

পরিশিষ্ট ক

অগ্রপ্রসাদ সূত্র

ভিক্ষুগণ, চারটি অগ্রপ্রসাদ। যেমন ভিক্ষুগণ, বিশ্বে অপদী দ্বিপদী
চতুষ্পদী বহুপদী রূপী অরূপী সংজ্ঞী অসংজ্ঞী এবং নৈবসংজ্ঞী-নাসংজ্ঞী
যত-সত্ত্ব আছে তন্মধ্যে তথাগত অর্হৎ সম্যক-সম্বুদ্ধই অগ্র বলে কথিত।
ভিক্ষুগণ, যারা বুদ্ধের প্রতি প্রসন্ন (শ্রদ্ধা সম্পন্ন) তারা অগ্রের প্রতি প্রসন্ন ;
অগ্রের প্রতি প্রসন্নদের অগ্র বিপাক হয়।

ভিক্ষুগণ, সংস্কৃত ও অসংস্কৃত যত ধর্ম আছে তন্মধ্যে ‘বিরাগ’ই
অগ্র বলে কথিত, যা মদনির্মদন পিপাসাবিনাশন আসক্তিসমুৎঘাটন
বর্তোপচ্ছেদ তৃষ্ণাক্ষয় নিরোধ ও নির্বাণ। ভিক্ষুগণ, যারা বিরাগ-ধর্মে প্রসন্ন
তারা অগ্রের প্রতি প্রসন্ন। অগ্রের প্রতি প্রসন্নদের অগ্র বিপাক হয়ে থাকে।

ভিক্ষুগণ, সংস্কৃত ধর্মের মধ্যে অষ্টাঙ্গিক আর্যমার্গই অগ্র। তা যেমন
সম্যকদৃষ্টি সম্যকসংকল্প সম্যকবাক্য সম্যককর্ম সম্যকজীবিকা সম্যক প্রচেষ্টা
সম্যকস্মৃতি ও সম্যকসমাধি। ভিক্ষুগণ, যারা আর্যমার্গে প্রসন্ন, তারা অগ্রের
প্রতি প্রসন্ন। অগ্রের প্রতি প্রসন্নদের অগ্র বিপাক হয়ে থাকে।

তথাগত-দেশিত ধর্ম-বিনয়ে অধিশীল অধিচিত্ত ও অধিপ্রজ্ঞা শিক্ষা করে, তার সে-শিক্ষা সমুদয় শিক্ষা হতে শ্রেষ্ঠ। উহা সত্ত্বদের বিশুদ্ধি.....নির্বাণে নিয়ে যায়।

পরিচর্যানুত্তর

ভিক্ষুগণ, জগতে কেহ কেহ ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ গৃহপতি ছোট বড় অন্য ব্যক্তি এবং মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ও ভুলপথগামী শ্রমণ ব্রাহ্মণের পরিচর্যা করে। এ সব পরিচর্যা আছে, নেই বলছি না। উহারা হীন..... নির্বাণে নিয়ে যায় না।

ভিক্ষুগণ, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাময় প্রাণে.....অতি আনন্দের সহিত তথাগতকে বা তথাগত শ্রাবককে পরিচর্যা করে, তার সে পরিচর্যা সর্বপরিচর্যা হতে শ্রেষ্ঠ। উহা সত্ত্বদের বিশুদ্ধি.....নির্বাণ সাক্ষাতের বিশেষ সহায়। একে বলা হয় পরিচর্যানুত্তর।

অনুস্মৃতি-অনুত্তর

ভিক্ষুগণ, জগতে কেহ কেহ স্ত্রী পুত্র ধন ছোট বড় অন্য বস্তু এবং মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ও ভুলপথগামী শ্রমণ ব্রাহ্মণকে অনুস্মরণ (পুনঃ পুনঃ স্মরণ) করে। এসব অনুস্মৃতি আছে, নেই বলছি না। উহারা হীন.....নির্বাণে নিয়ে যায় না।

ভিক্ষুগণ, যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাময় প্রাণে....অতি আনন্দের সহিত তথাগতকে বা তথাগত-শ্রাবককে অনুস্মরণ করে, তার সেই অনুস্মৃতি সর্ব অনুস্মৃতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। উহা সত্ত্বদের বিশুদ্ধি.....নির্বাণ সাক্ষাতের বিশেষ সহায়। একে বলা হয় অনুস্মৃতি-অনুত্তর।

সম্প্রসাদনীয় সূত্র

(সংক্ষিপ্ত)

এক সময় ভগবান নালন্দার পার্শ্ববর্তী আশ্রমে অবস্থান করছিলেন। ধর্মসেনাপতি শারীপুত্র স্থবির সায়াহ্ন কালে ভগবানের নিকট উপস্থিত হন এবং বন্দনা করে যোগ্য আসনে উপবেশন করেন। তিনি ভগবানকে

বললেন—“আমি ভগবানের প্রতি এমন প্রসন্ন (শ্রদ্ধাসম্পন্ন) যে সম্বোধিতে ভগবান হতে শ্রেষ্ঠ কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ অতীতেও ছিলেন না, ভবিষ্যতেও হবেন না এবং বর্তমানেও নেই।”

“শারীপুত্র, তুমি যে উদার নির্ভীক সিংহনাদ করছ, তুমি কি অতীত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সম্যক সম্বুদ্ধদের শীলাদি সর্বগুণ অবগত আছ?”

“না ভাস্তে। আমি ভগবানের নিকট শুনে এবং প্রত্যক্ষ জ্ঞানে বুঝেছি যে ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ, ধর্ম স্বাখ্যাত এবং সংঘ সুপ্রতিপন্ন; সকল সম্যক সম্বুদ্ধ প্রজ্জালাভের অন্তরায়কারী পঞ্চ নীবরণ বর্জন করে সপ্ত সম্বোধ্যঙ্গ যথাযথ ভাবনা করে অনুত্তর সম্যক সম্বোধি সাক্ষাৎ করেছেন।”

১. কুশলধর্ম

ভগবান চার স্মৃত্যুপস্থান, চার সম্যক প্রধান (প্রচেষ্টা), চার ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ বল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ এবং অষ্টাঙ্গিক আর্যমার্গ কুশলধর্মসমূহ দেশনা করেছেন। যে-কোন ভিক্ষু এ ধর্মসমূহ আচরণ করেন তিনি এজীবনেই সর্বাসব ক্ষয় করে চিত্ত-বিমুক্তি ও প্রজ্ঞা-বিমুক্তি অভিজ্ঞায় স্বয়ং সাক্ষাৎ করতে সক্ষম হন। ভগবান কুশল ধর্মদেশনায় সর্বশ্রেষ্ঠ।

২. আয়তন প্রজ্ঞাপ্তি

চক্ষু ও রূপ, শ্রোত্র ও শব্দ, ঘ্রান ও গন্ধ, জিহ্বা ও রস, কায় ও স্পৃশ্য এবং মন ও ভাব এই আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক আয়তন বিষয়ে ভগবান ধর্মদেশনা করেছেন। ভগবানের এ দেশনা যথাযথ। এ বিষয়ে ভগবান সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

৩. গর্ভাবতরণ

ভগবান চতুর্বিধ গর্ভাবতরণ বিষয়ে ধর্মদেশনা করেছেন। যেমন ১. কেহ কেহ অজ্ঞানে মাতৃ গর্ভে প্রবেশ করে, অজ্ঞানে স্থিত হয় এবং অজ্ঞানে ভূমিষ্ট হয়। ২. কেহ কেহ সজ্ঞানে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে, অজ্ঞানে স্থিত হয় ও অজ্ঞানে ভূমিষ্ট হয়। ৩. কেহ কেহ সজ্ঞানে মাতৃগর্ভে প্রবেশ

করে ও সজ্ঞানে স্থিত হয় কিন্তু অজ্ঞানে ভূমিষ্ট হয়। ৪. কেহ কেহ সজ্ঞানে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে, সজ্ঞানে স্থিত হয় ও সজ্ঞানে ভূমিষ্ট হয়। ভগবানের এ ধর্মদেশনা যথাযথ। ভগবান এ বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী।

৪. নির্দেশ বিধি

ভগবান চতুর্বিধ নির্দেশ বিধি বিষয়ে ধর্মদেশনা করেছেন। যেমন-১. কেহ নিমিত্ত দেখে নির্দেশ করে তোমার মন এরূপ, তুমি এবিষয়ে চিন্তা করছ।' সে বহু বললেও ঠিক হয়, বেঠিক হয় না। ২. কেহ মানুষ, অমানুষ বা দেবতার শব্দ শুনে নির্দেশ করে 'তোমার মন....বেঠিক হয় না।' ৩. কেহ বিতর্ক ও বিচার দ্বারা নির্দেশ করে 'তোমার মন....বেঠিক হয় না।' ৪. কেহ অবিতর্ক-অবিচার সমাধি লাভ করে নির্দেশ করে তোমার মন এরূপ, তুমি এ বিষয় চিন্তা করছ, সে বহু বললেও ঠিক ঠিক হয়, বেঠিক হয় না। নির্দেশ বিধি বিষয়ে ভগবান সর্বজ্ঞ।

৫. দর্শন সমাপত্তি

ভগবান চতুর্বিধ দর্শন-সমাপত্তি দেশনা করেছেন : যেমন-১. কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ প্রবল উৎসাহ তৎপরতা সতর্কতা ও সম্যক মনোযোগের সহিত এই কায়ার কেশ, লোমাদি অশুটিকে অবলম্বন করে চিত্তকে সমাহিত করেন। ২. অপর কেহ কায়ার চর্ম মাংস রক্ত বাদ দিয়ে অস্থিকে অবলম্বন করে চিত্তকে সমাহিত করেন। ৩. অপর কেহ অস্থি-সমাধি লাভ করে মানুষের ইহ-পরলোকের অচ্ছিন্ন বিজ্ঞান-স্রোত জ্ঞাত হন। ৪. অপর কেহ উক্ত ত্রিবিধ সমাধি লাভ করেন। ভগবান এ বিষয় নিঃশেষে অবগত আছেন।

৬. পুদগল প্রজ্ঞাপ্তি

ভগবান সপ্তবিধ পুদগল প্রজ্ঞাপ্তি দেশনা করেছেন। যেমন-১. উভয়ভাগ বিমুক্ত ২. প্রজ্ঞাবিমুক্ত ৩. কায়সাক্ষী ৪. দৃষ্টিপ্রাপ্ত ৫. শ্রদ্ধাবিমুক্ত ৬. ধর্মানুসারী ও ৭. শ্রদ্ধানুসারী। ভগবান এ বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

৭. প্রধান (প্রচেষ্টা)

ভগবান সপ্ত সম্বোধ্যঙ্গ বিষয়ে ধর্মদেশনা করেছেন। যেমন-১. স্মৃতি ২. ধর্মবিচার ৩. বীর্য ৪. প্রীতি ৫. প্রশান্তি ৬. সমাধি ৭. উপেক্ষা। যে কোন ভিক্ষু অপ্রমত্ত চেষ্টার দ্বারা এই সম্বোধ্যঙ্গ উৎপন্ন ও বর্ধন করে সম্বোধি সাক্ষাৎ করতে পারেন। ভগবান এ বিষয়ে নিঃশেষে অবগত আছেন।

৮. প্রতিপদা

ভগবান চতুর্বিধ প্রতিপদা সম্বন্ধে দেশনা করেছেন। যেমন-১. দুঃখ-প্রতিপদা মন্দাভিজ্ঞা ২. দুঃখ প্রতিপদা ক্ষিপ্ৰাভিজ্ঞা ৩. সুখপ্রতিপদা মন্দাভিজ্ঞা, ৪. সুখপ্রতিপদা ক্ষিপ্ৰাভিজ্ঞা। তন্মধ্যে প্রথমটা উভয়পক্ষে হীন, দ্বিতীয়টা প্রতিপদা দুঃখময় বলে হীন, তৃতীয়টা অভিজ্ঞা মন্দ বলে হীন এবং চতুর্থটা উভয় পক্ষেই উত্তম। ভগবান এ বিষয় সম্যকরূপে জানেন।

৯. বাক্য-শীলাচার

ভগবান বাক্য বিষয়ে ধর্মদেশনা করেছেন। জগতে সৎপুরুষেরা মিথ্যা ভেদ এবং জয়কামী হয়ে উদ্ধতবাক্য না বলে জ্ঞানপূর্বক বিচার করে গ্রহণযোগ্য বাক্য যথা সময়ে বলেন।

ভগবান শীলাচার সম্বন্ধে ধর্মদেশনা করেছেন। জগতে কেহ কেহ শ্রদ্ধাবন ও সত্যবান হন। তাঁরা কুহক লপক নৈমিত্তিক নিষ্পেষক এবং লাভের দ্বারা লাভাকাজী হন না। তাঁরা ইন্দ্রিয়সংযমী ভোজনে মাত্রাজ্ঞ সমকারী জাগরণশীল তন্দ্রাহীন প্রবল উৎসাহী ধ্যানী কল্যাণবুদ্ধিযুক্ত স্মৃতিমান মতিমান ধৈর্যশীল লোভনীয় গতিযুক্ত কামে অনাসক্ত ও সম্প্রজ্ঞানী হন। ভগবান এ বিষয়ে যথাযথ জ্ঞানী।

১০. অনুশাসন-বিধি ও পরবিমুক্তিজ্ঞান

ভগবান চতুর্বিধ অনুশাসন-বিধি ও পরবিমুক্তিজ্ঞান দেশনা করেছেন।

১. মৎপ্রণীত 'অমৃতের সন্ধানে'র পরিশিষ্ট অথবা 'পুদাল প্রজ্ঞপ্তি' পুস্তক হতে জ্ঞাতব্য।

১. ভগবান প্রত্যক্ষ জানেন এ ব্যক্তি ভগবানের উপদেশানুসারে চললে তিন সংযোজন ক্ষয় করে ও অপায়গতি রুদ্ধ করে নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ স্রোতাপন্ন হবে।
২. অপর ব্যক্তি তিন সংযোজন ক্ষয় করে রাগ-দ্বेष-মোহের দুর্বলতাহেতু সকৃদাগামী হবে; এ কামলোকে এক বার মাত্র এসে দুঃখের অন্তসাধন করবে।
৩. অন্য ব্যক্তি পঞ্চ অধঃভাগীয় সংযোজন ক্ষয় করে ব্রহ্মলোকবাসী হবে এবং তথায়ই পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হবে।
৪. অন্যজন এ জীবনেই স্ব-অভিজ্ঞায় চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি লাভ করে আসবক্ষয়ে অনাসব হয়ে বিহার করবে।

১১. শাস্ত্রতবাদ

ভগবান ত্রিবিধ শাস্ত্রতবাদ দেশনা করেছেন।

১. জগতে কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ প্রবল উৎসাহ তৎপরতা সতর্কতা ও সম্যক মনোযোগের দ্বারা তেমন সমাধি লাভ করেন, যার প্রভাবে তিনি পর পর বহু লক্ষ অতীত জন্মের বিষয় জানতে পারেন। তিনি বলেন-আমি জানি অতীতে জগতের উৎপত্তি ও বিনাশ হয়েছিল, ভবিষ্যতেও তেমন হবে। এই আত্মা ও জগত শাস্ত্রত বন্ধ্য কূটস্থ ও চিরস্থির। সত্ত্বগণ চিরশাস্ত্রতরূপে বিরাজমান। তারা উৎপন্ন ও চ্যুত হয়ে সন্ধান ও সঞ্চরণ করে মাত্র।
২. দ্বিতীয় শাস্ত্রতবাদী দশ সংবর্ত-বিবর্ত কল্প জানেন। তাঁরও সেই একই মত।
৩. তৃতীয় শাস্ত্রতবাদী চল্লিশ সংবর্ত-বিবর্ত কল্প জানেন। তাঁরও সেই একই মত।

১২. জাতিস্মরণজ্ঞান

ভগবান জাতিস্মরণজ্ঞান বিষয়ে ধর্মদেশনা করেছেন।

কোন শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ উক্তরূপে অতীত অনেক সংবর্ত-বিবর্ত কল্পের বিষয় স্মরণ করতে পারেন। আপন আয়ুর প্রমাণ করতে অক্ষম এমন জাতিস্মরণজ্ঞানী দেবতা রূপলোকে অরূপলোকে সংজ্ঞালোকে অসংজ্ঞালোকে ও নৈবসংজ্ঞা নাসংজ্ঞালোকে বিদ্যমান আছেন।

১৩. চ্যুতি-উৎপত্তিজ্ঞান

ভগবান সত্ত্বদের চ্যুতি-উৎপত্তিজ্ঞান বিষয়ে ধর্মদেশনা করেছেন। কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ তেমন সমাধি লাভ করেন যার প্রভাবে অতিমানবীয় বিশুদ্ধ চক্ষুদ্বারা হীন-প্রণীত সুবর্ণ-দুবর্ণ সুগত-দুর্গত সত্ত্বদের কর্মানুরূপ চ্যুতি-উৎপত্তি দেখতে পান। তারা দেখেন এসব সত্ত্ব কায়-বাক্য-মনো-দুচ্চারিত কর্ম সম্পাদন, আর্থনিন্দা, মিথ্যাদৃষ্টিযুক্ত ও তৎপ্রভাবিত কর্মসম্পাদন দ্বারা মৃত্যুর পর তির্যক-প্রেত-অসুর ও নরকে উৎপন্ন হয়েছে এবং অপর সত্ত্বগণ কায়-বাক্য-মনোসুচারিত কর্মসম্পাদন, আর্থপ্রশংসা, সম্যকদৃষ্টিযুক্ত ও তৎপ্রভাবিত কর্মসম্পাদন দ্বারা মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছেন।

১৪. ঋদ্ধি বিধি

ভগবান আর্য ও অনার্য এ দ্বিবিধ ঋদ্ধি, বিধি বিষয়ে ধর্মদেশনা করেছেন অনার্য ঋদ্ধি সাসব ও সোপধিক (দুঃখমূলক) এবং আর্যঋদ্ধি অনাসব ও অনোপধিক।

কোন কোন শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ তাদৃশ সমাধি লাভ করেন যার প্রভাবে তিনি অনেক প্রকার ঋদ্ধিশক্তি লাভ করেন। তিনি বহু হয়ে পুনঃ এক হতে পারেন, প্রাকার ও পর্বতাদির মধ্য দিয়ে অসংলগ্নভাবে গমনা-গমন করতে পারেন। জলের ন্যায় তিনি স্থলে ডুবতে ও উঠতে পারেন, স্থলের ন্যায় জলেও গমনাগমন করতে পারেন, পাখীর ন্যায় তিনি আকাশেও উড়ে বেড়াতে পারেন এবং মহাপ্রভাবসম্পন্ন চন্দ্র-সূর্যকেও স্বহস্তে স্পর্শ ও মর্দন করতে পারেন। এমন কি তিনি সশরীরে ব্রহ্মলোকেও উপস্থিত হতে পারেন। ইহা অনার্য-ঋদ্ধি।

ভক্ত, বুদ্ধশাসনে প্রব্রজিত ভিক্ষু ইচ্ছা করলে প্রতিকূলে অপ্রতিকূল, অপ্রতিকূলে প্রতিকূল, প্রতিকূলে ও অপ্রতিকূল প্রতিকূল, প্রতিকূলে ও অপ্রতিকূলে অপ্রতিকূলসংজ্ঞী হয়ে ; এমন কি প্রতিকূল ও অপ্রতিকূল উভয়কে বাদ দিয়ে উপেক্ষক স্মৃতিমান ও সম্প্রজ্ঞানী হয়ে বিহার করেন। ইহাই আর্যঋদ্ধি।

১৫. শাস্তার গুণবর্ণন

ভক্তে, প্রবল উৎসাহী শক্তিমান ও শ্রদ্ধাবান কুলপুত্রদ্বারা পুরুষশক্তিতে পুরুষবীর্যে পুরুষপরাক্রমে ও পুরুষধৈর্যে যা প্রাপ্তব্য ভগবান তা প্রাপ্ত হয়েছেন। ভগবান হীন গ্রাম্য প্রাকৃতজনসেব্য অনার্য ও অনর্থকর কামে যেমন আসক্ত নন, তেমন দুঃখপূর্ণ অনার্য এবং অনর্থক আত্মক্লেশেও নিযুক্ত নন। ভগবান এ জীবনে সুখময়ী চার ধ্যান বিনাকষ্টে অনায়াসে ইচ্ছানুযায়ী লাভ করেছেন।

অনুযোগ

ভক্তে, যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে—‘প্রিয় শারীপুত্র, অতীতে ভগবান হতে সম্বোধিতে শ্রেষ্ঠ কোনও শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ ছিলেন কি? ভবিষ্যতে হবেন কি? এবং বর্তমানে আছেন কি?’ প্রত্যুত্তরে আমি প্রতিবারই ‘না’ বলব।

যদি জিজ্ঞাসা করে—‘সম্বোধিতে ভগবানের সমান কোনও শ্রমণ বা ব্রাহ্মণ অতীতে ছিলেন কি? ভবিষ্যতে হবেন কি?’ প্রত্যুত্তরে আমি প্রতিবারই ‘হা’ বলব।

যদি জিজ্ঞাসা করে—‘কেন আপনি একক্ষেত্রে ‘হাঁ’ এবং অন্যক্ষেত্রে ‘না’ বলছেন?’ আমি বলব—‘আমি ভগবানের নিকট প্রত্যক্ষ শুনেই তা বলছি।’

‘ভক্তে উক্ত প্রশ্নের ঐরূপ উত্তর দিয়ে আমি ভগবদোক্ত বাণীই প্রকাশ করব ত? ভুল বলে ভগবানের দোষ দেব না ত?’

‘শারীপুত্র, তুমি উক্ত প্রশ্নের ঐরূপ উত্তর দিলে ঠিকই বলবে। তাতে ভগবানকে দোষ দেওয়া হবে না।’

আশ্চর্য-অদ্ভুত

আয়ুষ্মান মহাউদায়ি তা শুনে বলেন—‘তথাগতের অল্লেখ্য সন্তুষ্টি ও পাপবিনাশতা বড়ই আশ্চর্য-বড়ই অদ্ভুত। তথাগত এমন মহাঋদ্ধিমান এবং মহানুভব-সম্পন্ন হয়েও নিজেকে প্রকাশ করেন না। তীর্থিয় পরিব্রাজকগণ এদের একটিও লাভ করতে পারলে পতাকা উত্তোলন করে স্থানে স্থানে ঘুরে আত্মপ্রচার করত।’

‘উদায়ি তুমি সত্যই বলেছ।’

অতঃপর ভগবান আয়ুস্মান শারীপুত্রকে বলেন-শারীপুত্র, তুমি এ ধর্মবিষয় ভিক্ষু-ভিক্ষুণী ও উপাসক-উপাসিকা-সভায় দেশনা করবে। যদি তথাগতের প্রতি কারো সংশয় থাকে, তা শুনে উহা বিনাশ প্রাপ্ত হবে।

অর্থকথা

একদিন শারীপুত্র স্থবির সর্বকৃত্য সমাপন করে অপরাহ্ন বেলায় ভাবনায় বসেন। সময় নির্দিষ্ট করে তিনি অনুক্রমে অষ্ট সমাপত্তিতে বিহার করেন। সমাপত্তি হতে উঠে লক্ষাধিক এক অসংখ্য কল্প পূর্বে অনোমদশী বুদ্ধের নিকট অগ্রশ্রাবক হবার জন্য যে প্রার্থনা করেছিলেন, সে সময় হতে নিজের গুণ চিন্তা করতে আরম্ভ করেন। তাঁর অপ্রমেয় গুণ স্মরণে তাঁর চিন্তে বিপুল আনন্দ উৎপন্ন হয়। তৎপর বুদ্ধগুণ স্মরণ করবার তাঁর ইচ্ছা হয়।

তিনি অনুক্রমে স্মরণ করতে থাকেন বুদ্ধের শীল-সমাধি-প্রজ্ঞা, বিমুক্তি বিমুক্তি-জ্ঞানদর্শন, চার স্মৃতি-পস্থান, চার সম্যক প্রধান (প্রচেষ্টা)। চার ঋদ্ধিপাদ চার মার্গ, চার ফল, চার প্রতিসম্প্রদা, চার যোনিমূলক জ্ঞান, চার আৰ্যবংশ ; পঞ্চ প্রধানাঙ্গ, পঞ্চাঙ্গ সম্যক সমাধি, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ বল, পঞ্চ নিঃসরণ ধাতু ; ছয় সতত বিহার, ছয় অনুত্তর বিষয়, ছয় সারণীয় ধর্ম, ছয় অনুস্মৃতির কারণ, ছয় গৌরবতা, ছয় নির্বেদমূলক প্রজ্ঞা, ছয় অভিজ্ঞা, ছয় অসাধারণ জ্ঞান ; সপ্ত উন্নতিমূলক ধর্ম, সপ্ত আৰ্যধন, সপ্ত বোধাঙ্গ, সপ্ত সৎপুরুষ ধর্ম, সপ্ত নির্জর বিষয়, সপ্ত প্রজ্ঞা, সপ্ত দাক্ষিণ্যেয় পুদগল, সপ্ত ক্ষীণাসব বল ; অষ্ট প্রজ্ঞালাভ হেতু, অষ্ট সম্যকত্ব, অষ্ট লোক ধর্মাতিক্রম, অষ্ট আরম্ভ (উৎসাহ) ধাতু, অষ্ট অক্ষণ দেশনা, অষ্ট মহাপুরুষ-চিন্তা, অষ্ট অভিভায়তন, অষ্ট বিমোক্ষ ; নব জ্ঞানতঃ মনোযোগের মূল, নব পরিশুদ্ধি প্রধানীয় অঙ্গ, নব সত্ত্বাবাস দেশনা, নব আঘাত বিনয়ন (নমন), নব প্রজ্ঞা নব নানত্ব, নব অনুপূর্ববিহার ; দশ নাথকরণীয় ধর্ম, দশ কৃস্মায়তন, দশ কুশল কর্মপথ, দশ তথাগতবল, দশ সম্যকত্ব, দশ আৰ্যবাস, দশ অশৈক্ষ্য ধর্ম ; একাদশ মৈত্রীভাবনার ফল, দ্বাদশ ধর্মচক্রাকার, ত্রয়োদশ ধূতাঙ্গগুণ, চতুর্দশ বুদ্ধ জ্ঞান, পঞ্চদশ বিমুক্তি পরিপাক ধর্ম, ষোড়শবিধ আণাপানস্মৃতি, অষ্টাদশ বুদ্ধধর্ম, একোনবিংশতি প্রত্যবেক্ষণ-জ্ঞান, চতুশ্চত্বারিংশৎ জ্ঞানের বিষয়, পঞ্চাশোদ্ধ কুশলধর্ম, সপ্ত সপ্ততি জ্ঞানের বিষয়, চতুর্বিংশতি কোটি লক্ষ সমাপত্তি-সঞ্চরণ মহাবজ্রজ্ঞান, আদি তথাগতের গুণ। তৎপর সূত্রে উক্ত ষোল প্রকার অনুক্রমিক শ্রেষ্ঠ ধর্ম স্মরণ করতে থাকেন। তিনি অনন্ত বুদ্ধগুণে আত্মহারা হয়ে যান।

যাঁর জ্ঞান যত মহৎ তিনি তত মহৎভাবে বুদ্ধগুণকে শ্রদ্ধা করে থাকেন। প্রাকৃত মহাজন হতে একজন স্রোতাপন্ন বুদ্ধগুণকে অধিক শ্রদ্ধা করেন। স্রোতাপন্ন হতে শতগুণ বেশী সকৃদাগামী হতে সহস্রগুণ বেশী অনাগামী, অনাগামী হতে শত-সহস্রগুণ বেশী শ্রদ্ধা করেন অর্হৎ। অবশিষ্ট অর্হৎ হতে আশি মহাস্থবির, আশি মহাস্থবির হতে চার মহাস্থবির, চার মহাস্থবির হতে দুই অগ্রশ্রাবক, তাঁদের মধ্যে শারীপুত্র স্থবির এবং শারীপুত্র স্থবির হতে প্রত্যেক-বুদ্ধ বুদ্ধগুণকে মহৎভাবে শ্রদ্ধা করেন। চক্রবালকে সমতল করে চক্রবালব্যাপী প্রত্যেক বুদ্ধগণ পাশাপাশি বসে যদি বুদ্ধগুণ স্মরণ করেন, তাঁদের সকলের চেয়ে এক সর্বজ্ঞ সম্যক সম্মুখ বুদ্ধগুণকে মহৎভাবে শ্রদ্ধা করেন।

যেমন মহাজনসংঘ আপন আপন এক ব্যাম, দুই ব্যাম আদি চুরাশি হাজার ব্যাম রজ্জু নিয়ে মহাসমূদ্রের জল মাপতে গিয়ে প্রত্যেকে তাদের রজ্জু-প্রমাণ জল মহাসমূদ্রে আছে বলে ধারণা করে। মহাসমূদ্র কিন্তু চুরাশি হাজার যোজন গভীর ; তার জল অনন্ত অপ্রমেয়।

এক হতে নয় ব্যাম জল ধারণা করার ন্যায় প্রাকৃত মহাজনের বুদ্ধগুণের প্রতি শ্রদ্ধা। স্রোতাপন্নের শ্রদ্ধা দশ ব্যাম জলের ন্যায়, সকৃদাগামীর বিশ, অনাগামীর ত্রিশ, অর্হৎতের চল্লিশ, অশীতি মহাস্থবিরের পঞ্চাশ, চার মহাস্থবিরের শত, মহামৌদলায়নের সহস্র, ধর্মসেনাপতি শারীপুত্রের চুরাশী হাজার ব্যাম বুদ্ধগুণের প্রতি শ্রদ্ধা। যিনি চুরাশী হাজার ব্যাম মহাসমূদ্রের জল মাপতে পারেন, তিনি অনুমাণে জানতে পারেন যে মহাসমূদ্রের জল অনন্ত অপ্রমেয়। তেমন শারীপুত্র স্থবির অনুমাণে জানতে পারেন যে বুদ্ধগুণ অনন্ত অপ্রমেয়। তিনি বুদ্ধগুণ যা জানেন তার চেয়ে অজ্ঞাত এবং অনুমাণে গৃহীত বুদ্ধগুণ বহু বহু গুণ বেশী। যেমন চন্দ্রভাগা মহানদীর জলধারায় একটি সূচ ধারণ করলে সূচ্যাগ্রে স্পৃষ্ট জলধারা হতে অবশিষ্ট জল বেশী, যেমন নখ স্পৃষ্টে গৃহীত পংসু হতে পৃথিবীর মাটি বেশী, যেমন মহাসমূদ্রের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করলে অঙ্গুলি-অগ্রের জল হতে অবশিষ্ট জল বেশী, যেমন উড়ন্ত চাতক পক্ষী-গৃহীত আকাশ হতে অবশিষ্ট আকাশ বেশী তেমন শারীপুত্রের জ্ঞাত বুদ্ধগুণ হতে অজ্ঞাত বুদ্ধগুণ বেশী।

নিজের এবং বুদ্ধের গুণ স্মরণের দ্বারা যুগ্ম মহানদীর প্রবাহের মত তাঁর চিন্তে আনন্দ প্রবাহ প্রবাহিত হয়। তিনি তাঁর সুদীর্ঘ অতীত কালের প্রার্থনা এবং বর্তমান প্রব্রজ্যা সফল মনে করেন।

সাধারণতঃ প্রবল শোক ও আনন্দের আবেগে চিন্তা যখন চঞ্চল হয়, যোগ্য প্রিয় ব্যক্তির নিকট তা প্রকাশ করতে পালে শান্তি পাওয়া যায়। স্থবির চিন্তা করেন ‘আমার এ আনন্দবেগ কার নিকট প্রকাশ করব, কে তা

ধারণ করতে পারবেন।' তাঁর মনে হল চন্দ্রভাগা মহানদীর জলপ্রবাহ নালা খাল ছোট নদী উপনদী এবং শাখানদী আদি ধারণ করতে পারে না ; কিন্তু মহাসমুদ্র শত-সহস্র চন্দ্রভাগার জল ধারণ করলেও তার উণত্ব বা পূর্ণত্ব প্রতীয়মান হয় না। তেমন এক সম্যক সম্বুদ্ধ ব্যতীত নর-দেব ব্রহ্মলোকে এমন কেউ নেই যিনি আমার আনন্দবেগ ধারণ করতে সক্ষম ; সম্যক সম্বুদ্ধ আমার মত কোটি লক্ষ ব্যক্তির আনন্দ-প্রবাহ ধারণ করতে পারেন। এই হেতু তিনি ভগবানের নিকট গিয়ে তাঁর প্রীতি-সৌমনস্য নিবেদন করেন।

প্রাসাদিক সূত্র^১

(সংক্ষিপ্ত)

শাক্যদের আম্রবনে ভগবানের অবস্থান কালে নির্গৃস্থ নাথপুত্র পাবায় কালপ্রাপ্ত হন। তৎপর তাঁর শিষ্যদের মধ্যে তাদের ধর্ম-বিনয় নিয়ে বিবাদ আরম্ভ হয়। শারীপুত্র স্থবিরের কনিষ্ঠ ভাই চুন্দ স্থবির ভগবানের নিকট উপস্থিত হয়ে তা নিবেদন করেন।

২. অসম্যক সম্বুদ্ধ দেশিত ধর্ম-বিনয়

ভগবান চুন্দকে বলেন-অসম্যক সম্বুদ্ধদেশিত দূরখ্যাত অনিয়ামক অ-উপশমক ধর্ম-বিনয়ে এরূপই হয়। তেমন ধর্ম-বিনয় যে পালন করে তার ক্ষতি এবং যে পালন করে না তার লাভ। তেমন ধর্ম-বিনয় পালন করবার জন্য কেউ যদি অন্যকে উৎসাহিত করে এবং তাতে সে তা পালন করে তারা উভয়ই বহু অপুণ্য সঞ্চয় করে। তেমন শাস্তা, ধর্ম-বিনয় ও অনুগত শ্রাবক সবাই নিন্দনীয়।

৩. সম্যক সম্বুদ্ধ দেশিত ধর্ম-বিনয়

সম্যক সম্বুদ্ধদেশিত স্বাখ্যাত নিয়ামক উপশমক ধর্ম-বিনয় যে পালন করে না তার ক্ষতি এবং যে পালন করে তার লাভ। কেউ যদি তেমন ধর্ম-বিনয় পালনে অন্যকে উৎসাহিত করে এবং তাতে সে তা পালন করে তারা উভয়ে বহু পুণ্য সঞ্চয় করে। তেমন শাস্তা, ধর্মবিনয়

২. দীর্ঘ-নিকায়, পাথিক-বর্গ।

এবং অনুগত শ্রাবক প্রশংসনীয় ।

৪. অনুতাপানুতাপকারণ

জগতে যদি অর্হৎ সম্যক সমুদ্র উৎপন্ন হয়ে স্বাখ্যাত নিয়ামক উপশমক ধর্ম-বিনয় দেশনা করেন ; কিন্তু তাঁর শ্রাবকসংঘ তাতে অনভিজ্ঞ এবং পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য পালনে অক্ষম হন ; তা যদি দেব-মানবের নিকট অপ্রকাশিত থাকে ; এ অবস্থায় যদি শাস্তার অন্তর্ধান হয়, তা শ্রাবকদের অনুতাপের কারণ হয় । তাঁর শ্রাবকসংঘ সেই ধর্ম-বিনয়ে অভিজ্ঞ ও পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য পালনকারী হলে এবং তা দেব-মানবের মধ্যে সুপ্রকাশিত হলে শাস্তার অন্তর্ধানে শ্রাবকদের অনুতাপের কারণ হয় না ।

৫. ব্রহ্মচর্য

শাস্তা চিরপ্রবর্তিত ও বয়স্ক না হলে সে-বিষয়ে ব্রহ্মচর্য অপূর্ণ থাকে, তৎবিপরীতে পরিপূর্ণ হয় ।

শাস্তা চিরপ্রবর্তিত এবং বয়স্ক হলেও তাঁর স্থবির শ্রাবকগণ ব্যক্ত বিনীত বিশারদ সাধনাসিদ্ধ ধর্মব্যাক্যায় দক্ষ এবং বিরুদ্ধবাদীদের নিগ্রহ করে সত্যধর্মের প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম না হলে সে-বিষয়ে ব্রহ্মচর্য অপূর্ণ থাকে । তৎবিপরীতে পরিপূর্ণ হয় ।

তেমন মধ্যম শ্রাবক, নবীন শ্রাবক, স্থবির শ্রাবিকা, মধ্যম শ্রাবিকা, নবীন শ্রাবিকা, শ্বেতবস্ত্রধারী ব্রহ্মচারী, গৃহী শ্রাবক-শ্রাবিকা, এবং শ্বেতবস্ত্রধারী কামভোগী গৃহীশ্রাবক-শ্রাবিকা উক্ত গুণযুক্ত না হলে সে-বিষয়ে ব্রহ্মচর্য অপূর্ণ থাকে ; তার বিপরীত হলে পরিপূর্ণ হয় ।

তা ছাড়াও যাবৎ ব্রহ্মচর্য উন্নত স্ফীত বিস্তৃত বহুজ্ঞাত দেব-মানবের নিকট সুপ্রকাশিত এবং শ্রেষ্ঠ লাভ সৎকার প্রাপ্ত না হয়, ব্রহ্মচর্য তদ্বিশেষে অপূর্ণ থাকে ; তার বিপরীতে পরিপূর্ণ হয় ।

চুন্দ, আমি জগতে অর্হৎ সম্যক সমুদ্র উৎপন্ন হয়েছি । আমার ধর্ম স্বাখ্যাত সুপ্রকাশিত নিয়ামক উপশমক সম্যক সমুদ্রদেশিত । আমার শ্রাবকগণ সদ্ধর্মে অভিজ্ঞ, পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্য পালনকারী, দেব-মানবের নিকট এ ধর্ম সর্ব-প্রকারে বিজ্ঞাপিত । আমি চিরপ্রবর্তিত ও বয়স্ক । আমার স্থবির মধ্যম নবীন শ্রাবক, স্থবির মধ্যম নবীন শ্রাবিকা, শ্বেতবস্ত্রধারী ব্রহ্মচারী, গৃহী শ্রাবক-শ্রাবিকা, শ্বেতবস্ত্রধারী কামভোগী গৃহী শ্রাবক-শ্রাবিকা

ব্যক্ত বিশারদ বিনীত সাধনা-সিদ্ধ সদ্ধর্ম প্রকাশে দক্ষ এবং বিরুদ্ধবাদীদের নিগ্রহ করে সদ্ধর্মের প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম। আমার ব্রহ্মচর্য বর্তমানে উন্নত স্কীত বিস্তৃত বহুজনজ্ঞাত এবং দেব-মানবের মধ্যে সুপ্রকাশিত। বর্তমান জগতে যত শাস্তা আছেন আমার মত শ্রেষ্ঠ লাভ-সংকার ও যশ-কীর্তি প্রাপ্ত এক জনকেও দেখছি না। জগতে যত সংঘ বা গণ আছে এই সংঘের মত লাভ-সংকার ও যশ-কীর্তি প্রাপ্ত অন্য এক সংঘকেও দেখছি না। এ ধর্মকেই কেবল বলা যায় সর্বাকার পরিপূর্ণ অনূন-অনধিক স্বাখ্যাত ও সুপ্রকাশিত পরিপূর্ণ ব্রহ্মচর্য।

চুন্দ, রামপুত্র উদক ক্ষুরধারকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন ‘দেখেও দেখে না’। তাঁর সে-বাক্য যোগ্য নয়। এই সর্বাকার পরিপূর্ণ অনূন-অনধিক স্বাখ্যাত ও সুপ্রকাশিত পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যকে ‘দেখেও দেখেনা’ বললেই ঠিক সম্যক বাক্য বলা হয়।

৬. সংগায়ন

চুন্দ, অভিজ্ঞা দ্বারা আমি যে ধর্ম দেশনা করেছি-যেমন চার স্মৃত্যুপস্থান চার সম্যক প্রধান, চার ঋদ্ধিপাদ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ বল, সপ্ত বোধ্যঙ্গ ও অষ্টাঙ্গ আর্থমার্গ সব সম্মিলিত হয়ে এদের অর্থের সহিত অর্থ এবং ব্যঞ্জননের সহিত ব্যঞ্জন মিলে সংগায়ন করবে-বিবাদ করবে না। এতে এ ব্রহ্মচর্য বহুজন হিতের জন্য বহুজন সুখের জন্য লোকানুকম্পার জন্য এবং দেব-মানবের অর্থ-হিত ও সুখের জন্য সুদীর্ঘকাল জগতে স্থিত থাকবে।

৭. সংজ্ঞাপন

সংঘে ধর্মদেশনার সময় যদি কোনও ভিক্ষু অর্থ ও ব্যঞ্জনকে বিপরীত দেশনা করে বা অর্থ ঠিক এবং ব্যঞ্জন বেঠিক বলে; অথবা অর্থ বেঠিক এবং ব্যঞ্জন ঠিক বলে, তা গ্রহণ না করে এবং তার প্রতি ক্রুদ্ধ না হয়ে শান্তভাবে তার ভুল সংশোধন করে দেওয়া উচিত, যেন সে সত্য অর্থ ও ব্যঞ্জন ধারণ করতে পারে।

সংঘে ধর্ম দেশনার সময় যদি কোনও ভিক্ষু অর্থ ও ব্যঞ্জন যথাযথ ব্যাখ্যা করে তাকে বলা উচিত-‘আমাদের পরম লাভ যে আমরা আপনার মত একজন পণ্ডিত স্বেচ্ছাচারী লাভ করেছে।’

৮. বস্তু অনুজ্ঞা

চুন্দ, আমি ইহ-লৌকিক আসবের সংযমের জন্য এবং পারলৌকিক আসবের বিনাশের জন্য ধর্মদেশনা করেছি। তদ্ব্যতীত চুন্দ, আমি শীত ও বাতাতপ-সঞ্জাত কষ্ট এবং ডাঁশ মশা ও সরীসৃপের দংশন নিবারণের জন্য বিশেষতঃ লজ্জা নিবারণের জন্য চীবর ব্যবহারের অনুজ্ঞা দিয়েছি।

আমি এ কায়ার রক্ষা ও দীর্ঘ স্থিতি, ক্ষুধার শাম্য, ব্রহ্মচর্য জীবন যাপন এবং পুরাণ বেদনা বিনাশ ও নূতন বেদনা উৎপন্ন না করে নির্দোষ সুখময় জীবন যাপনের জন্য পিণ্ডপাত (আহার) ভোগের অনুজ্ঞা দিয়েছি।

আমি শীত উষ্ণ ও বাতাতপ-সঞ্জাত কষ্ট এবং ডাঁশ মশা ও সরীসৃপের দংশন নিবারণের জন্য বিশেষতঃ ঋতুজ উপদ্রব হতে আত্মরক্ষা করে সুখে ভাবনা করবার জন্য শয়নাসন ব্যবহারের অনুজ্ঞা দিয়েছি।

আমি উৎপন্ন রোগযন্ত্রণা উপশম করে নিরাময় জীবন যাপনের জন্য রোগের ঔষধ-পথ্য ব্যবহারের অনুজ্ঞা দিয়েছি।

৯. সুখময় জীবন

চুন্দ, যদি তীর্থীয় পরিব্রাজকগণ বলে যে শাক্যপুত্রীয় শ্রমণেরা সুখময় জীবন যাপনে নিযুক্ত, তাদের জিজ্ঞাসা করা উচিত কিরূপ সুখময় জীবন ?

চুন্দ, চতুর্বিধ সুখময় জীবন হীন গ্রাম্য প্রাকৃতজনসেব্য অনার্য ও অনর্থকর। তারা নির্বেদ বিরাগ নিরোধ উপশম অভিজ্ঞা সম্বোধি এবং নির্বাণে নিয়ে যায় না। যেমন কেহ কেহ ১. প্রাণি বধ করে, ২. চুরি করে, ৩. মিথ্যা বলে ও ৪. পঞ্চকামরস ভোগে নিরত হয়ে সুখময় জীবন যাপন করে।

যদি তারা উক্ত চতুর্বিধ সুখের একটি বা একাধিক নির্দেশ করে তাদের বলা উচিত তোমরা সত্য বলছ না, অন্যায় ভাবে নিন্দা করছ মাত্র।

চুন্দ, অন্য চতুর্বিধ সুখময় জীবন আছে, যা একান্ত নির্বেদ বিরাগ উপশম অভিজ্ঞা সম্বোধি ও নির্বাণে নিয়ে যায়। যেমন—

১. ভিক্ষু কাম ও অকুশল ধর্ম হতে মুক্ত হয়ে বিতর্ক-বিচারযুক্ত বিবেকজ প্রীতি-সুখময় প্রথম ধ্যান লাভ করে বিহার করে।

২. ভিক্ষু বিতর্ক-বিচার শান্ত করে বিবেকজ প্রীতি-সুখময় দ্বিতীয় ধ্যান লাভ করে বিহার করে।

৩. ভিক্ষু প্রীতির প্রতিও অনাসক্ত হয়ে সুখময় তৃতীয় ধ্যান লাভ করে বিহার করে।

৪. ভিক্ষু সুখ-দুঃখ ত্যাগ করে উপেক্ষক হয়ে পরিশুদ্ধ স্মৃতির সহিত চতুর্থ ধ্যান লাভ করে বিহার করে।

যদি তীর্থীয় পরিব্রাজকগণ এরূপ সুখময় জীবনের কথা বলে তাহলে বলা উচিত-তোমরা মিথ্যা নিন্দা না করে সত্যই বলছ।

১০. ফল

চুন্দ, যদি তারা জিজ্ঞাসা করে এমন জীবন যাপনের কি ফল ? তাদের বলা উচিত এতে চতুর্বিধ ফল বিদ্যমান। যেমন—

১. এতে ভিক্ষু তিন সংযোজন ছিন্ন করে দুর্গতি গমন বন্ধ করে নিয়ত সম্বোধিপরায়ণ স্রোতাপন্ন হয়।

২. এতে ভিক্ষু লোভ-দ্বेष-মোহকে দুর্বল করে সকৃদাগামী হয় এবং একবার মাত্র মনুষ্যলোকে এসে দুঃখের অন্তসাধন করে।

৩. এতে ভিক্ষু পঞ্চ অধঃভাগীয় সংযোজন ছিন্ন করে অনাগামী হয়। মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়ে তথায়ই পরিনির্বাণ লাভ করে।

৪. এতে ভিক্ষু এ জীবনেই স্ব-অভিজ্ঞায় চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি সাক্ষাৎ করে সর্বাসবের ক্ষয়ে অর্হৎ হয়ে বিহার করে।

১১. অসম্ভব

চুন্দ, যদি তারা বলে ‘শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ অস্থির ধর্মা’। তাদের বলা উচিত—সর্বজ্ঞ সন্ম্যক সম্বুদ্ধ শ্রাবকদের জন্য যাবজ্জীবন অকরণীয় ধর্ম দেশনা করেছেন। তা সুগভীরে নিহিত লৌহস্তম্ভের ন্যায় স্থির। অর্হৎ ভিক্ষুর পক্ষে জীবনের বিনিময়েও তাদের লঙ্ঘন অসম্ভব। যেমন—অর্হৎ ভিক্ষু সজ্ঞানে প্রাণিহত্যা, চুরি, মৈথুন সেবন, মিথ্যা কথন ও গৃহীর ন্যায় সঞ্চিত বস্তু সেবন করতে যেমন পারেন না, তিনি তেমন ছন্দাগতি দ্বেষাগতি মোহাগতি ও ভয়াগতিতেও যেতে পারেন না।

১২. তথাগত

চুন্দ, যদি তারা বলে ‘শ্রমণ গৌতম কেবল অতীতের বিষয়ই

বলেন অনাগতের বিষয় জানেন না বলে বলেন না।' তারা সত্য না জেনে 'সত্য জানি' ধারণায় মূর্খের মত একরূপ কথা বলে।

চুন্দ, তথাগত ইচ্ছানুরূপ অতীত বিষয় স্মরণ করতে পারেন এবং অনাগত বিষয়ে তথাগতের বোধিজ্ঞান উৎপন্ন হয়েছে—'এটাই আমার শেষ জন্ম, আর পুনর্জন্ম হবে না'। অতীত অনাগত ও বর্তমান কালীয় যা অভূত অসত্য ও অনর্থকর এবং ভূত সত্য হলেও অনর্থকর, তা তথাগত কখনও বলেন না। যা ভূত সত্য ও মঙ্গলকর প্রশ্নের উত্তরে তা কেবল স্থান কাল ও পাত্রভেদে মাত্রানুরূপ বলে থাকেন।

চুন্দ, একরূপে তথাগত অতীত অনাগত ও বর্তমান ধর্মসমূহে কালবাদী ভূতবাদী অর্থবাদী ধর্মবাদী ও বিনয়বাদী তদ্ব্যক্ত 'তথাগত' বলা হয়। দেব-মার-ব্রহ্ম-লোকে দেবমানব সহ শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দ্বারা দৃষ্ট শ্রুত অনুমিত বিজ্ঞাত প্রাপ্ত পর্য্যেয়িত এবং মনে বিচারিত তথাগত কর্তৃক সবই অভিসম্বুদ্ধ; তদ্ব্যক্ত 'তথাগত' বলা হয়। সম্যক সম্বোধিপ্রাপ্তি হতে অনুপাদিশেষ পরিনির্বাণ লাভ পর্যন্ত তথাগত যা বলেছেন—নির্দেশ করেছেন সবই যথাযথ, অন্যথা নয়, তদ্ব্যক্ত 'তথাগত' বলা হয়। তথাগত যথাবাদী তথাকারী, যথাকারী তথাবাদী, তজ্জন্মও 'তথাগত' বলা হয়। দেব-মার-ব্রহ্ম-লোকে দেব-মানবসহ শ্রমণ ব্রাহ্মণদেব মধ্যে তথাগত অভিভূ অনভিভূত সত্যদর্শী ও বশবর্তী তদ্ব্যক্তও 'তথাগত' বলা হয়।

১৩. অব্যক্ত-কারণ

চুন্দ, তারা যদি বলে শ্রমণ গৌতম 'মৃত্যুর পর তথাগতের (সত্ত্বের) জন্ম হয়? কি হয় না'? ইত্যাদি দশবিধ প্রশ্নের উত্তর কেন অব্যক্ত রেখেছেন? তাদের বলা উচিত—উহারা অর্থযুক্ত এবং ধর্মযুক্ত যেমন নয়, তেমন আদি ব্রহ্মচর্যের সহায়কও নয়। উহারা নির্বেদ বিরাগ নিরোধ উপশম অভিজ্ঞা সম্বোধি ও নির্বাণ নিয়ে যায় না। তদ্ব্যক্ত ভগবান তাদের অব্যক্ত রেখেছেন।

১৪. ব্যক্ত-কারণ

চুন্দ, তারা যদি বলে শ্রমণ গৌতম কি ব্যক্ত করেছেন? তদুত্তরে বলা উচিত ভগবান ইহা দুঃখ, ইহা দুঃখ সমুদয়, ইহা দুঃখ নিরোধ এবং ইহা দুঃখ নিরোধের উপায় ব্যক্ত করেছেন। যদি বলে কেন করেছেন? বলা উচিত—উহারা একান্তই অর্থযুক্ত ধর্মযুক্ত এবং আদি ব্রহ্মচর্যের সহায়ক।

উহারা একান্তই নির্বেদ বিরাগ নিরোধ উপশম অভিজ্ঞা সম্বোধি এবং নির্বাণে নিয়ে যায়। এ কারণে ভগবান উহাদের ব্যক্ত করেছেন।

১৫. পূর্বান্ত দৃষ্টি

চুন্দ, এমন দৃষ্টি সম্পন্ন কতেক শ্রমণ ব্রাহ্মণ আছে, যারা বিশ্বাস করে যে ১. আত্মা ও লোক (পঞ্চস্কন্ধ) শাস্ত্রত, অন্য দর্শন মিথ্যা। তেমন বিভিন্ন দৃষ্টিসম্পন্ন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছে যারা কেবল আপন মতই সত্য এবং অন্য মত মিথ্যা মনে করে। যেমন ২. আত্মা ও লোক অশাস্ত্রত ; ৩. আত্মা ও লোক শাস্ত্রত ও অশাস্ত্রত ; ৪. আত্মা ও লোক শাস্ত্রতও নয়, অশাস্ত্রতও নয় ; ৫. আত্মা ও লোক স্বয়ং কৃত ; ৬. আত্মা ও লোক পরকৃত ; ৭. আত্মা ও লোক স্বয়ং ও পরকৃত ; ৮. আত্মা ও লোক স্বয়ং বা পরকৃত নয়, বিনা করণে উৎপন্ন। এ দর্শনই সত্য অন্য দর্শন মিথ্যা।

তেমন কোন কোন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছে, যারা বিশ্বাস করে ১. সুখ-দুঃখ শাস্ত্রত-ইহাই সত্য অন্য সব মিথ্যা। তেমন ২. সুখ-দুঃখ অশাস্ত্রত ; ৩. সুখ-দুঃখ শাস্ত্রত ও অশাস্ত্রত ; ৪. সুখ-দুঃখ শাস্ত্রতও নয়, অশাস্ত্রতও নয় ; ৫. সুখ-দুঃখ স্বয়ং কৃত ; ৬. সুখ-দুঃখ পরকৃত ; ৭. সুখ-দুঃখ কৃতও নয়, পরকৃতও নয়, বিনাকরণে উৎপন্ন। এ দর্শনই সত্য অন্য দর্শন মিথ্যা।

তাদের কারো মত আমি সমর্থন করি না। তেমন আরও নানা মতাবলম্বী সত্ত্ব জগতে বিদ্যমান।

চুন্দ, এসব বিষয়ে আমার সমান জ্ঞানীও কাউকে দেখছি না, অধিকতর কোথায়। আমিই এসব বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। এসব বিষয়ে যা বলবার আমি তা বলেছি।

১৬. অপরান্ত দৃষ্টি

চুন্দ, কতেক শ্রমণ-ব্রাহ্মণ আছে, যারা বিশ্বাস করে ১. আত্মা রূপী, মৃত্যুর পর অরূপী হয়। এটাই সত্য অন্য সব দর্শন মিথ্যা। তেমন নানা দৃষ্টিযুক্ত শ্রমণ-ব্রাহ্মণ বিদ্যমান, যারা বিশ্বাস করে। ২. আত্মা অরূপী ; ৩. আত্মা রূপী ও অরূপী ; ৪. আত্মা রূপীও নয়, অরূপীও নয় ; ৫. আত্মা সংজ্ঞী ; ৬. আত্মা অসংজ্ঞী ; ৭. আত্মা সংজ্ঞী ও অসংজ্ঞী ; ৮. আত্মা সংজ্ঞীও নয়, অসংজ্ঞীও নয় ; ৯. আত্মা মৃত্যুর পর উচ্ছিন্ন হবে বিনষ্ট হবে। এটাই সত্য অন্য দর্শন মিথ্যা।

তাদের কারো মত আমি সমর্থন করি না। তেমন আরও নানা মতাবলম্বী সত্ত্ব জগতে বিদ্যমান।

চুন্দ, এসব বিষয়ে আমার সমান জ্ঞানীও কাউকে দেখছি না, অধিকতর কোথায়। আমিই এ বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। এসব বিষয়ে যা বলবার আমি তা বলেছি।

চুন্দ, পূর্বাত্ত ও অপরাত্ত দৃষ্টি পরিত্যাগের জন্য আমি চার স্মৃত্যুপস্থান দেশনা করেছি। যেমন কায়ে কায়ানুদর্শী, বেদনায় বেদনানুদর্শী, চিত্তে চিত্তানুদর্শী এবং ধর্মে ধর্মানুদর্শী হয়ে বিহার করবে ; তজ্জন্য উৎসাহী স্মৃতিমান এবং সম্প্রজ্ঞানী হবে এবং লোকে (পঞ্চস্কন্ধে) অভিধ্যা-দৌর্মনস্য উৎপন্ন হতে দেবে না।

তখন আয়ুস্মান উপবান পাশে স্থিত হয়ে ভগবানকে ব্যজন করছিলেন। তিনি ভগবানকে বলেন-‘আশ্চর্য ভন্তে, অদ্ভুত ভন্তে অত্যন্ত প্রাসাদিক (আনন্দদায়ক) ভন্তে এই ধর্মদেশনা।’ ‘তা হলে উপবান, এ ধর্মদেশনাকে তুমি ‘প্রাসাদিক’ বলে গ্রহণ কর।’

লক্ষণ সূত্র^১

(সংক্ষিপ্ত)

১. সুপ্রতিষ্ঠিতপাদ (সুপ্রতিষ্ঠিত-পাদতা)-ভিক্ষুগণ, বোধিসত্ত্ব পূর্ব পূর্ব মানবজন্মে কায়-বাক-মনোসুচরিতে দানে শীলপালনে উপোসথ সম্পাদনে মাতা-পিতা-শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের সেবায় জ্যেষ্ঠদের সম্মান-প্রদর্শনে এবং অন্যান্য কুশল কর্ম সম্পাদনে দৃঢ়চিত্ত ছিলেন, যার ফলে তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত পাদ লাভ করেছিলেন। ভূমিতে পদ স্থাপন ও উত্তোলনের সময় একসাথে সমস্ত পদতল ভূমি স্পর্শ করত।

২. পদতলে চক্রলক্ষণ (পদতল-চক্রলক্ষণতা)-তিনি অতীতে বহুজন্মের উদ্বিগ্ন-সন্ত্রাস-ভয় বিনাশক সুখ প্রদায়ক ধার্মিক রক্ষাবরণে রক্ষক এবং সপরিবার দানশীল ছিলেন, যার ফলে তাঁর উভয় পাদতলে নাভি-নেমিসহ সহস্র অরযুক্ত সুবিভক্ত ও সর্বাকার পরিপূর্ণ চক্র উৎপন্ন হয়।

৩-৫. প্রশস্ত গোড়ালি-দীর্ঘাঙ্গুলী-ব্রহ্মজুগাত্র (আয়তপর্ণি দীঘাঙ্গুলী-ব্রহ্ম জুগাত্র)-তিনি অতীতে প্রাণীহত্যায় বিরত ছিলেন। প্রাণীদের আঘাত দেবার উদ্দেশ্যে তিনি দণ্ড-শস্ত্র-ত্যাগী ছিলেন। তিনি নিত্য লজ্জাশীল দয়ালু

১. দীর্ঘ-নিকায়, পথ্যে বর্ণ।

ও সর্বপ্রাণীর হিতানুকম্পী হয়ে বিহার করতেন। যার ফলে তাঁর গোড়ালি ছিল প্রশস্ত, অঙ্গুষ্ঠ ব্যতীত হাতের চার আঙ্গুল এবং পায়ের চার আঙ্গুল ছিল সমান (তা বলে ডগায় সমান নয়)। তাঁর দেহ ছিল ব্রহ্মার মত সোজা।

৬. সপ্ত-উন্নত (সত্ত্বসদতা)-তিনি অতীতে উত্তম রসযুক্ত চৰ্য্য চুষ্য লেহ্য পেয় দান দিয়েছিলেন। যার ফলে তাঁর উভয় হস্ত-পাদ-অংস ও অংসকুট এ সপ্ত উন্নত হয়েছিল।

৭-৮. মৃদু-তরুণ-জালহস্তপাদ (মৃদু-তলুণ-জালহস্তপাদতা)-অতীতে তিনি দান প্রিয়বাক্য অর্থচর্যা ও সমানতা এ চার উপকারক বস্তু দ্বারা লোকহিত করেছিলেন। যার ফলে তাঁর মৃদু তরুণ ও জালহস্তপাদ হয়েছিল।

৯-১০. উৎসজ্ঞপাদ-উর্ধ্বাগ্রলোম (উৎসজ্ঞপাদ-উদ্ধগ্গলোমতা)-অতীতে তিনি অর্থবাদী ও ধর্মবাদী ছিলেন এবং জনসংঘ ও প্রাণীদের হিত-সুখাবহ ধর্মযজ্ঞ সম্পাদনকারী ছিলেন। যার ফলে তাঁর গুলফসন্ধি গোড়ালি ও পায়ের মধ্যে ছিল এবং তাঁর লোমসমূহ উর্ধ্বাগ্র ছিল।

১১. হরিণজানু (এণিজজতা)-অতীতে তিনি আদরের সহিত শিক্ষার্থীদের শিল্প, বিদ্যা, আচরণ এবং কর্ম শিক্ষা দিতেন, যাতে তা অনায়াসে শিক্ষা করে কাজে প্রয়োগ করতে পারে। যার ফলে তিনি হরিণের মত জানু লাভ করেছিলেন।

১২. সূক্ষ্ম মসৃণ ছবি (সুখুমচ্ছবিতা)-অতীতে তিনি পণ্ডিত শ্রমণ ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হয়ে কুশলাকুশল সদোষ-নির্দোষ সেব্যাসেব্য এবং সুদীর্ঘকাল সুখ-দুঃখ লাভের উপায় জিজ্ঞাসা করতেন। তার ফলে তাঁর শরীরের ছবি (চর্মের উপরিভাগ) অতি সূক্ষ্ম ও মসৃণ হয়েছিল। একারণে তাঁর দেহে ধূলি ও ময়লা লাগত না।

১৩. সুবর্ণ বর্ণ (সুবর্ণবর্ণতা)-অতীতে তিনি বিরক্তিশীন ও ক্রোধহীন ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে বহু বললে এবং করলেও তিনি বিরক্তি ক্ষোভ দ্বেষ এবং ক্রোধ প্রকাশ করতেন না। তিনি সূক্ষ্ম মৃদু মসৃণ রেশমী আদি বিবিধ উত্তম বস্ত্র এবং মহার্ঘ আস্তরণ দাতা ছিলেন। তার ফলে তিনি সপ্ত কাঞ্চনসন্নিভ উত্তম বর্ণ লাভ করেছিলেন।

১৪. কোষস্থলিঙ্গ (কোসোহিত-বথগুহতা)-অতীতে তিনি সুদীর্ঘকাল সাক্ষাৎহীন চিরপ্রবাসী জ্ঞাতি-মিত্র-সুহৃদদের একত্র করে দিতেন। যেমন মাতা-পুত্রের পিতা-পুত্রের ভাই-বোনের ও বোনে-বোনের মিলন করে দিতেন এবং তাতে আনন্দিত হতেন। তার ফলে তাঁর লিঙ্গ বৃষের মত

কোষবদ্ধ ছিল।

১৫-১৬. পরিমণ্ডল-অনবনত জানুস্পর্শ (পরিমণ্ডল-অনোনম জণুপরিমসতা)-অতীতে তিনি মহাজনসংঘের উপকার করবার সময় লোকের উপযোগিতানুরূপ উপকার করতেন। তার ফলে তাঁর দেহ হয়েছিল 'নিগ্রোধ পরিমণ্ডল' এবং অবনত না হয়ে তিনি আপন জানু মর্দন করতে পারতেন।

১৭-১৮. সিংহপূর্বার্ধকায়-পূর্ণ সমান অংস (সীহপুৰ্ব্বদ্ধকায়-চিত্তরংস-সমবট্টকথ্ৰতা)-অতীতে তিনি সকলের অভয়কামী মঙ্গলকামী ও হিত-সুখকামী ছিলেন। তিনি চিন্তা করতেন সবাই শ্রদ্ধা-শীল-শ্রুতি-ত্যাগ-ধর্ম-প্রজ্ঞা-ধনধান্য-ক্ষেত্রবস্ত্র-দ্বিপদী-চতুর্থপদী পুত্রদার-দাসদাসী জ্ঞাতিমিত্রবন্ধুদের দ্বারা সমূন্নত হোক সুখী হোক। তার ফলে তাঁর দেহের উর্ধ্বভাগ সিংহের মত এবং অংস গর্তহীন, পূর্ণ ও সমান হয়েছিল।

২০. সূক্ষ্ম রসগ্রাহী (রসগ্গসগ্গিতা)-অতীতে তিনি অনুপপীড়ক ছিলেন। কোনও প্রাণীকে তিনি হস্ত টিল দণ্ড ও শস্ত্রের দ্বারা কষ্ট দিতেন না। তার ফলে তাঁর সূক্ষ্ম রস-গ্রাহিতা শক্তি লাভ হয়।

২১-২২. সুনীলনেত্র-গো-পক্ষ (অভিনীলনেত্র-গোপখুমতা)-অতীতে তিনি কারো প্রতি আসক্ত বা বিরক্ত না হয়ে সমদর্শী ছিলেন। তিনি সবাইকে সরল মনে প্রিয়চক্ষু দর্শন করতেন। তার ফলে তাঁর চক্ষু সুনীল এবং চক্ষুপাতার লোম গো-চক্ষুপাতার লোমের মত ঘন ও দীর্ঘ হয়েছিল।

২৩. উষ্ণীষ-শীর্ষ (উণ্হীস সীসতা)-অতীতে তিনি কুশলধর্মে সকলের অগ্রগামী ছিলেন। কায়-বাক-মনেসুচরিতে দানে শীলপালনে উপোসথ-সমাদানে মাতাপিতা-শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের সেবায় জ্যেষ্ঠদের সম্মান গৌরব করণে এবং অন্যান্য কুশলকর্ম সম্পাদনে সকলের মধ্যে প্রধান ছিলেন। তার ফলে তিনি উষ্ণীষশীর্ষ হয়েছিলেন।

২৪-২৫. একেকলোম-উর্ণা (একেকলোমতা-উর্ণতা)-অতীতে তিনি মিথ্যা-বাক্য ত্যাগ করে সত্যবাদী সত্যসন্ধ স্থিরবাদী ও প্রত্যয়বাদী ছিলেন কিন্তু অনিষ্টকর বাক্য বলতেন না। সত্য বলতেন বটে ; কিন্তু সংহার আনতেন না। তার ফলে তাঁর প্রতি লোমকূপে একটি করে লোম এবং জ্রুয়ুগের মধ্যে উর্ণা (চক্রাকারে উর্ধ্বমুখী স্বর্ণ বর্ণ একটি লোম) হয়েছিল।

২৬-২৭. চল্লিশ অবিরলদন্ত (চতালীশ অবিরলদন্ততা)-অতীতে

তিনি ভেদবাক্য ত্যাগ করে বিভক্তদের একত্রকারী, একত্রদের একতা রক্ষাকারী, একতায় রত, একতায় আনন্দিত হতেন এবং সর্বদা সম্মিলিত বাসের উপযোগী বাক্য বলতেন। তার ফলে তাঁর চল্লিশটি ফাঁকহীন দন্ত উৎপন্ন হয়েছিল।

২৮-২৯. প্রশস্তজিহ্বা ব্রহ্মস্বর (পহুতজিব্বা-ব্রহ্মস্বরতা)-অতীতে তিনি কঠোরবাক্য ত্যাগ করে নির্দোষ কর্ণসুখকর প্রেমপূর্ণ হৃদয়গ্রাহী পুরজনোচিত বহুজনকান্ত বহুজনমনোজ্ঞ বাক্য বলতেন। তার ফলে তাঁর প্রশস্ত জিহ্বা ও ব্রহ্মস্বর লাভ হয়েছিল।

৩০. সিংহহনু (সীহহনুতা)-অতীতে তিনি সম্প্রলাপ ত্যাগ করে কালবাদী ভূতবাদী অর্থবাদী ধর্মবাদী ও বিনয়বাদী ছিলেন। তিনি যথাসময়ে পরিমাণ মত উপযোগী বাক্য বলতেন। তার ফলে তাঁর সিংহের মত চিবুক হয়েছিল।

৩১-৩২. সম ও শুষ্কদন্ত (সমদন্ত সুসুন্ধদাঠতা)-অতীতে তিনি মিথ্যাজীবিকা ত্যাগ করে সম্যক জীবিকার দ্বারা জীবন যাপন করেছিলেন। যেমন তিনি তুলাদির দ্বারা মাপে ঠকান, যে-কোন প্রকারে বঞ্চনা করে অথবা বধ-বন্ধন ও ছেদনাদির দ্বারা অন্যের ক্ষতি করে জীবিকার্জন সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেছিলেন। তার ফলে তাঁর সকল দন্ত সমান ও শুষ্ক (নির্দোষ) হয়েছিল।

ভিক্ষুগণ, এই বত্রিশ লক্ষণ সম্পন্ন ব্যক্তির কেবল দুই গতিই হয়ে থাকে। আগারিক হলে তিনি চক্রবর্তী রাজা হন এবং অনাগারিক হলে সংসারাবর্ত ছেদনকারী অর্হৎ সম্যক সম্বুদ্ধ হন।

অশীতি অনুব্যঞ্জন লক্ষণ

১. সুগন্ধ মস্তক ২. গ্রস্থিহীন শির ৩. নিগূঢ় শির ৪. ছত্রসন্নিভ চারু-শীর্ষ ৫. সুনীল কেশ ৬. সুস্থিত কেশ ৭. অলুলিত কেশ ৮. সমকেশ ৯. স্নিগ্ধ কেশ ১০. নরম কেশ ১১. চিক্ণ কেশ ১২. দক্ষিণাবর্ত কেশ ১৩. শোভনীয় স্থূল ললাট ১৪. সুস্থির ভ্রু ১৫. স্নিগ্ধ ভ্রু ১৬. অনুক্রম ভ্রু ১৭. মহা ভ্রু, ১৮. আয়ত ভ্রু ১৯. আয়ত বিশাল নেত্র ২০. পঞ্চ প্রসাদযুক্ত নেত্র ২১.

আকুঞ্চিতাশ্র পক্ষ ২২. তুঙ্গ নাসা ২৩. পরিপূর্ণ কপোল ২৪. প্রশস্ত পরিপূর্ণ বদন ২৫. সুগন্ধ মুখ ২৬. রক্ত ওষ্ঠ ২৭. শুদ্ধ দন্ত ২৮. স্নিগ্ধ দন্ত ২৯. নিখুঁত দন্ত ৩০. মৃদু তরুণ রক্ত জিহ্বা ৩১. আয়ত রুচির কর্ণ ৩২. সুগঠিত আঙ্গুল ৩৩. অনুপূর্ব আঙ্গুল ৩৪. গোল আঙ্গুল ৩৫. তাম্রবর্ণ নখ ৩৬. উচু নখ ৩৭. স্নিগ্ধ নখ ৩৮. নিগূঢ় গুল্ফ ৩৯. গোল চারু জানুগুণ্ড ৪০. হস্তিশুণ্ড সদৃশ উরু ও বাহু ৪১. সমপদ ৪২. গজেন্দ্র গতি ৪৩. পশুরাজ গতি ৪৪. রাজহংসগতি ৪৫. বৃষরাজগতি ৪৬. দক্ষিণাবর্তগতি ৪৭. গম্ভীর পাণিরেখা ৪৮. পরিপূর্ণ রেখা ৪৯. সরলরেখা ৫০. সুরুচির সমরেখা ৫১. অচ্ছিন্ন নাভি ৫২. গম্ভীর নাভি ৫৩. দক্ষিণাবর্ত নাভি ৫৪. সুবিভক্ত গাত্র ৫৫. অনুপূর্ব গাত্র ৫৬. মৃদুগাত্র ৫৭. উচুনিচুতাহীন গাত্র ৫৮. অলীন গাত্র ৫৯. তিলকাদিহীন গাত্র ৬০. অনুপূর্বরুচির গাত্র ৬১. বিশুদ্ধ গাত্র ৬২. সুকুমার গাত্র ৬৩. সুগন্ধ তনু ৬৪. অতিসৌম্য গাত্র ৬৫. বিমল গাত্র ৬৬. উজ্জ্বল গাত্র ৬৭. কোমল গাত্র ৬৮. স্নিগ্ধ গাত্র ৬৯. কোটি-সহস্র-হস্তিবলসম্পন্ন গাত্র ৭০. পরিমণ্ডলকায়-প্রভা ৭১. সুরক্ত-মাংস ৭২. বিশুদ্ধ-ইন্দ্রিয় ৭৩. সমলোম ৭৪. কোমল লোম ৭৫. দক্ষিণাবর্ত লোম ৭৬. নীল লোম ৭৭. স্নিগ্ধ লোম ৭৮. অতি সূক্ষ্ম শ্বাস-প্রশ্বাস ৭৯. পরিপূর্ণ পুরুষ-লক্ষণ ৮০. রত্নরঞ্জিত জ্যোতিঃ ।

অষ্টাদশ অসাধারণ ধর্ম

১-৪. বুদ্ধদেব জীবনের, সর্বজ্ঞতা জ্ঞানের, তাঁদের জন্য আনীত চতুর্প্রত্যয়ের এবং বত্রিশ-লক্ষণ অশীতি অনুব্যঞ্জন লক্ষণের ও ব্যাসপ্রভার কেউ অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে না ।

৫. অতীত অনাগত ও বর্তমান বিষয়ে ভগবান বুদ্ধের জ্ঞান অপ্রতিহত ।

৬. ভগবান বুদ্ধের সকল কায়-বাক্-মনঃ কর্ম জ্ঞানসংযুক্ত ।

৭-১২. ভগবান বুদ্ধের ছন্দ-ধর্মদেশনা-বীর্য-সমাধি-প্রজ্ঞা ও বিমুক্তির পরিহানি হয় না ।

১৩-১৮. ভগবান বুদ্ধের কৌতুক-দৌড়-অস্পর্শন (অজ্ঞাত বিষয়) তাড়াহুড়া ও অজ্ঞানতঃ উপেক্ষা নেই ।

ত্রিশ ধর্মতা

সকল বুদ্ধের ত্রিশটি ধর্মতা (স্বাভাবিকতা) বিদ্যমান থাকে ।

১. সজ্ঞানে মাতৃগর্ভে উৎপত্তি ।
২. মাতৃগর্ভে বদ্ধাসনে বহির্মুখী হয়ে অবস্থান ।
৩. মাতার দাঁড়ান অবস্থায় জন্ম ।
৪. অরণ্যে জন্ম ।
৫. জন্মের পর উত্তর দিকে সপ্তপদ গমন ও সিংহনাদ ।
৬. পুত্রোৎপত্তির পর চার নিমিত্ত দর্শন করে অভিনিষ্ক্রমণ ।
৭. প্রব্রজ্যার পর কমপক্ষে এক সপ্তাহ তপশ্চর্যা ।
৮. বুদ্ধত্ব লাভের দিন পায়স ভক্ষণ ।
৯. কুশাসনে বসে সর্বজ্ঞতা প্রাপ্তি ।
১০. আনাপাণ কর্মস্থান ভাবনা ।
১১. মারযুদ্ধে জয়লাভ ।
১২. বোধিবৃক্ষের নীচে ত্রিবিদ্যা লাভ ।
১৩. সাতসপ্তাহ বোধিবৃক্ষের অদূরে অবস্থান ।
১৪. ধর্মদেশনার জন্য মহাব্রহ্মার প্রার্থনা ।
১৫. ঋষিপুত্র মৃগদায়ে ধর্মচক্র প্রবর্তন ।
১৬. মাঘীপূর্ণিমায় প্রাতিমোক্ষের উদ্দেশ ।
১৭. জেতবনে স্থায়ী নিবাস ।
১৮. শ্রাবস্তীর নগরদ্বারে যমক প্রাতিহার্য প্রদর্শন ।
১৯. ত্রয়স্ত্রিংশ ভবনে অভিধর্মের উপদেশ ।
২০. দেবলোক হতে সাংকাশ্য নগরে অবতরণ ।
২১. সতত ফল-সমাপত্তি প্রাপ্তি ।
২২. করুণাসমাপত্তি-ধ্যানে বিনয়নযোগ্য জনকে অবলোকন ।
২৩. কারণ উৎপন্ন হলে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্তি ।
২৪. প্রয়োজনে জাতক বর্ণনা ।
২৫. জ্ঞাতিসম্মেলনে বুদ্ধবংশের উপদেশ প্রদান ।
২৬. আগন্তুক ভিক্ষুদের কুশলাদি জিজ্ঞাসা ।
২৭. বর্ষাবাসের পর বলে যাওয়া ।
২৮. দৈনন্দিন করণীয় কার্য সম্পাদন ।
২৯. মহাপরিনির্বাণের পূর্বে মাংসরস ভোজন ।
৩০. চব্বিশ লক্ষ কোটি সমাপত্তি প্রাপ্ত হয়ে মহাপরিনির্বাণ লাভ ।

বুদ্ধের দশ বল

ঠানাঠানং বিপাকো চ মগ্গং সৰ্বথগামিনী,
নানাধাতুয়ো লোকো চ অধিমুক্তি চ পাণিনং ।
জানাতি ইন্দ্রিয়ানঞ্চ পরোপরিয়তং মুনি ;
ঝানাতি সংকিলেসাদি এগ্গং বিজ্জাতুয়ং তথা ।

১. স্থানাস্থান (কারণাকারণ) জ্ঞান—

ক. তথাগত জানেন যে—কোন সংস্কারকে নিত্য সুখ ও আত্মারূপে ধারণা করা ; মাতা পিতা ও অর্হৎকে হত্যা করা ; দ্বেষচিন্তে তথাগতের দেহ হতে রক্তপাত করা ; সংঘভেদ করা ; অন্যকে শাস্তারূপে গ্রহণ করা বা অন্য ধর্ম গ্রহণ করা এবং কামলোকে আটবার জনগ্রহণ করার কারণ প্রাকৃতজনের মধ্যে বিদ্যমান ; কিন্তু দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির (আর্যপুঙ্গবের) মধ্যে বিদ্যমান নেই ।

খ. তথাগত জানেন যে—একলোকধাতুতে (চক্রবালে) এক সাথে দুই সম্যক সম্বুদ্ধ এবং দুই চক্রবর্তী রাজার উৎপত্তির কারণ বিদ্যমান নেই ।

তেমন স্ত্রী সম্যক সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী রাজা দেবরাজা ও ব্রহ্মা হবে তেমনও কোন কারণ নেই ।

গ. তথাগত জানেন যে—কায় বাক্ ও মনোদুষ্করিতের ফল ইষ্ট কান্ত প্রিয় ও মনোজ্ঞ হবে তার কোনও কারণ বিদ্যমান নেই ; বিপরীত হবার কারণই বিদ্যমান । তেমন কায় বাক্ ও মনোদুষ্করিতের ফল ইষ্ট কান্ত প্রিয় মনোজ্ঞ হবে তার কারণ বিদ্যমান ; বিপরীত হবার কারণ বিদ্যমান নেই ।

ঘ. তথাগত জানেন যে—কায়িক দুষ্কর্মকারী সে কর্মফলে মৃত্যুর পর সুগতি স্বর্গলোকে উৎপন্ন হবে, তার কারণ বিদ্যমান নেই ; কিন্তু দুর্গতি নরকে উৎপন্ন হবে তার কারণ বিদ্যমান । তেমন বাক্ ও মনঃ দুষ্কর্মকারী সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য । সেরূপ কায়িক সুকর্মকারী সে কর্মফলে মৃত্যুর পর দুঃখময় নরকে উৎপন্ন হবে, তার কারণ বিদ্যমান নেই ; কিন্তু সুখময় স্বর্গলোকে উৎপন্ন হবার কারণ বিদ্যমান । তদ্রূপ বাক্ ও মনঃ সুকর্মকারী সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য ।

২. অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতে কৃত কর্মের বিপাক সম্বন্ধে যথাযথ জ্ঞান—

১. পপঞ্চ সূদনী ও এগ্গ বিভঙ্গ ।

তথাগত জানেন—এমন কতক পাপকর্ম আছে যা (১) সুগতিতে উৎপত্তি হেতু, (২) সুন্দর সুস্থ-সবল দেহ লাভ হেতু, (৩) সুরাজা ও সুমনুষ্যের উৎপত্তি হেতু অর্থাৎ উত্তম পরিবেশ হেতু এবং (৪) শীলে প্রতিষ্ঠিত হেতু বিপাক দিতে পারে না ; এদের বিপরীত ক্ষেত্রেই বিপাক দিতে পারে।
 তেমন এমন কতক পুণ্য কর্ম আছে যা (১) দুর্গতিতে উৎপত্তি হেতু (২) বিশ্রী রোগজীর্ণ দেহ হেতু, (৩) পাপী রাজা ও পাপী মানবের উৎপত্তি হেতু অর্থাৎ হীন পরিবেশ হেতু এবং (৪) দুঃশীলতা হেতু বিপাক দিতে পারে না; এদের বিপরীত ক্ষেত্রেই বিপাক দিতে পারে।

৩. সর্বত্রগামী প্রতিপদা জ্ঞান—

তথাগত একান্তই জানেন যে—এই মার্গ ও এই প্রতিপদা নরক, প্রেতলোক, তির্যক যোনী, মনুষ্যলোক, দেবলোক, ব্রহ্মলোক ও নির্বাণগামী।

৪. লোকের নানা ধাতু জ্ঞান—

তথাগত স্কন্ধ আয়তন আদি লোকের নানা ধাতু সম্বন্ধে যথাযথ অবগত ছিলেন।

৫. নানাশয়যুক্ত সত্ত্ব জ্ঞান—

তথাগত জানেন—হীনাশয় ও প্রণীতাশয় যুক্ত সত্ত্ব জগতে বিদ্যমান। হীনাশয়যুক্ত সত্ত্ব হীনাশয়যুক্ত সত্ত্বের এবং প্রণীতাশয়যুক্ত সত্ত্ব প্রণীতাশয়যুক্ত সত্ত্বের সেবা করে ভজনা করে ও উপাসনা করে। তেমন অতীতেও করেছিল এবং ভবিষ্যতেও করবে।

৬. সত্ত্বদের ইন্দ্রিয়-তারতম্য জ্ঞান—

তথাগত সত্ত্বদের আশয় অনুশয় চরিত ও প্রাপ্তি জানতেন। তিনি অল্লরজযুক্ত ও মহারজযুক্ত, তীক্ষ্ণেন্দ্রিয় ও মৃদু-ইন্দ্রিয়, স্বাকার ও দুরাকার, সুবিজ্ঞেয় ও দুর্বিজ্ঞেয় এবং ভব্যাতব্য সত্ত্বদের জানতেন।

আশয়—সত্ত্বগণ ভবদৃষ্টিযুক্ত এবং বিভবদৃষ্টিযুক্ত যেমন হয়, তেমন উভয় অস্তে না গিয়ে প্রতীত্য সমূৎপাদ ধর্মযুক্ত সম্যক জ্ঞানীও হয়ে থাকে।

অনুশয়—কামরাগ প্রতিঘ মান দৃষ্টি বিচিকিৎসা ভবরাগ ও অবিদ্যা এ সপ্ত অকুশল চিত্তবৃত্তি। প্রিয় বস্তুতে রাগ এবং অপ্রিয় বস্তুতে প্রতিঘ উৎপন্ন হয়। এ দ্বিবিধ বিষয়ে অবিদ্যার বিদ্যমানতা হেতু কখন কখন মান দৃষ্টি ও বিচিকিৎসা যুক্ত হয়।

চরিত—নিম্ন ও উর্ধ্ব ভূমিতে উৎপন্ন কুশল অকুশল ও আনন্দ (স্থির) সংস্কার।

মহারজযুক্ত-যাদের লোভ ঘেষ মোহ মান দৃষ্টি আলস্য বিচিকিৎসা চঞ্চলতা লজ্জাহীনতা ও ভয়হীনতা এই দশ পাপধর্ম বর্ধিত হয়েছে।

মৃদু-ইন্দ্রিয়-যাদের শ্রদ্ধা বীর্য স্মৃতি সমাধি ও প্রজ্ঞা এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় দুর্বল।

দুরাকার-যারা পাপাশয় পাপানুশয় পাপচরিত পাপমতি মহারজযুক্ত ও মৃদু-ইন্দ্রিয়।

দুর্বিজ্ঞেয়-দুরাকার।

অভব্য-যারা কর্ম-ক্লেশ বিপাকাবরণযুক্ত শ্রদ্ধাহীন ইচ্ছাশক্তিহীন ও প্রজ্ঞাহীন। যারা সৎনীতিতে থেকে কুশল কর্ম সম্পাদন করতে অক্ষম।

৭. ধ্যান-বিমোক্ষ সমাধি-সমাপত্তির বাধা সহায় ও উত্থান সম্বন্ধে জ্ঞান-

ক. চার প্রকার ধ্যানী-(১) ধ্যানলাভ হলেও মনে করে ধ্যানলাভ হয় নি। (২) ধ্যানলাভ না হলেও মনে করে ধ্যানলাভ হয়েছে। (৩) ধ্যানলাভ হলে মনে করে ধ্যানলাভ হয়েছে। (৪) ধ্যানলাভ না হলে মনে করে ধ্যানলাভ হয়নি।

খ. অপর চার ধ্যানী-(১) প্রবল চেষ্টায় ধ্যান লাভ হলেও স্বল্প স্থায়ী। (২) শীঘ্র ধ্যান লাভ হয় এবং দীর্ঘস্থায়ী। (৩) প্রবল চেষ্টায় ধ্যান লাভ হয় এবং দীর্ঘস্থায়ী। (৪) শীঘ্র ধ্যানলাভ হয় এবং স্বল্পস্থায়ী।

গ. অপর চার ধ্যানী-(১) সমাধি কুশল কিন্তু সমাপত্তি কুশল নয় ; অর্থাৎ সমাধি সম্বন্ধে জ্ঞানী কিন্তু সমাধিস্থ হতে অক্ষম। (২) সমাধি কুশল নয় কিন্তু সমাপত্তি কুশল (৩) সমাধি কুশল নয় এবং সমাপত্তি কুশলও নয়। (৪) সমাধি কুশল ও সমাপত্তি কুশল।

ঘ. প্রথম হতে চতুর্থ চার রূপধ্যান।

ঙ. অষ্ট বিমোক্ষ-(১) রূপী রূপ দেখে, (২) আধ্যাত্মিক অরূপসংজ্ঞী বাহিরে রূপ দেখে, (৩) শুভরূপে ধারণা করে, (৪-৭) চার অরূপ সমাপত্তি, (৮) নিরোধ সমাপত্তি।

চ. তিন সমাধি-(১) সবিতর্ক সবিচার, (২) অবিতর্ক বিচারমাত্র, (৩) অবিতর্ক অবিচার।

ছ. নয় অনুপূর্ববিহার সমাপত্তি-রূপ অরূপ ও নিরোধ সমাপত্তি।

৮. জাতিস্মর জ্ঞান।

৯. চ্যুতি-উৎপত্তি জ্ঞান।

১০. আসবক্ষয় জ্ঞান।

জয় পরিত্তং

সিরি-ধীতি-মতি-তেজ-জয়সিদ্ধি-মহিদ্ধাদি মহাগুণসম্পন্নস্
 অপরিমিতপুণ্ড্রাধিকারীস্ সৰ্বপুণ্ড্র লোকজেট্ঠস্ সৰ্বন্তরায়-নিবারণ-
 সমথস্ ভগবতো অরহতো সম্মাসম্মুস্ চতুরাসীতি সহস্ ধম্মখন্ধানুভাবেন
 দ্বাতিংস মহাপুরিসলকখনুভাবেন অসীত্যানুব্যঞ্জনানুভাবেন অট্টুত্তরসত
 মঙ্গলানুভাবেন অট্ঠারস-অসাধারণ-ধম্মানুভাবেন দসপারমিতানুভাবেন দস-
 উপ-পারিমিতানুভাবেন দসপরমথপারমিতানুভাবেন দশবলানুভাবেন
 নবলোকুত্তর ধম্মানুভাবেন নবসমাপত্তানুভাবেন অট্ঠঙ্গিক-মগ্গানুভাবেন
 অট্ঠসমাপত্তানুভাবেন সত্তবোজ্জব্জানুভাবেন ছলভিৎঞানুভাবেন
 ছব্বনুরংসানুভাবেন পঞ্চেদ্দিয়ানুভাবেন পঞ্চবলানুভাবেন চতুসচ্চানুভাবেন
 চতু-ইদ্ধিপাদানুভাবেন চতুসম্পল্লধানানুভাবেন চতুসতিপট্ঠানানুভাবেন
 মেত্তা-করুণা-মুদিতা-উপেক্খানুভাবেন রতনত্তয়ানুভাবেন
 রতনত্তয়সরণানুভাবেন সৰ্ব-বুদ্ধ-ধম্ম-সজ্জানুভাবেন পিটকত্তয়ানুভাবেন
 সীল-সমাধি-পুণ্ড্রানুভাবেন ইদ্ধানুভাবেন বলানুভাবেন তেজানুভাবেন
 কেতুমালানুভাবেন ময়হং সৰ্বরোগ-সোক-ভয়-উপদব-অন্তরায়-অবমঙ্গল-
 গহদোস দুস্ সুপিন-দুখ-দোমনস্ সুপায়াসা বিনাসমেত্ত ; ময়হং
 সৰ্বকুসলসঙ্কপ্পা সমিজ্জব্জ ; সতবস্ জীবেন সমঙ্গিকো হোমি ;
 আয়ুবড্ঢকো ধনবড্ঢকো যসবড্ঢকো সিরিবড্ঢকো সুখবড্ঢকো
 পুণ্ড্রবড্ঢকো পুণ্ড্রবড্ঢকো হোমি সৰ্বদা । আকাস-বন-ভূমি-তটাক-
 গঙ্গামহাসমুদ্রবাসী চ আরক্খকা দেবতা সদা ময়হং অনুরক্খন্ত ।

দুখ-রোগ-ভয়া বেরা সোক-সত্তু পদবা ;
 অনেক-অন্তরায়া পি বিনস্ সন্ত চ তেজসা ।
 জয়সিদ্ধি-ধনং লাভং সোথি-ভাগ্যং সুখং বলং ;
 সিরি আয়ু চ বণ্ণো চ ভোগবুদ্ধি চ হোতু মে ।

১. অন্যের মঙ্গলের জন্য আবৃত্তির সময় ‘ময়হং’ এর স্থানে ‘তুমহাক’, ‘হোমি’র
 স্থানে ‘হোথ’ এবং ‘মে’র স্থানে ‘তে’ হবে ।

এই ‘পরিত্তান’ সকাল-সন্ধ্যায় ভক্তি ও মনোযোগের সহিত আবৃত্তি করলে বিবিধ
 রোগ ভয় উপদ্রব গ্রহদোষ অমঙ্গল দুঃস্বপ্ন ও নানা প্রকার দুঃখ বিনাশ প্রাপ্ত হয়,
 আয়ু বল ধন যশ সুখ সৌভাগ্য ও পুণ্য বর্ধিত হয় এবং দেবগণ দ্বারা রক্ষিত
 হয় ।

পঞ্চ মারে জিতো নাথো পত্তো সম্বোধিমুত্তমং ;
 চতুসচ্চং পকাসেসি মহাবীরং নমাম'হং ।
 ভবতু সৰ্বমঙ্গলং রক্খন্তু সৰ্বদেবতা ;
 সৰ্ববুদ্ধানুভাবেন সদা সোথি ভবন্তু মে ।
 সৰ্বধম্মানুভাবেন.....সৰ্বসংঘানুভাবেন..... ।
 এতেন সচ্চবজ্জেন সৰ্বমারা পলায়ন্তু । (৩)

পরিশিষ্ট খ

বোধিসত্ত্ব

বোধি (Enlightenment) + সত্ত্ব=বোধিসত্ত্ব, জ্ঞানলাভে তৎপর প্রাণী । বিশেষার্থে বুদ্ধ হবার জন্য বুদ্ধ হতে বর প্রাপ্ত জীব । অষ্ট বিষয়ের পূর্ণতায়ই সে বর মেলে । যেমন—

“মনুসসত্ত্বং লিঙ্গসম্পত্তিং হেতু সথারদস্সনং
 পব্বজ্জা গুণসম্পত্তি অধিকারো চ ছন্দতা
 অট্টধম্মা সমোধানা অভিনীহারো সমিজ্জ্বতি ।”

—মনুষ্যত্ব পুরুষত্ব অর্হত্বহেতু জীবিত বুদ্ধের নিকট প্রার্থনা প্রব্রজ্যা পঞ্চাভিজ্জা ও অষ্টসমাপত্তি-লাভীত্ব অসাধারণ ত্যাগ ও অদম্য ইচ্ছাশক্তি এই অষ্টধর্ম সমন্বিত বর পাওয়া যায় ।

বোধিসত্ত্ব বীর্যপ্রধান শ্রদ্ধাপ্রধান এবং প্রজ্ঞাপ্রধান ভেদে ত্রিবিধ । বীর্য প্রধান বোধিসত্ত্বকে লক্ষাধিক ষোল অসংখ্য^১ কল্প, শ্রদ্ধাপ্রধান বোধিসত্ত্বকে লক্ষাধিক আট অসংখ্য কল্প এবং প্রজ্ঞাপ্রধান বোধিসত্ত্বকে লক্ষাধিক চার অসংখ্য কল্প পারমী পূর্ণ করতে হয় ।^২

মন বাক্য এবং কায় বাক্য ভেদে প্রণিধান (প্রার্থনা) ত্রিবিধ । গৌতম বোধিসত্ত্ব সাত অসংখ্য কল্প কয়েক হাজার বুদ্ধের সাক্ষাৎ পান এবং

১. এখানে ‘অসংখ্য’ এক সংখ্যা । একের পিঠে একশ চল্লিশটি শূন্য বসালে যে সংখ্যা হয় তাই ‘অসংখ্য’ ।

২. অর্থকথা ।

তাঁদের উপদেশ স্থিত হয়ে বিবিধ পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে মনে মনে বুদ্ধত্ব প্রার্থনা করেছিলেন। তৎপর নয় অসংখ্য কল্প বহু সহস্র বুদ্ধের সঙ্গে মিলিত হন। তাঁদের উপদেশানুসারে নানা প্রকারে পুণ্য করে বাক্যে বুদ্ধত্ব প্রার্থনা করেন। পরে এক কল্পে তহঙ্কর মেধঙ্কর সরণঙ্কর ও দীপঙ্কর নামে চার বুদ্ধ উৎপন্ন হন। বিবিধ পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে তিনি প্রথম তিন বুদ্ধের নিকটও বাক্যদ্বারা বুদ্ধত্ব প্রার্থনা করেন। কিন্তু উক্ত অষ্টধর্ম একত্রিত না হওয়ায় তাঁরা কেউ তাঁকে বর প্রদান করেন নি। দীপঙ্কর বুদ্ধের সময়ে তিনি সুমেধ তাপসরূপে তাঁর নিকট কায়-বাক্যে বুদ্ধত্ব প্রার্থনা করেন। তখন তাঁর উক্ত অষ্টধর্মের সমন্বয় হেতু বুদ্ধ হতে বর পেয়ে ‘বোধিসত্ত্ব’ হন।°

গৌতম বোধিসত্ত্বের পারমী কাল

দীপঙ্কর বুদ্ধের পর ১ অসংখ্য কল্প শূন্য যায়। তৎপর ১ কল্পে কেবল কোণ্ডঞ্ঞ বুদ্ধের উৎপত্তি হয়। তৎপর ১ অসংখ্য কল্প শূন্য যায়। তারপর ১ কল্পে মঙ্গল সুমন রেবত ও সোভিত চার বুদ্ধের উৎপত্তি হয়। তৎপর ১ অসংখ্য কল্প শূন্য যায়। পরবর্তী ১ কল্পে অনোমদস্সী পদুম ও নারদ তিন বুদ্ধ উৎপন্ন হন। তারপর ৩০০০০ কল্প শূন্য যায়। এর পর ১ কল্পে সুমেধ ও সুজাত বুদ্ধ উৎপন্ন হন। তৎপর ৬৯৮৭৭ কল্প শূন্য যায়। তারপর ১ কল্পে পিয়দস্সী অথদস্সী ও ধর্মদস্সী এই তিন বুদ্ধ উৎপন্ন হন। এরপর ২০ কল্প শূন্য যায়। পরবর্তী কল্পে এক সিদ্ধথ বুদ্ধ উৎপন্ন হন। তৎপর কল্প শূন্য যায়। তার পরবর্তী কল্পে তিস্স ফুস্স ও বিপস্সী এই তিন বুদ্ধ উৎপন্ন হন। তারপর ৬০ কল্প শূন্য যায়। এর পরবর্তী কল্পে সিখী ও বেস্সভূ দুই বুদ্ধ উৎপন্ন হন। তৎপর ৩০ কল্প শূন্য যায়। তার পরবর্তী কল্পে ককুসন্ধ কোনাগমন কস্সপ ও গৌতম এর চার বুদ্ধ উৎপন্ন হন।

কল্প

স্ববির আনন্দ একবার বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করেন—‘ভত্তে, কল্প কাকে বলে?’ ‘আনন্দ, সংখ্যায়ত কল্পের ব্যাখ্যা করা যায় না। ‘ভত্তে, উপমার দ্বারা বলুন।’

‘আনন্দ, মনে কর দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও গভীরতায় এক যোজন, এমন একটি জলপূর্ণ জলাশয়। কোনও কারণে উহার জলের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না। যদি প্রতি শতাব্দী পর পর তুলার একটি পাঁজ একবার ঐ জলে ডুবিয়ে সে জল সেচন করে; এমন সময় আসবে যখন সে জল নিঃশেষে শুষ্ক হবে; তথাপি কিন্তু কল্লের ক্ষয় হবে না।’ ‘ভন্তে, আরও উপমা প্রদান করুন।’

‘আনন্দ, মনে কর দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও গভীরতায় এক যোজন এমন এক সরিষাপূর্ণ ডোল হতে প্রতিশত বৎসর পর একটি করে সরিষা তুলে নেওয়া হয়: এমন সময় আসবে ঐ ডোল শূন্য হয়ে যাবে। তথাপি কিন্তু কল্লের ক্ষয় হবে না।’ ‘ভন্তে, আরও উপমা প্রদান করুন।’

‘আনন্দ, মনে কর দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতায় যোজন প্রমাণ একটি নিরেট পাথরের পর্বতকে শত বৎসর পর পর কাশীজাত সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ড দ্বারা একবার ঘর্ষণ করা হয়। এমন সময় আসবে যখন ঐ পর্বত বিলীন হয়ে যাবে। তথাপি কিন্তু কল্লের বিনাশ হবে না।’

শূন্য ও অশূন্য ভেদে কল্প দ্বিবিধ। বুদ্ধের উৎপত্তিহীন কল্প শূন্য কল্প এবং উৎপত্তিযুক্ত অশূন্য কল্প। অশূন্য কল্প আবার পাঁচ প্রকার। যথা-সার মণ্ড সারমণ্ড বর ও ভদ্রকল্প।

‘একো বুদ্ধো সারকল্পে মণ্ডকল্পে জিনা দুবে
সার-মণ্ডে তয়োবুদ্ধা চত্তারো চ বর কল্পে
পঞ্চ বুদ্ধা ভদ্রকল্পে ততো নথাধিকা জিনা।’

—সারকল্পে এক, মণ্ডকল্পে দুই, সারমণ্ড কল্পে তিন, বর কল্পে চার এবং ভদ্রকল্পে পাঁচজন বুদ্ধ উৎপন্ন হন। এককল্পে তার চেয়ে বেশী বুদ্ধ উৎপন্ন হন না।^১

বুদ্ধদেব (২) স্থান অনির্দিষ্ট

১. জন্মস্থান ২. মহাপরিনির্বাণস্থান মধ্যমগুলের যে কোন স্থান।

১. অঙ্গুত্তর নিকায়, তিকনিপাত।

বুদ্ধদেব ৪ স্থান নির্দিষ্ট

১. বোধিপালঙ্ক-বুদ্ধগয়া ।
২. ধর্মচক্র প্রবর্তন-সারনাথ, ঋষিপতন মৃগদায় ।
৩. স্বর্গাবতরণ-সংকাশ্য নগর ।
৪. গন্ধকুটীরের চার মঞ্চপাদ-শ্রাবস্তীর জেতবন ।

গৌতম বুদ্ধের সহজাত

১. রাহুলমাত ২. ছন্দক সারথী ৩. কণ্টক অশ্ব ৪. নিধিকুম্ভ ৫. মহাবোধি ৬. কালুদায়ী (পুরোহিত পুত্র) ৭. অজানীয় গজরাজ ।

গৌতম বুদ্ধের জীবনে চার পূর্ণিমা

১. নিক্কন্তনং সম্বুজ্জ্বানং পরিনিব্বাণমেব চ
সব্বএঔল্ল লোকনাথস্স বেসাখী-পুণ্নমাসিয়ং ।
২. ওক্কমনং নিক্কমণং ধম্মচক্কপ্পবত্তনং
যমক পাটিহারিঞ্চ আসল্হি পুণ্নমাসিয়ং ।
৩. ধম্মদেসনায় আণং চ সগ্গোরোহণমেব চ
দ্বাপেতে অসমস্স অস্সিনী পুণ্নমাসিয়ং ।
৪. সিস্স-সম্মেলনং চেব আয়ুস্স চ পরিচ্ছজং
ইমে দ্বাপি সম্বুদ্ধস্স মাঘেব পুণ্নমাসিয়ং ।

অনুবাদ-

১. বৈশাখী পূর্ণিমায় সর্বজ্ঞ লোকনাথের জন্ম সম্বোধিলাভ ও পরিনির্বাণ লাভ হয়েছিল ।
২. আষাঢ়ী পূর্ণিমায় তাঁর মাতৃগর্ভে প্রতীসন্ধি অভিনিষ্ক্রমণ ধর্মচক্র-প্রবর্তন ও যমক প্রাতিহার্য-প্রদর্শন হয়েছিল ।

৩. আশ্বিনী পূর্ণিমায় অসম বুদ্ধ ধর্মপ্রচারের আদেশ দেন এবং স্বর্গ হতে অবতরণ করেন ।
- ৪ .মাঘী পূর্ণিমায় সম্যক সম্বুদ্ধ আয়ুসংস্কার ত্যাগ করেন এবং তাঁর শিষ্য সম্মেলন হয় ।

গৌতম বুদ্ধের জীবনে সাতবার

ওকন্তি গুরুবারম্‌হি নিকন্তি সুক্কবাসরে ;
 নিক্‌খমি চন্দবারম্‌হি সম্বুজ্‌ঝি বুধবাসরে ।
 সোরবারে ধম্মচক্কে অঙ্গবারে পরিনিক্কুতো ;
 তেজদড্‌টো আদিচ্চম্‌হি সত্তবারা কতা ইমে ।

—গৌতম বুদ্ধ গুরুবারে মাতৃগর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেন, শুক্রবারে ভূমিষ্ঠ হন, সোমবারে অভিনিজ্জমণ করেন, বুধবারে বুদ্ধত্ব লাভ করেন, শনিবারে ধর্মচক্র প্রবর্তন করেন, মঙ্গলবারে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন এবং রবিবারে তাঁর দেহের সৎকার করা হয় ।

অনাগত বোধিসত্ত্ব^১

দসুত্তরা পঞ্চসতা বোধিসত্তা সমূহতা ;
 দসা অনুক্‌কমা চেব অবসেসা নানুক্‌কমা ।
 মেত্তেয়া উত্তমোরমো পসেনদি কোসলো ভিভু,
 দীঘসোনি চ চক্কী চ সুভো তোদেয়া ব্রাহ্মণো ।
 নালাগিরি পারিলেয়া বোধিসত্তা ইমে দসা ;
 অনুক্‌কমেন সম্বোধিং পাপুণিস্সতি অনাগতে ।

—মোট পাঁচ শত দশজন বোধিসত্ত্ব নির্দিষ্ট হয়েছেন । তাঁদের মধ্যে দশজন অনুক্রমে বুদ্ধ হবেন । অন্য পাঁচ শতের মধ্যে ক্রম ঠিক হয় নি । সেই দশজন মেত্তেয়া ভিক্ষু, ব্রাহ্মণ উত্তমরাম, রাজা প্রসন্নজিৎ কোশল, ভিভু দীর্ঘশোনি চক্কী শুভ ও তোদেয়া এ পঞ্চ ব্রাহ্মণ এবং নালাগিরি ও পারিলেয়া হস্তীদ্বয় অনাগতে অনুক্রমে সম্বোধি প্রাপ্ত হবেন ।

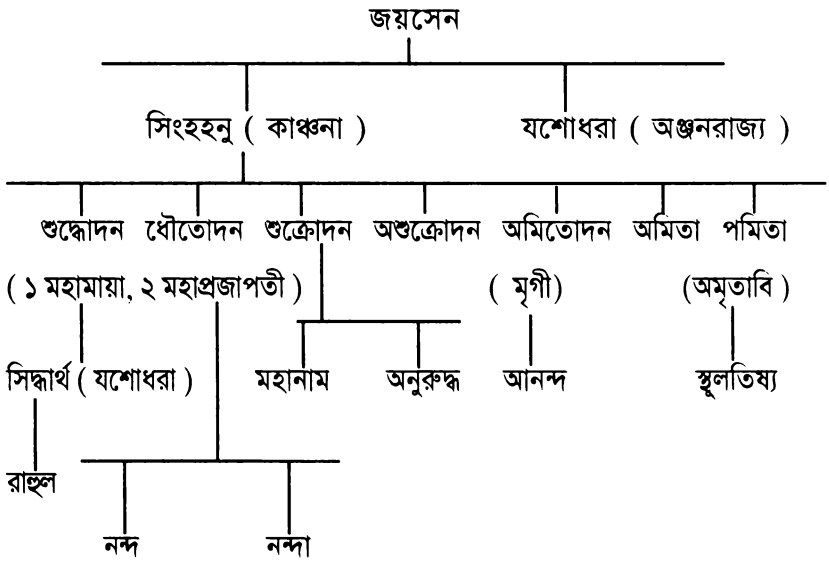
২৫ বুদ্বের ৮ বিষয়

নং	নাম	আয় বৎসর	উচ্চত হাত	কুল	তপস্যা মাস	রশ্মি	যান	বোধি	পালঙ্ক হাত
১	দীপঙ্কর	১০০০০০	১০	ক্ষত্রিয়	১০	অনিয়মিত	হস্তী	কপিথ	৫৩
২	কৌণ্ডিণ্য	"	১১	"	"	"	রথ	শাল কল্যাণ	৫৭
৩	মঙ্গল	৯০০০০	"	"	৮	দশহাজার চক্রবাল	অশ্ব	নাগবৃক্ষ	"
৪	সুমন	"	০৫	"	১০	অনিয়মিত	হস্তী	"	৬০
৫	রেবত	৬০০০০	০১	"	৬	"	রথ	"	৫৩
৬	শোভিত	৯০০০০	১৫	"	৪	"	প্রাসাদ	"	৩৮
৭	অনোমদর্শী	১০০০০০	"	"	১০	"	পালকী	অর্জুন	"
৮	পদ্ম	"	"	"	১/২	"	রথ	মহাশোন	"
৯	নারদ	৯০০০০	১১	"	৭ দিন	"	পদ	"	৫৭
১০	পঞ্চোত্তর	১০০০০০	১৫	"	"	১২ যোজন	প্রাসাদ	সরল	৩৮
১১	সুমেধ	৯০০০০	১১	"	৮	অনিয়মিত	হস্তী	নীপ	৫৭

১২	সুজাত	৯০০০০	৫০	ক্ষত্রিয়	১০	অনিয়মিত	অশ্ব	বাঁশ	৩২
১৩	প্রিয়দর্শী	"	৮০	"	৬	"	রথ	ত্রকুধ	৫৩
১৪	অর্থদর্শী	১০০০০০	"	"	১/২	"	অশ্ব	চম্পক	"
১৫	ধর্মদর্শী	"	"	"	৭ দিন	"	প্রাসাদ	কুরবক	"
১৬	সিদ্ধার্থ	"	৬০	"	১০	"	পালকী	কর্ণিকার	৪০
১৭	তিষ্য	"	"	"	৮	"	অশ্ব	অশন	"
১৮	কুশ্য	৯০০০০	৫৫	"	৬	"	হস্তী	আমলা	৩৮
১৯	বিপস্বসী	৮০০০০	৮০	"	১/২	৭ যোজন	রথ	পাটলি	৫৩
২০	শিখী	৭০০০০	৭০	"	৮	৩ "	হস্তী	গুপ্তরীক	৩২
২১	বিষভূ	৬০০০০	৬০	"	৬	অনিয়মিত	পালকী	শাল	৪০
২২	ত্রকুচ্ছদ	৪০০০০	৪০	ব্রাহ্মণ	১০	১০ যোজন	রথ	শিরীষ	২৬
২৩	কোনাগমন	৩০০০০	৩০	"	৬	অনিয়মিত	হস্তী	উদুম্বর	২০
২৪	কাশ্যপ	২০০০০	২০	"	৭ দিন	"	প্রাসাদ	নাহ্রোধ	১৫
২৫	গৌতম	৮০	১৫	ক্ষত্রিয়	৬ বর্ষ	বায়মাত্র	অশ্ব	অশ্বথ	১৪

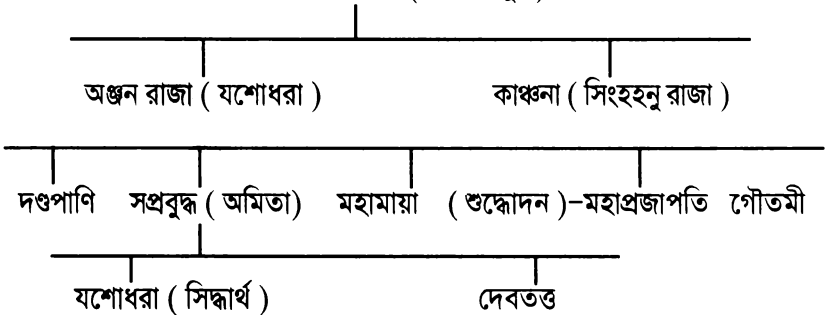
শাক্য বংশ^২

(জয়সেন হতে)



কোলিয় বংশ

দেবদহশাক্য (কোলিয়পুর)



রাজা পরম্পরা

১. মহাসম্মত (মনুরাজা)	২৭. অর্চিমদ	
২. রোজ	২৮. মখাদেব	
৩. বররোজ	২৯. নিমি	
৪. কল্যাণ	৩০. কালরজত	
৫. বরকল্যাণ	৩১. প্রেমকর	
৬. উপোসথ	৩২. অশোক	
৭. মাক্কাতা	৩৩. দিলীপ	
৮. চর	৩৪. রঘু	
৯. উপচর	৩৫. অজ	
১০. চৈত্য (চেতিয়)	৩৬. দশরথ	
১১. মূচল	৩৭. রাম	
১২. মচলিন্দ	(তার অদূরে)	
১৩. সগর	৩৮. বিজয়	
১৪. সাগর	৩৯. ওঙ্কাক	
১৫. ভরত	৪০. কুশ	
১৬. ভগীরথ	৪১. সুজাত	
১৭. রুচি	৪২. ইক্ষ্বাকু	
১৮. সুরুচি	৪৩. উল্লামুখ	
১৯. প্রতাপ	৪৪. নিপুর	
২০. মহাপ্রতাপ	(৮ জনের পর)	
২১. প্রণাদ	৪৫. সিংহসূর	
২২. মহাপ্রণাদ	(পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে)	
২৩. সুদর্শন	৪৬. জয়সেন	
২৪. মহাসুদর্শন	৪৭. সিংহহনু	
২৫. নেরু	৪৮. শুদ্ধোদন	
২৬. মহানেরু	৪৯. সিদ্ধার্থ	

শাক্যবংশ

১-২৮ কুশাবতী, রাজগৃহ ও মিথিলাতে এবং ১৪, ২৭ ও ২৮ মিথিলাতে রাজত্ব করেন। ৩২ পর বহু রাজা বারাণসীতে রাজত্ব করেন। ৪০-৪৩ চারজন কপিলাবস্ততে রাজত্ব করেন।

ইহা মহাবোধিবংশ গ্রন্থিপদ হতে গৃহীত। দীর্ঘনিকায়াদির অর্থকথায় কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়।

পরিশিষ্ট গ

সংঘ

সংঘ শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হলেও এখানে আমি বুদ্ধ ধর্ম ও সংঘ এই ত্রিরত্নের সংঘরত্নকেই উল্লেখ করেছি। রত্নের ব্যাখ্যায় অর্থকথায় বলা হয়েছে—

‘চিন্তিকতং মহগ্ঘঞ্চ অতুলং দুল্লভদস্সনং

অনোমসত্ত-পরিভোগং রতনং তেন বুচ্চতি।’

—যা বিচিত্র মহার্ঘ অতুল দুর্লভ-দর্শন ও সত্ত্বশ্রেষ্ঠ-পরিভোগ্য তাই রত্ন। উক্ত গুণযুক্ত বলে বুদ্ধ ধর্ম এবং সংঘকেও রত্ন বলা হয়।

বুদ্ধরত্নের আবির্ভাবে অন্য দুই রত্নও প্রাদুর্ভূত হয়। বৌদ্ধ সাহিত্যে উক্ত হয়েছে—‘বুদ্ধপ্পাদো সুদুল্লভো’—বুদ্ধোৎপত্তি সুদুর্লভ। বুদ্ধোৎপত্তির অভাবে বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রজ্ঞা-প্রধান এ ধর্মরত্নের উৎপত্তি যেমন সম্ভব নয়, তেমন গণশ্রেষ্ঠ সংঘরত্নের উৎপত্তিও অসম্ভব। সংঘরত্ন সম্বন্ধে অঙ্গুত্তর নিকায়ের ‘অগ্পপ্পসাদ সুত্ত’ এ বলা হয়েছে—‘ভিক্ষুগণ, জগতে যত গণ বা সংঘ বিদ্যমান তন্মধ্যে চারজোড়া অষ্টব্যক্তিয়ুক্ত তথাগতের শ্রাবকসংঘই অগ্র।

আধুনিক শিক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয় হতে ডিগ্রী প্রাপ্ত কোন কোন ভিক্ষু এবং বড়ুয়া-বৌদ্ধ ত্রিরত্নের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে—বুদ্ধ অর্থ ‘জ্ঞান’, ধর্ম অর্থ ‘নীতি’ এবং সংঘ অর্থ ‘একতা’, আর কেউ বা বলেন ‘শৃঙ্খলা’। শৃঙ্খলা বলার কারণ তাঁরা সংঘের ইংরাজী অনুবাদ পেয়েছেন ‘Order’। ধার্মিক সম্প্রদায় অর্থে যে Order শব্দ ব্যবহৃত হয় তা না জেনেই এ অনুবাদ। এসব ডিগ্রীধারী শিক্ষিত কোনও সময় অর্থ বুঝে ত্রিরত্ন বন্দনা করলেই বুঝতে পারতেন যে বন্দনার মধ্যেই ত্রিরত্নের ব্যাখ্যা বিদ্যমান।

চারজোড়া অষ্টব্যক্তিয়ুক্ত তথাগতের শ্রাবকসংঘ সুপ্রতিপন্ন ঋজুপ্রতিপন্ন ন্যায়প্রতিপন্ন ও সমীচীন প্রতিপন্ন। এই চারগুণের মধ্যে প্রথমটির দ্বারা স্রোতাপত্তি মার্গস্থ ও ফলস্থ, দ্বিতীয়টির দ্বারা সঙ্কদাগামী মার্গস্থ ও ফলস্থ, তৃতীয়টির দ্বারা অনাগামী মার্গস্থ ও ফলস্থ এবং চতুর্থটির

দ্বারা অর্হৎ মার্গস্থ ও ফলস্থকে নির্দেশ করা হয়েছে।

প্রাকৃতজন ভিক্ষুও স্রোতাপত্তি ফললাভে প্রতিপন্ন বা স্রোতাপত্তি মার্গস্থ বলে সংঘরত্নের অন্তর্গত। পক্ষান্তরে গৃহী অর্হৎ হলেও সংঘরত্নের অন্তর্গত নয়। তা যদি হত বৌদ্ধ গৃহী মাত্রই সংঘরত্নের অন্তর্ভুক্ত হত। কারণ অর্থকথা মতে ত্রিশরণাগত উপাসক-উপাসিকাও স্রোতাপত্তি ফললাভে প্রতিপন্ন।

‘সংঘো রক্খতি সাসনং’-সংঘই বুদ্ধশাসন রক্ষা করেন, এ কথা বুদ্ধ নানাক্ষেত্রে বহুবার বলেছেন। বুদ্ধের জীবিতাবস্থায়ও পণ্ডিত ভিক্ষুসংঘ নানাদিকে বিচরণ করে সর্ব মানবের হিতার্থে জ্ঞান প্রধান বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন এবং পরিনির্বাণের পরও তাঁরা এ ধর্মকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছেন। সংঘের সম্বন্ধে চেষ্টায় এবং উদার হৃদয় দায়কদের দানে বর্তমানেও পৃথিবীর জনগণের প্রায় আড়াই ভাগের একভাগ বৌদ্ধ বলে ১৯৭১ ইংরাজীর লোকগণনায় পাওয়া যায়। বর্তমান যুগ জ্ঞান-প্রধান বৈজ্ঞানিক যুগ। এ যুগে বিচারশীল মানুষের মধ্যে অহেতুক ভক্তি ও ধর্মান্ধতার স্থান নেই।

বিশ্বপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন বলেছেন-If there is any religion which is acceptable to the modern scientific mind, it is Buddhism’_আধুনিক বৈজ্ঞানিক মনের গ্রহণযোগ্য যদি কোনও ধর্ম থাকে-তা বৌদ্ধধর্ম।

বিশ্ববিখ্যাত মনীষী কার্লমাক্স, যিনি ধর্মকে জনগণের মহা অনিষ্টকারী ‘অহিফেন’ বলে বর্ণনা করেছেন, বলেন যে “Buddhism cannot certainly be called a religion, if by the word religion we mean self of selfless state, a life of the inanimate world and an inexpressible attachment of the people. If by religion we understand a path leading to perfection of life, a way of emancipating oneself from the innumerable sufferings ; then Buddhism is definitely a religion and the best of all religions,”_‘ধর্ম’ শব্দে আমরা যদি নৈরাশ্র অবস্থার আশ্রয়, নিষ্প্রাণ জগতের প্রাণ ও জনগণের অব্যক্ত একটা নেশা বুঝি তাহলে নিশ্চয়ই বৌদ্ধধর্ম ধর্ম নয়। তবে যদি ধর্ম শব্দে আমরা বুঝি জীবনের পূর্ণতার পথ, মানবের অপ্রমেয় দুঃখমুক্তির উপায়, তাহলে বৌদ্ধধর্ম নিশ্চয়ই-ধর্ম এবং সকল ধর্মের সেরা ধর্ম।

ডঃ হরিসিং গৌর বলেন –“If the union of all the religion of the world is effected at any time Buddhism will shine as the loftiest wave of the Ocean and Blessed Buddha as the Everest of the Himalayas,”_যদি পৃথিবীতে কখনও সর্বধর্ম সমন্বয় হয়, তবে বৌদ্ধধর্ম মহাসমুদ্রের সর্বোচ্চ তরঙ্গের মত এবং ভগবান বুদ্ধ হিমালয়ের এভারেস্টের মত প্রতীয়মান হবেন।

বুদ্ধের জীবিতাবস্থায় দেশ-বিশ্রুত পণ্ডিত শারীপুত্র মৌদগলায়ন ও উরুবেলা কশ্যপ প্রভৃতি বহু ব্রাহ্মণ পরিব্রাজক এবং পরিনির্বাণের পর নাগার্জুন দিঙ্নাগ অসঙ্গ বসুবন্ধু এবং ধর্মকীর্তি প্রভৃতি বহু ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বৌদ্ধধর্মের শ্রেষ্ঠতা হৃদয়ঙ্গম করে আপন বৈদিক ধর্ম ত্যাগ করে এ ধর্মকে আলিঙ্গন করেন এবং আজীবন তা জনহিতার্থে প্রচার করে গেছেন।

বর্তমান পৃথিবীতে বৌদ্ধরা সংখ্যা-গরিষ্ঠ হলেও যে ভারতে বৌদ্ধধর্ম উৎপন্ন হয়ে এক সময়ে তার আনাচে কানাচে বিস্তৃত হয়েছিল কালক্রমে সে-ভারতে বৌদ্ধদের সংখ্যা বিবিধ কারণে ক্ষীণ হয়ে যায়। বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগেও এ ভারতে এই জ্ঞান-প্রধান ধর্মের ক্ষীণতার প্রধান কারণ যোগ্য ভিক্ষু ও যোগ্য বৌদ্ধের অভাব। দুটি যোগ্য চাকার উপর নির্ভর করে যেমন সাইকেল চলে তেমন যোগ্য ভিক্ষু ও যোগ্য বৌদ্ধকে অবলম্বন করে বুদ্ধ-শাসন চিরকাল প্রবর্তিত হয়। সুশিক্ষিত শীলবান ভিক্ষু থাকলে তাঁদের প্রভাবে শাসন-হিতকারী বৌদ্ধও উৎপন্ন হয়। পক্ষান্তরে যোগ্য বৌদ্ধ থাকলে যোগ্য ভিক্ষুরও অভাব হয় না। যোগ্য ভিক্ষু ও যোগ্য বৌদ্ধ গৃহী হতেই উৎপন্ন হয়। এই উভয়ের বিদ্যমান অতীত-ভারতে বৌদ্ধধর্ম সুনীল আকাশে পূর্ণচন্দ্রের মত দেদীপ্যমান ছিল এবং বর্তমানেও বৌদ্ধ-প্রধান দেশে জাজ্জ্বল্যমান আছে।

বড়ুয়া বৌদ্ধরা ভারতের আদি বৌদ্ধদের বংশধর বলে গৌরব বোধ করেন। তাঁরা সংখ্যা-লঘিষ্ঠ বটে এবং ব্যবসায়ীর অভাবে তাঁদের মধ্যে বড় ধনী না থাকলেও অন্যান্য জাতির অনুপাতে তাঁরা শিক্ষায় এবং অর্থে পিছিয়ে নেই, কিন্তু ধর্মীয় ব্যাপারে ব্যয়ে আর্থিক অবস্থানুসারে তাঁরা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের তুলনায় বেশী পশ্চাদ্গত। এ কারণে বড়ুয়া সমাজে ধর্মীয়োৎসব অতি কম। ফলে সমাজোন্নয়নের জন্য সর্বসাধারণের মধ্যে যেরূপ একতা ও ধর্মের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা থাকা উচিত তা নেই। বিজ্ঞ ব্যক্তি

দেখবেন যে একজন হিন্দু বা মুসলমান বা খৃষ্টান সারা বৎসর আপন আপন ধর্মীয় ব্যাপারে যা ব্যয় করেন, ঠিক তেমন অবস্থাপন্ন একজন বড়ুয়া বৌদ্ধ সারা বৎসর আপন ধর্মীয় ব্যাপারে হয়তো তার ষোল ভাগের একভাগও ব্যয় করেন না। স্বধর্মাবলম্বীদের অর্থেই ভারত-বাংলার সকল মন্দির মসজিদ ও গির্জা নির্মিত হয়েছে। আর বড়ুয়া বৌদ্ধদের কলকাতা দিল্লী শিলং টাটানগর চট্টগ্রাম ও ঢাকা প্রভৃতির প্রধান বিহারগুলি নির্মিত হয়েছে প্রধানতঃ অ-বড়ুয়াদের অর্থ সাহায্যে। সেগুলিতে বড়ুয়াদের যা দান আছে, তাও দিয়েছে প্রধানতঃ অশিক্ষিত ও দরিদ্র বড়ুয়ারা ; শিক্ষিত ও অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন বড়ুয়ার দান প্রায় নেই ; থাকলেও অতি নগণ্য। খুব কুচিৎ এর ব্যতিক্রম থাকলেও থাকতে পারে।

শিক্ষা এবং ধন মানুষের বড় শক্তি। তন্মধ্যে শিক্ষাই প্রধান। ধন বা শিক্ষা অথবা উভয়ের অধিকারী হয়ে মানব যেমন উন্নত হতে পারে, তেমন তাদের সাহায্যে অধিকতর অবনতও হতে থাকে। চক্ষুন্মান ব্যক্তি জ্ঞানদৃষ্টি বিস্তার করলে তেমন শত শত উদাহরণ দেখতে পাবেন। ভাল ভাল খাদ্য খেয়ে মানুষ যেমন বলবান হয়, অজীর্ণ-রোগে আক্রান্ত হয়ে তেমন অকিতর দুর্বলও হয়। সেরূপ বিবিধ ভাল বই পড়ে মানুষ যেমন জ্ঞানী হয়, সার গ্রহণে অক্ষম ব্যক্তি তেমন বেশী মূর্খও হয়ে থাকে। তেমন মূর্খ ব্যক্তি জ্ঞানাভিমাণে স্ফীত হয়ে নিজেকে বড় জ্ঞানী মনে করে বটে ; কিন্তু আপন মূর্খতাবশতঃ বিবিধ পাপকর্ম সম্পাদন করে নিজের এবং সমাজের বিপুল ক্ষতি করে থাকে।

'A man is known by his deeds'—মানুষের পরিচয় কাজে।

মানবজীবন এবং সমাজ সম্বন্ধে অজ্ঞ, 'ভিক্ষু' অথবা 'দায়ক' হবার অযোগ্য কেবল চাকরি ও স্ত্রীর সেবক কোন কোন শিক্ষিত-মূর্খ ভিক্ষুদের কেবল দোষই দেখে থাকে। এ সব জ্ঞানচক্ষুহীন অন্ধ দেখতে পায় না যে যোগ্যতার বাইরে কেউ কোনও কাজ করতে পারে না। সুশিক্ষিত ব্যক্তির ভিক্ষু হলে তাঁদের দ্বারা নিজের এবং সমাজের অপ্রমেয় হিত হত সন্দেহ নেই। কিন্তু যোগ্যতার অভাবে তারা ভিক্ষু হতে পারছে না। অশিক্ষিত হলেও যাঁরা ভিক্ষু হয়েছেন তাঁরা নিয়ন্ত্রিত হয়ে আপন যোগ্যতানুযায়ী বড়ুয়াদের ধর্মীয় কাজে সাহায্য করে থাকেন। এতে ব্রতিগণ আপন শ্রদ্ধা ও সামর্থ্যানুরূপ যা দান-দক্ষিণা দেন তাতেই তাঁরা সন্তুষ্ট থাকেন। কিছুর দাবী করে কাউকেও উৎপীড়ন করেন না। ভিক্ষুদের ঐ ধর্মীয় প্রাপ্তিও উক্ত

হীন মূর্খদের সহ্য হয় না। তেমন মূর্খ অতীতেও ছিল, বর্তমানেও আছে এবং ভবিষ্যতে থাকবে। এতএব তেমন ঘৃণিত মানবের নিন্দা তিরস্কারকে শূকরবিষ্ঠাবৎ ত্যাগ করেই সৎ গৃহীও ভিক্ষুদের সংজীবন যাপন করতে হবে।

“হাতি চলে রাস্তামে কুণ্ডা ভূখে হাজার ;
সাধুন্ কোন দুর্ভাব বেহি জবনিন্দে সংসার।”

সূর্যোদয় নিশাচর প্রাণীদের অপ্রিয় হলেও কিন্তু সর্বজীবের পক্ষে মহোপকারী। সূর্যের অনুদয়ে নিশাচর প্রাণীরাও বাঁচতে পারত না। সেরূপ সত্যের প্রকাশ অজ্ঞানান্ধকারে বিচরণশীল মানবদের পক্ষে কষ্টদায়ক হলেও সর্বমানবের পক্ষে একান্তই হিত সুখাবহ। তদ্ব্যতীত প্রাজ্ঞগণ সর্ববিধ দুঃখকষ্ট অগ্রাহ্য করে সিংহের ন্যায় নির্ভীক চিত্তে সত্য প্রকাশ করে থাকেন।

ঋষি টলষ্টর বলেছেন—“শুধু ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষ নয়, সমস্ত পৃথিবী যদি আজ আমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, তাহা হইলেও আমি সত্য ত্যাগ করিব না, মিথ্যা অশুচি চিন্তা করিব না—ভগবানের নামে শয়তানের পূজা করিব না। সত্যই আমার ধর্ম—সত্যই আমার ভগবান।”

শিক্ষক না থাকলে যেমন বিদ্যালয়ের অস্তিত্ব লোপ পায়, তেমন ধর্মগুরু ভিক্ষুর অভাবে বৌদ্ধ সমাজ স্থায়ী হতে পারে না। নানা কারণে ভিক্ষুর অভাবেই অতীতে কোটি কোটি ভারতীয় বৌদ্ধকে অন্য ধর্ম গ্রহণ করতে হয়েছে এবং যাঁরা অন্য ধর্ম গ্রহণ করেন নি তেমন কোটি কোটি বৌদ্ধকে অস্পৃশ্যরূপে শতাব্দীর পর শতাব্দী বিবিধ নির্যাতন ও নিপীড়ন সহ্য করে জীবন যাপন করতে হয়েছে ও হচ্ছে।

গৃহীজীবন সর্বসাধারণ সেব্য বলে অতি নিম্নস্তরের হীন মানুষও গৃহীজীবন যাপন করে থাকে। ভিক্ষু জীবন অসাধারণ ও সমুন্নত বলে কঠোর। তদ্ব্যতীত অতি অল্প বিশিষ্ট ব্যক্তিই মাত্র ভিক্ষু হতে পারেন। শিক্ষা ও জ্ঞানবলে বলীয়ান বিশেষরূপে আত্মার্থ ও পরার্থ সাধনে ইচ্ছুক অল্প কয়েকজন তেজস্বী যুবকও যদি এ মহৎ ভিক্ষু জীবনকে বরণ করতে সক্ষম হন, বড়ুয়া সমাজ তথা দেশ নানাভাবে বিশেষরূপে উপকৃত হতে পারে।

সকলেই জ্ঞানী ও সুখী হোক।

সমাণ্ড

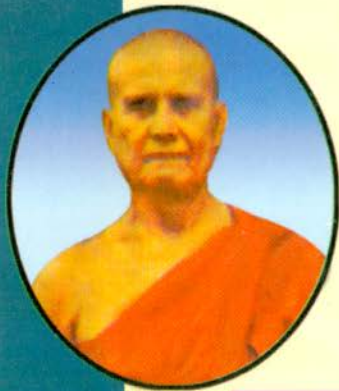
যাঁদের আর্থিক সাহায্যে বইটি প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছি

- ভদন্ত প্রিয়দর্শী মহাথের ৫০০.০০ টাকা
 অধ্যক্ষ, নিগ্রোধারাম, পশ্চিম আধার মানিক ।
- বিদর্শনাচার্য্য প্রজ্ঞাজ্যোতিঃ মহাথের ৫০০.০০ টাকা
 প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক
 আন্তর্জাতিক অরণ্য বিদর্শন ভাবনা কেন্দ্র
 মহামুণি পাহাড়তলী ।
- ভদন্ত জিনানন্দ মহাথের ৫০০.০০ টাকা
 অধ্যক্ষ, ক্ষেমানন্দ বিহার
 মধ্যম আধার মানিক ।
- ভদন্ত সংঘরত্ন ভিক্সু ৫০০.০০ টাকা
 অধ্যক্ষ, জেতবন বিহার
 অংকুরঘোনা গহিরা ।
- ভদন্ত সুমনানন্দ ভিক্সু ১০০.০০ টাকা
 অধ্যক্ষ, সম্ভোধি বিহার
 পশ্চিম আধার মানিক ।
- ভদন্ত ধর্মদর্শন ভিক্সু ১০০.০০ টাকা
 সুখানন্দ বিহার
 পশ্চিম আধার মানিক ।
 প্রয়াত পিতা হরিমোহন বড়ুয়া ও
 মাতা মাধু বড়ুয়ার
 পুণ্য স্মৃতি স্মরণে
- বারু নিপু বড়ুয়া ১০,০০০.০০ টাকা
 মধ্যম আধার মানিক ।
- ডাঃ অশীতি রঞ্জন বড়ুয়া ১০০০.০০ টাকা
 পূর্ব গুজরা, জয় চাঁদের বাড়ী ।
- ডাঃ অরুণ কান্তি চৌধুরী ৩০০০.০০ টাকা
 ডেপুটি চীফ মেডিকেল অফিসার ।
 চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
 জন্মস্থান : আধার মানিক
 নতুন বাজার ।

প্রয়াত পিতা কুমুদ বন্ধু বড়ুয়া ও
মাতা শাক্যবালা বড়ুয়ার
পুণ্য স্মৃতি স্মরণে

☉ বাবু রবিন্দ্র লাল বড়ুয়া পূর্ব গুজরা, জয় চাঁদের বাড়ী।	২০০০.০০ টাকা
☉ বাবু দুলাল বড়ুয়া মধ্যম আধার মানিক।	২০০০.০০ টাকা
☉ বাবু আনন্দ মোহন বড়ুয়া পশ্চিম আধার মানিক	১০০০.০০ টাকা
☉ বাবু শাক্য কুমার বড়ুয়া পশ্চিম আধার মানিক। প্রয়াত পিতা বাবু ননী গোপাল বড়ুয়ার পুণ্য স্মৃতি স্মরণে	২০০.০০ টাকা
☉ বাবু অভিলাষ বড়ুয়া জোবরা, হাটহাজারী।	২০০০.০০ টাকা
☉ ডাঃ দুলাল চন্দ্র বড়ুয়া পশ্চিম আধার মানিক।	১০০০.০০ টাকা
☉ উষা রাণী বড়ুয়া পশ্চিম আধার মানিক।	৩০০.০০ টাকা
☉ মায়া বড়ুয়া পশ্চিম আধার মানিক।	১০০.০০ টাকা
☉ ডলি রাণী বড়ুয়া পশ্চিম আধার মানিক।	১০০.০০ টাকা
☉ বাবু অরবিন্দ বড়ুয়া পশ্চিম আধার মানিক।	৫৫০.০০ টাকা
☉ বাবু নলিনী রঞ্জন বড়ুয়া মধ্যম আধার মানিক।	১০০.০০ টাকা
☉ বাবু শশাংক মোহন বড়ুয়া মধ্যম আধার মানিক।	১০২.০০ টাকা

☉ বাবু প্রদীপ কুমার বড়ুয়া (ধনা) পশ্চিম আধার মানিক ।	১০০০.০০ টাকা
☉ তুষীতা রাণী বড়ুয়া খামারবাড়ী, কদলপুর ।	১০০.০০ টাকা
☉ বাবু রাহুল কুমার বড়ুয়া পশ্চিম আধার মানিক ।	২০০.০০ টাকা
☉ বাবু কানন বড়ুয়া পশ্চিম আধার মানিক ।	৩০০.০০ টাকা
☉ বাবু অমর কান্তি বড়ুয়া রাউজান, রমজান আলীর হাট ।	৫০০.০০ টাকা
☉ বাবু সমর কান্তি বড়ুয়া পিঙ্গলা, পটিয়া ।	২০০.০০ টাকা
☉ বাবু প্রীতম বড়ুয়া নতুন বৌদ্ধ পল্লী চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম ।	২০০.০০ টাকা
☉ বাবু সুদর্শন বড়ুয়া (টুটুল) জানারখীল, ফটিকছড়ি ।	১০০০.০০ টাকা
☉ বাবু বিপ্লব বড়ুয়া (মিটু) পশ্চিম আধার মানিক ।	৫০০.০০ টাকা
☉ বাবু যীশু বড়ুয়া (রাজু) কুঞ্জছায়া আবাসিক এলাকা বায়েজিদ, চট্টগ্রাম ।	২০০.০০ টাকা
☉ বাবু দীপক বড়ুয়া শুভ (শাড়ীর দোকান) চিটাগাং শপিং কমপ্লেক্স ।	৫০০.০০ টাকা



গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

অখিল ভারত ভিক্ষুসঙ্ঘের সঙ্ঘনাযক সাধকপ্রবর ভদন্ত আনন্দমিত্র মহাথের ১৯০৮ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার অন্তর্গত পশ্চিম আধার মানিক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর গৃহী নাম যতীন্দ্রলাল বড়ুয়া।

বাল্যকাল হতেই যতীন্দ্রলাল অসাধারণ মেধা ও সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী, অথচ অতি সরল ও ধর্মপ্রাণ। ১৯২৮ সালে তিনি কৃতিত্বের সহিত প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

কিশোর যতীন্দ্রলাল গ্রামের বৌদ্ধ বিহারে ও নদীতীরের নির্জন শাশানপ্রান্তে বহুদিন একাকী অতিবাহিত করেছেন। মধ্যে মধ্যে তিনি সেখানে ধ্যাননিরত হয়ে বিমল আনন্দ উপভোগ করতেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর পিতামাতার একমাত্র পুত্রকে মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করতে উদ্যোগী হন। কিন্তু সংসার জীবনে নিষ্পৃহ যতীন্দ্রলাল প্রব্রজ্যা গ্রহণে স্থিরসংকল্প। ১৯৩০ সালে তিনি চট্টগ্রাম শহরের নন্দনকানন বৌদ্ধ বিহারে অগ্রমহাপণ্ডিত ধর্মবংশ মহাস্থবিরের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। কিন্তু এখানে তাঁর জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত হল না। তাই চট্টগ্রাম শহর ত্যাগ করে ১৯৩২ সালে তিনি কর্তালার পূজনীয় বংশদীপ মহাস্থবিরের নিকট পুনঃদীক্ষিত হলেন।

ভদন্ত আনন্দমিত্র জ্ঞানান্বেষণে ভারত, মায়ানমার ও শ্রীলঙ্কার নানা স্থানে ভ্রমণ করেছেন। কিন্তু তাঁর সাধনার প্রকৃষ্ট স্থান খুঁজে পেয়েছেন লোকালয় থেকে বহুদূরে নির্জন অরণ্যে। তিনি অধিকাংশ জীবন অতিবাহিত করেছেন ছত্রপটিয়ার হিংস্র স্বাপদসঙ্কুল অরণ্যে, বেতাগী বনাশ্রমে, আকিয়াবের পোতলি মহাশাশানে, পাথরকিল্লার অরণ্যশ্রমে এবং শ্রীলঙ্কার ক্যাডি বনাশ্রমে।

তিনি সমাজের কল্যাণমিত্র বন্ধুরূপে তাপিতকে সাধুনা দিয়েছেন, নিরন্দ্যমকে উৎসাহদান করেছেন, ধর্মপ্রাণ নর-নারীকে সত্যপথের সন্ধান দিয়েছেন। আর যুবশক্তিকে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চরিত্র গঠনে প্রেরণা জুগিয়েছেন। অর্ধ শতাব্দীকাল ধরে তিনি বাঙালি বৌদ্ধ সমাজকে ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন। বর্তমান গ্রন্থে তিনি অর্থসর্বত্র সমাজের মানুষকে আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হবার পথ দেখিয়েছেন।

আনন্দমিত্র - বিবেকানন্দ বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী

পশ্চিম আধার মানিক, রাউজান, চট্টগ্রাম।